Peace

মহান আল্লাহর মারিফত

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

মহান আল্লাহর
মা'রিফাত

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর মা'রিফাত

মূল

শাইখ হারুন

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

হাফেজ মাওঃ আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম.
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, মতলব, চাঁদপুর।

Peace Publication
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর মা'রিফাত

প্রকাশক
মো : রফিকুল ইসলাম
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২
প্রকাশকাল : জুন – ২০১৩ ইং
কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন
বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর
মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com
peacerafiq56@yahoo.com

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রভু! আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। একমাত্র ইবাদত পাওয়ার হকদার আল্লাহ তাআলাই অন্য কেহ নয়। সুতরাং আমরা যে স্রষ্টার বা আল্লাহর ইবাদত করি তার পরিচয় ও অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া মুমিন মাত্র প্রত্যেকের উপর কর্তব্য। কারণ আমরা যার ইবাদত করছি তার সম্পর্কে যদি মারিফাত বা পরিচয় জানা না থাকে তাহলে তার ইবাদত করা সম্ভব নয়। কারণ কাউকে সম্মান বা কদর করতে হলে প্রথমে তার পরিচয় জানা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু দু:খের বিষয় হল আমাদের সমাজে মারিফাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা বলা হয়েছে তার বিপরীত দিকটা বুঝানো হয়।

আল্লাহ তাআলাকে কুরআন হাদীসের দলিল এবং নিদর্শনাদী দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করে যথাসম্ভব তাঁকে ও তাঁর প্রতি প্রবল বিশ্বাস সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কাজেই দলিল প্রমাণ ও নিদর্শনাদী ছাড়া আল্লাহর মারিফাত হাসিল করার চেষ্টা অনর্থক। কেননা মারিফাত মৌলিক অর্থেই ইলমে নাকেস বা অপূর্ণ অর্থজ্ঞাপক শব্দ। যে বা যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর মারিফাত জানতে চাইবে তারা মারিফাত লাভের বৃথা চেষ্টা করবেন। তারা বিভ্রান্ত হবেন। কারণ কুরআন-হাদীস ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই জ্ঞান নয়।

অপর দিকে জ্ঞান না থাকার কারণে আল্লাহর অবস্থান, অবস্থার প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশের ধারণা ইসলাম বিরোধী। যেমন- বলা হয়, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। নাউজুবিল্লাহ

অথচ বলা হয়েছে কুরআনের ৭ জায়গায় اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন। সূরা ত্বহা : আয়াত-৫। আল্লাহর হাত, পা, চোখ, দৃষ্টি ইত্যাদি আছে। এগুলো হলো তেমন যেমন তার জন্য শোভনীয়। এগুলো সৃষ্টির কোন জিনিসের সাথে সাদৃশ্য নয়। যেমন- لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ কোন জিনিস তার মত নয়। -সূরা শূরা : আয়াত-১১।

এ গ্রন্থটি শাইখ হারুন সাহেবের যা সউদী আরব যেকে প্রকাশিত। বাংলাদেশের মুসলমানদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে গ্রন্থটি আমাদের সমাজের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। গ্রন্থ সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা পরবর্তী সংস্করণে সাদরে সমাদৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

◈ মহান আল্লাহর মা'রিফাত ৯

◈ মা'রিফাত কী? ১০

◈ আল্লাহর মা'রিফাত কী ১১

◈ মা'রিফাত লাভের উপায় ১২

◈ আল্লাহর জাতস্বত্তা প্রসঙ্গে ১৯

◈ আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহ ২২

◈ আল্লাহর পরিচয় দলীলভিত্তিক ২৩

◈ আল্লাহর নাম ও সিফাত সম্পর্কে সৃষ্ট ভ্রান্ত

◈ মতবাদসমূহ ও তাদের আক্বীদাগত অবস্থান ২৫

◈ আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

◈ জামা'আত গৃহীত নীতিমালা ৩১

◈ আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ৪০

◈ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নামসমূহ ৪৪

◈ কুরআন ও সহীহ হাদীস মহান আল্লাহর আরও

◈ যেসব জাতী সিফাত সাব্যস্ত করে ৪৬

◈ মানুষ কি আল্লাহকে দুনিয়ায় দেখতে পারে ৬১

◈ কী সে হাস্যকর ঘটনা ৬৩

◈ মুহাম্মদ ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছেন ৬৬

◈ মু'মিন বান্দা কর্তৃক আখিরাতে আল্লাহর দীদার প্রসঙ্গ ৭৩

◈ কাফিররা কি আখেরাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে ৮২

◈ আল্লাহ তায়ালা কোথায় ৮৩

◈ ওয়াহদাতুল উজুদ বা অদ্বৈতবাদ ৮৫

◈ আল-হুলুলিয়্যাহ বা অনুপ্রবেশবাদ ৮৯

◈ আল্লাহ তায়ালা সর্বোচ্চ সুমহান ৯০

◈ আরশ ও কুরসী কী ৯৫

◈ আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ প্রসঙ্গ ৯৯

◈ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে থাকা প্রসঙ্গ ১০১

◈ পরিশিষ্টাংশ ১০৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর মা'রিফাত
(কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ, نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ.....

একজন মুসলিমের উপর সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো 'আল্লাহর মা'রিফাত' হাসিল করা। এছাড়া তার সকল সাধনা মূল্যহীন। কিন্তু আবশ্যকীয় এ মা'রিফাত হাসিলের উপায় কী? আর মানুষের জ্ঞানচক্ষুই বা কতখানি তা আঁচ করতে পারে? না কি মানুষের জ্ঞান এক্ষেত্রে সীমিত?

মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন–

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ.

"তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি... ।"

(সূরা আনআম : আয়াত-৯১ ও সূরা যুমার : আয়াত-৬৭)

আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে ইরশাদ ফরমান–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না এবং তিনি দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ব করতে পারেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বান্তর্যামী।" (সূরা আল-আন'আম : আয়াত-১০৩)

তাহলে মানুষ কিভাবে আল্লাহর মা'রিফাত লাভ করবে? অথচ আল্লাহ সম্পর্কে সহীহ জ্ঞান ও সে অনুযায়ী 'আমল ব্যতীত মানুষের নাজাত বা মুক্তি অসম্ভব। বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত সালাফে সালেহীনের সঠিক আক্বীদার আলোকে এর একটি সুস্পষ্ট জ্ঞান সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো।

www.pathagar.com

মা'রিফাত কী?

মা'রিফাত 'مَعْرِفَةٌ' শব্দটি আরবী, অর্থ- কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা বা জানা।[১] আর শব্দটি যখন কারো অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, তখন অর্থ হবে স্বীকার করা।[২] নি'য়ামতের পরিচয় ও স্বীকৃতি প্রদান করার বেলায়ও এ শব্দটি প্রয়োগ হয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে নিজ নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং তারা তখন তা স্বীকার করবে। হাদীসের ভাষা এই : (فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا) অর্থাৎ "বান্দাহকে আল্লাহ তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন; অতঃপর সে তা স্বীকার করবে।"[৩]

কারো পরিচয় লাভ করা অর্থে এ শব্দটি প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে জিব্রাইলে এসেছে- (ولَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) "আমাদের কেউ তাকে চিনেন না।"[৪]

'হক্ব' জানার উদ্দেশ্যেও শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন হাদীসে এসেছে : (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ) - অর্থাৎ "আমি জানলাম যে, এটিই 'হক্ব'।"[৫] দেখা যায় যে, মূল ধাতু হতে গৃহীত শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মোট কথা, কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্বত্তা সম্পর্কে যথাসম্ভব তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করাকে 'মা'রিফাত' বলা হয়। আর যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দটি মহিমান্বিত নাম 'আল্লাহ'-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, সেহেতু তা অধিক স্পষ্ট যে, এখানে 'মা'রিফাত' দ্বারা মহান আল্লাহ সম্পর্কে দলীল প্রমাণ জানা ও যথাসম্ভব গভীর জ্ঞান অর্জন করা বুঝাবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহর জাত-সত্তাকে আয়ত্ত্ব করা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়।

অভিধানবিদগণ বলেন : আসলে 'مَعْرِفَةٌ' শব্দটি গভীর জ্ঞান বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অর্থ দেয় না। কেননা, মূলতঃ শব্দটি অপূর্ণ অর্থজ্ঞাপক।

---

১. মিসবাহুল লুগাত (উর্দু) খলীলিয়া কুতুবখানা-ঢাকা (عَرَفَ) অনুচ্ছেদ/৪৫ পৃঃ।

২. প্রাগুক্ত-৫৪৫ পৃঃ।

৩. সহীহ মুসলিম (كتاب الامارة) হা/১৫২, আহমদ ২/২২৫, মু'আত্তা হা/২৫৮২।

৪. সহীহ মুসরিম (كتاب الامارة) হা/৮, নাসায়ী (كتاب الامارة) ৮/৯৭, তিরমিযী (كتاب الامارة) হা/২৭৩৮, আবু দাউদ (كتاب الامارة) হা/৪৬৯৫।

৫. সহীহ সুনান নাসায়ী লিল আল-বানী (كتاب الزكاة) হা/২২৯১।

www.pathagar.com

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (রহ) বলেন-

اَلْمَعْرِفَةُ وَالْعِرْفَانُ اِدْرَاكُ الشَّيْئِ بِتَفَكُّرٍ وَتَدُبُّرٍ لِاَثَرِهٖ.

অর্থ : "মা'রিফাত ও ইরফান হলো-কোনো বস্তুকে তার চিহ্ন বা নিদর্শনের সাহায্যে চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা আয়ত্ত্ব করা।" আর আল্লাহর মা'রিফাত বলতে দলিল-প্রমাণ দিয়ে এবং তাঁর নিদর্শনাদী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে যথাসম্ভব তাঁকে জানা ও তাঁর প্রতি প্রবল বিশ্বাস সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কাজেই দলিল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর মা'রিফাত হাসিল করার চেষ্টা অনর্থক। কেননা, মা'রিফাত মৌলিক অর্থেই ইলমে নাক্বেস বা অপূর্ণ অর্থজ্ঞাপক শব্দ। যে বা যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান ছাড়া তথাকথিত মা'রিফাত লাভের বৃথা চেষ্টা করবেন, তারা বিভ্রান্ত হবেন। সে জন্যে আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, দলিল-প্রমাণসহ যথাসম্ভব মহান আল্লাহকে জানো। অতএব, আমাদের সংজ্ঞায়ন ও অভিধানবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞায় আর কোনো বিরোধ রইল না।

আল্লাহর মা'রিফাত কী?

মা'রিফাত হলো আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ববাদ ও তাঁর সুন্দর নামসমূহ এবং গুণাবলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। তাঁর কুদরত, মহত্ব ও অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে যথাসম্ভব প্রামাণ্য জ্ঞান ও অনুভূতি লাভ করা।[৬] সহজ করে বলা যায় যে, মহান আল্লাহর অসীম কুদরত ও মহত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বান্দা এ মর্মে লাভ করবে যে, তিনিই আল্লাহ যিনি তাকে (বান্দাহ) অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে নানা প্রকারের নি'য়ামত ভোগ করার সুন্দর সুযোগ দান করেছেন। তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি আসমান-যমীন, দিবারাত্র ও চন্দ্র-সূর্যের স্রষ্টা। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফল-ফসল ফলান এবং তদ্বারা বান্দার আহারের ব্যবস্থা করেন। কাজেই তিনিই একমাত্র সত্ত্বা, যিনি বান্দাহর ইবাদত- উপাসনা পাওয়ার একমাত্র হকদার।[৭]

---

৬. আস-সায়্যিদ সাবেক্ব (اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ) দারুল ফিকর-বাইরুত/৮ পৃ:।

৭. শায়খ মুহাম্মদ ইবন আলী আল-আরফাজ (مَالَا بُدَّ مِنْهُ مَعْرِفَةٌ عَنِ الْاِسْلَامِ) দারুস সুমাঈ লিন নাশর অয়াত তাওযি'আ-রিয়াদ/২১।

www.pathagar.com

এ মা'রিফাতের প্রধান দুটি দিক রয়েছে, যা জানা সকল মুসলিমের উপর আবশ্যকীয় ফরয। আর তা হচ্ছে :

১. আল্লাহই বান্দাহর একমাত্র স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। তিনি তাকে অযথা সৃষ্টি করেন নি; বরং এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো- একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা।

২. আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থির করাকে তিনি কিছুতেই বরদাশত করবেন না; তা কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা কিংবা নবী ও রাসূল হোক না কেন।[৮]

মা'রিফাত লাভের উপায়

সূফী বা পীর-ফকীররা ইসলামে অনেক নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করেছে। অথচ যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেননি।

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"তাদের কি এমন শরীক দেবদেবী আছে, যারা তাদের জন্যে এমন দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত ফায়সালার ঘোষণা না থাকতো, তাহলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। নিশ্চয়ই জালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আশ-শূরা : আয়াত-২১)

সম্মানিত পাঠক!

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, সূফী বা তথাকথিত পীর-ফকিররা আল্লাহর উক্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে দ্বীনের কোনো কোনো আহকাম সৃষ্টিতে প্রকারান্তে তারা আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব দাবি করে বসেছে। তাদের ব্যবহৃত ধর্মীয় পরিভাষা হচ্ছে : শরীয়াত, ত্বরীকাত, হাকীকত ও মা'রিফাত।

---

৮. শায়খ মুহাম্মদ সারেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ ثَلَاثَةِ الْأُصُوْلِ) দারুছ ছুরাইয়া লিন নাশর - রিয়াদ/২৩-২৮ (সংক্ষেপায়িত)।

www.pathagar.com

মূলতঃ এগুলো ইসলামেরই পরিভাষা। কিন্তু তারা এগুলোর সঠিক অর্থ ও সংজ্ঞা পরিবর্তন করে নতুন সংজ্ঞা ও স্বতন্ত্র রূপ দাঁড় করিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা দলীল-প্রমাণভিত্তিক শরঈ সংজ্ঞা গ্রহণ করে না। কেননা, তারা এ সকল চমকপ্রদ পরিভাষা শুনিয়ে সরলমতি মুসলিম নর-নারীকে ধোঁকায় ফেলে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করে নেয়। যদি সাধারণ মুসলিমগণ শরীয়াতের প্রামাণ্য বক্তব্য জানতে পারে, তাহলে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। ফলে বিনা পুঁজির ব্যবসা জমজমাট হবে না।

সম্মানিত পাঠক !

এ সম্মানিত পীর-ফকিরদের দৃষ্টিতে আল্লাহর মা'রিফাত লাভের উপায় হলো- কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টি।[৯] তারা এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোনো তোয়াক্কা করে না; বরং প্রকাশ্য অস্বীকার করে থাকে। তাদের দাবি মতে, তারা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকেই জ্ঞান লাভ করে থাকে।[১০] অথচ মানুষের পক্ষে নবী ও রাসূলের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে কোনো তথ্য লাভ করা অসম্ভব। ওহী ছাড়া কেউই আল্লাহ থেকে কোনো বাণী পেতে পারে না। আর ওহীতো কেবল নবী ও রাসূলদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল; অন্য কারো প্রতি নয়।

নবী ও রাসূলের নিকট ওহী প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۔

কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোনো দূত প্রেরণ করেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেয়। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আশ-শূরা : আয়াত-৫১)

তাহলে কি পীর-ফকিররা নবুওয়্যাতী দাবি করেছেন? না'উযুবিল্লাহ।

---

৯. ডঃ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-কারণী (اَلْمَعْرِفَةُ الْاِسْلَامُ) দারু আলামিল ফাওয়াইদ-মাক্কা/৭।

১০. শায়খ মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু (اَلصُّوْفِيَّةُ مِيْزَانُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) বঙ্গানুববাদ-তায়েফ ইসলামিক এ্যাডুকেশন ফাউন্ডেশন প্রকাশনী, সউদী আরব/২০ ও ২৫ পৃ: দ্র:।

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক!

এক্ষণে সহীহ ত্বরীকা মতে আমরা কিভাবে আল্লাহর মা'রিফাত লাভ করতে পারি? আমরা জানি যে, আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান অদৃশ্য বিষয় তথা ঈমান বিল-গায়েব-এর অন্তর্গত। আর এক্ষেত্রে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' তথা হক্বপন্থী বিদ্বানদের গৃহীত নীতি হলো দলীল-প্রমাণ সহকারে জ্ঞান লাভ করা আল্লাহর মা'রিফাত প্রমাণে শানিত দুটি দলীল রয়েছে, যার সাহায্যে আমরা মহান আল্লাহর মা'রিফাত লাভ করে ধন্য হতে পারি। আর তা হচ্ছে :

১. **সুস্থ বিবেক** : এটা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিরাজির প্রতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।[১১] কেননা, প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের জ্বলন্ত সাক্ষী।[১২] আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিবেককে প্রশ্ন করে বলেন-

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ـ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ـ

"তারা কি কোনো বস্তু ছাড়া আপনা-আপনি সৃজিত হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা আসমান ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।" (সূরা আত-তুর : আয়াত-৩৫-৩৬)

উক্ত আয়াতে কারীমা মানুষের বিবেকের কাছে ৩টি জরুরি প্রশ্ন পেশ করছে। যার জবাব জানলেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর তা হচ্ছে–

১. শূন্যতা কি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে? উত্তর, না। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, সৃষ্টিরাজী এক সময় অস্তিত্বহীন শূন্য ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহই সব কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন।

---

[১১]. আস-সায়্যিদ সাবিক্ব (اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ) দারুল ফিকর-বাইরুত/১৯ শায়খ মুহাম্মদত বিন সারেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ ثَلَاثَةِ الْاُصُوْلِ) দারুস ছুরাইয়য়া-রিয়াদ/১৩।

[১২]. ড: ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী (اَلتَّفْسِيْرُ الْمِنِيْرُ) দারুল ফিকর-বাইরুত ২৯/৮২।

www.pathagar.com

২. মানুষ কি নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছে? তারা বলল : এটা অসম্ভব মানুষ স্বয়ং নিজেদের স্রষ্টা হতে পারে না।

৩. তাহলে কি মানুষেরা এ বিশ্বজগত (যাতে রয়েছে সুনিপুণ নিয়ম-বিধান) সৃষ্টি করেছে?

এ প্রশ্নত্রয়ের জবাবে আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি, যে নিজেকে তৈরি করতে পারে না, সে অপর কোনো বস্তুকেও সৃষ্টি করতে পারে না। আর যে নিজের কোনো কল্যাণ করতে পারে না, সে অপরেরও কল্যাণ এনে দিতে ব্যর্থ। সুতরাং বিবেক সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, সকল সৃষ্টির একজন স্রষ্টা রয়েছেন। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা।[১৩]

আল্লাহর বাণী-

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَٰلِقُونَ.

অর্থাৎ "তারা কি কোনো বস্তু ছাড়া আপনা-আপনি সৃজিত হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা...? (সূরা আত-তুর : আয়াত-৩৫)

আয়াত কয়টি মাগরিবের সালাতে নবী করীম ﷺ যখন তেলাওয়াত করলেন, তখন যুবায়ের ইবন মুত্ব'ঈম শুনতে পেয়ে চমকে উঠেন। সে সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। ইমাম জুহরীর বর্ণনা মতে তিনি বদরের যুদ্ধ বন্দীদের একজন ছিলেন।[১৪]

আয়াত কয়টিতে বর্ণিত বিবেকের কাছে কঠিন প্রশ্ন যাতে আল্লাহর অস্তিত্বের জ্বলন্ত সাক্ষী রয়েছে- শুনে যুবায়ের বলে উঠেন : যেন আমার আত্মা উড়ে যেতে লাগল।[১৫] ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ আরও উল্লেখ করেন যে, যুবায়ের বলেন :

---

[১৩]. শায়খ মুহাম্মদ আলী আল-আরফাজ (مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مَعْرِفَةٌ عَنِ الْإِسْلَامُ) দারুস সুমাঈ-রিয়াদ/৩০।

[১৪]. হাফেজ ইবনে হাজর আল-'আসক্বালানী' ফাতহুল বারী' (كِتَابُ الْأَذَانِ) আল-মাকতাবুল সালাফিয়া ২/২৯০।

[১৫]. প্রাগুক্ত ২/২৯ বুখারী ও মুসলিম গৃহীত তাফসীর ইবনে কাছীর-৬/১২।

www.pathagar.com

وَذٰلِكَ اَوَّلُ مَا وَقَّرَ الْاِيْمَانُ فِيْ قَلْبِيْ.

অর্থাৎ "সেটিই ছিল আমার অন্তরে প্রথম ঈমানের রেখাপাত।"[১৬]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এটা বলিষ্ঠ প্রমাণিত যে, সুস্থ বিবেক আল্লাহর অস্তিত্ব ও মা'রিফাত স্বীকার করতে বাধ্য। আর মানুষের চিন্তাশক্তি আরও প্রখর হয়ে উঠবে, যদি সে আল্লাহর সৃষ্টিরাজির প্রতি অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে গভীর গবেষণা করে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ. وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

"বিশ্বাসীর জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলি রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও; তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" (সূরা আয-যারিয়াত : আয়াত-২০-২১)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ.

"আপনি বলে দিন! চেয়ে দেখতো আসমানসমূহ ও যমীনে কী রয়েছে। আর যারা ঈমান আনে না, সেসব লোকের জন্যে কোনো নিদর্শন ও সতর্কীকরণ কিছু কাজে আসে না।" (সূরা ইউনুস : আয়াত-১০১)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّ

[১৬]. ঐ ২/২৯০।

www.pathagar.com

تَصۡرِيۡفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ.

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনসমূহের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে-যাতে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালা যা আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে- নিশ্চয়ই সেসব বিষয়ের মাঝে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৬৪)

এ ধরনের অসংখ্য নিদর্শনাবলি রয়েছে, যা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের অকাট্য দলীল। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে এ সমস্ত জাজ্বল্য প্রমাণাদির কথা উল্লেখ করে ভাবতে নির্দেশ করত।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান-

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُوۡنَ، فِي الدُّنۡيَا وَ الۡاٰخِرَةِ.

"এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টরূপে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার-দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়...।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৯, ২২০)

কিন্তু, এতদ স্বত্তেও যার আকল আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় না; বরং আল্লাহর মা'রিফাত লাভে ব্যর্থ হয়। তার জন্যে কোথা থেকে হিদায়াত আসবে?

আল্লাহ তায়ালা তো এহেন ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন-

وَ مَنۡ لَّمۡ يَجۡعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوۡرًا فَمَا لَهٗ مِنۡ نُّوۡرٍ.

"আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোনো জ্যোতি নেই।"

(সূরা নূর : আয়াত-৪০)

www.pathagar.com

অর্থাৎ কাফিরেরা হিদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। সুতরাং তারা আল্লাহর নূর কোথায় পাবে?[১৭]

২. শরঈ আয়াতসমূহ : এখানে শরঈ আয়াতসমূহ বলতে আল্লাহর ওহী তথা আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ উদ্দেশ্য।[১৮] কুরআন ও সহীহ সুন্নাহই হলো নির্ভুল সঠিক জ্ঞান দেয়া ও সে আলোকে তাদের জীবন পরিচালনার একমাত্র পথ নির্দেশনা বর্ণনার মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষেরই মধ্যে থেকে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে অনেক মু'যিজা দ্বারা নবুওয়াতীর প্রমাণ যুগিয়েছেন। আসমানী উপরন্তু কুরআন ও সুন্নাহই আল্লাহর মা'রিফাত লাভের চূড়ান্ত উপায়। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের আলোকেই মানুষ তার আক্বীদা ও 'আমল নির্ধারণ করবে এবং তদানুযায়ী তার জীবন গঠন করবে।

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩)

মানুষকে যদিও গভীর মনোনিবেশ সহকারে ভাবতে বলা হয়েছে, তবুও এটা স্পষ্ট যে, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আল্লাহর মা'রিফাত লাভের বেলায় সীমিত জ্ঞানকেই চূড়ান্ত ভাবলে স্পষ্ট বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে পড়বে। তাই আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করে মানুষকে কী কী ভাবতে হবে- সে সম্পর্কে চিন্তার সীমারেখা স্থির করে দিয়েছেন। এর বাইরে যাওয়ার অর্থই বিভ্রান্তিতে পড়ে যাওয়া, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

---

[১৭]. মাওলনা মুহিউদ্দিন খান অনুদিত তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন-বাদশাহ ফাহাদ প্রিন্টিং প্রেস-মদীনা/৯৪৭।

[১৮]. মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ ثَلَاثَةِ الْأُصُوْلِ) দারুস ছুরাইয়া-রিয়াদ/১৩।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ .

"অতএব, সত্য প্রকাশের পর (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া। সুতরাং কোথায় ঘুরছ?" (সূরা ইউনুস : আয়াত-৩২)

আল্লাহর জাতস্বত্তা প্রসঙ্গে

আল্লাহর জাতস্বত্তার প্রতি ঈমান আনতে হবে; কিন্তু এ বিষয়ে কোনোরূপ মন্তব্য করা যাবে না। কেননা, এ নিয়ে ভাবনা মানুষের সীমিত জ্ঞানসীমার বাইরে। মানুষ কিছুতেই আল্লাহর জাত সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত্ব করতে পারবে না।[১৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ .

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না.. ।" (সূরা আন-আম : আয়াত-১০৩)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا .

"আর তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না।' (সূরা ত্ব-হা : আয়াত-১১০)

মহান স্রষ্টার মহিমান্বিত নাম 'আল্লাহ'। তিনি তার পরিচয় সম্পর্কে বলেন :

إِنَّنِيٓ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِي .

"আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই।"

(সূরা ত্ব-হা : আয়াত-১৪)

---

[১৯]. আস সায়্যিদ সাবেক্ব (العقيدة الاسامية) দারুল ফিকর-বাইরুত/৭২।

www.pathagar.com

আল্লাহর জাত সম্পর্কে আরব মুশরিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং ইরশাদ ফরমান–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ ۚ وَ لَمْ يُوْلَدْ ـ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ .

"বলুন! তিনিই আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

(সূরা ইখলাস : আয়াত-১-৪)

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান, তিনিই অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (আল-হাদীস-৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ ফরমান–

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ .

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কোনো বস্তু নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কোনো বস্তু নেই, তুমিই প্রকাশমান, তোমার উপরে কেউ নেই এবং তুমিই অপ্রকাশমান, তুমি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু অপ্রকাশমান নেই।"[২০]

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত মহান আল্লাহর ৪টি সিফাত-এর প্রথম দুটি সৃষ্টির আদি ও অন্তের কালবেষ্টন জ্ঞাপক এবং শেষোক্ত দুটি স্থানবেষ্টন

২০. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ) হা/২৭১৩।

www.pathagar.com

জ্ঞাপক।[২১] আর অপ্রকাশমান সিফাত দ্বারা উদ্দেশ্য-তিনি এমন সত্ত্বা যে, তাঁকে কোনো ইন্দ্রিয়শক্তি বেষ্টন করতে পারে না এবং কোনো জ্ঞানও তাকে বেষ্টন করতে পারে না।[২২] ইমাম নববী (রহ) বলেন : তিনি সৃষ্টির আড়ালে। আবার কারো মতে, তিনি অতি সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানেন।[২৩]

আল্লাহর জাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিভ্রান্তির নামান্তর। এটা শয়তানী কর্ম। এ বিষয়ে শয়তান বিভ্রান্ত করতে চাইলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবং দ্রুত এ ধরনের প্রবঞ্চনামূলক জিজ্ঞাসা থেকে বিরত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী ﷺ বলেন-

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى يَقُوْلُ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ.

অর্থাৎ "তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসবে, অতঃপর বলবে : কে এসকল বস্তু সৃষ্টি করেছে? এমনকি তাকে বলবে : তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? যদি (ওয়াসওয়াসা) এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং (এ ধরনের কথাবার্তা থেকে) বিরত হয়।"[২৪]

---

২১. ড: সালেহ আল-ফাওয়ান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ) দারুল ইফতা প্রকাশনী-রিয়াদ ৭ম সংস্করণ (১৪২২ হি:) ৩২ পৃ:।

২২. আস-সায়্যিদ সাবেক্ব (اَلْعَقِيْدَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ) দারুল ফিকর-বাইরুত/৫৩।

২৩. ইমাম নববী (রহ) (شَرْحُ صَحِيْحِ الْمُسْلِمِ) ১৭/২০০।

২৪. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْإِيْمَانِ) হা/১৩৪।

www.pathagar.com

আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহ

মহান আল্লাহর নাম ও সিফাত প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর আক্বীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله বলেন :

اَلاِيْمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهٖ نَفْسَهٗ فِيْ كِتَابِهٖ وَوَصَفَهٗ بِهٖ رَسُوْلُهٗ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَمَّ تَحْرِيْفُ وَلَا تَعْطِيْلِ, وَمَنْ غَيَّرَ تَكْيِيْفَ وَلَا تَمْثِيْلَ, بَلْ يُؤْمِنُوْنَ بِاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ, فَلَا يَنْفُوْنَ مِنْهُ مَا وَصَفَ بِهٖ نَفْسَهٗ, وَلَا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلَامَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ, وَلَا يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَاءِ وَاٰيَاتِهٖ وَلَا يُكَيِّفُوْنَ وَلَا يُمَثِّلُوْنَ صِفَاتَهُ بِصِفَاتِهٖ خَلْقَهٗ.

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নিকট আল্লাহর নাম ও সিফাত সম্পর্কে ঈমান হলো : আল্লাহ তাঁর পরিচয় যেভাবে তাঁর কিতাব আল-কুরআনে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পরিচয় যেভাবে প্রদান করেছেন, সেভাবে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কল্পিত আকৃতি স্থির ও সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বিধান ছাড়া হুবহু ঈমান আনা। তাঁরা এ মর্মে ঈমান আনেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন স্বত্তা যার সমতুল্য কোনো স্বত্তা নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। কাজেই আল্লাহ যা দ্বারা তাঁর পরিচয় পেশ করেছেন, এর কিছুই তাঁরা অস্বীকার করেন না। আর তারা কোনো কালিমাকে এ স্থান থেকে পরিবর্তন করে অন্য কোনো ব্যাখ্যা দান করেন না। আল্লাহর নামসমূহ ও আয়াত-এর কোনোরূপ বাঁকা অর্থ গ্রহণ করেন না এবং তাঁর কোনো আকৃতিও স্থির করেন না ও মাখলূকের সিফাতের সাথে কোনোরূপ সাদৃশ্যও স্থির করেন না।[২৫]

---

২৫. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (اَلْعَقِيْدَةُ الْوَاسِطُ)।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের বেলায় বাঁকাপথ অবলম্বনকারীদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"আর আল্লাহর জন্য সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। সুতরাং ঐ সকল নাম নিয়ে তোমরা তাঁকে আহ্বান কর। যারা তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে বাঁকাপথে চলে, তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলবে। অচিরেই কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হবে।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৮০)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا.

"নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়।" (সূরা হা-মীম সিজদা : আয়াত-৪০)

আল্লাহর পরিচয় দলীলভিত্তিক

পুস্তকের শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর মা'রিফাত দলীলভিত্তিক। আর দলীল দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর ওহীর বাণী ও সুস্থ বিবেক। মানুষের বিবেক প্রকাশমান। আল্লাহর কুদরত অনুধাবন দ্বারা তার ঈমানে সজীবতা পাবে। কিন্তু আল্লাহর জাত ও সিফাতকে সে স্থির পাবে না। এর একমাত্র উপায় আল্লাহর ওহীর আলো, অন্যথায় বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) বলেন :

لَا يُوْصِفُ اللّٰهُ اِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهٖ نَفْسَهٗ اَوْ وَصَفَ بِهٖ رَسُوْلُهٗ, وَلَا يَتَجَاوَزُ الْقُرْاٰنَ وَالْحَدِيْثَ.

www.pathagar.com

"আল্লাহ তাঁর পরিচয় যেভাবে প্রদান করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল ﷺ যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন- তাছাড়া অন্য কোনোভাবে আল্লাহর পরিচয় দান করা যাবে না। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীস অতিক্রম করা যাবে না।"[২৬]

কুরআন ও হাদীস উপেক্ষা করে আল্লাহ সম্বন্ধে কোনোরূপ মন্তব্য করা থেকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

"বলুন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন-যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং যা হারাম করেছেন তা গোনাহ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি। আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা (হারাম), যা তোমরা জান না।" (সূরা আল-আরাফ : আয়াত-৩৩)

শায়খ মুহাম্মদ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন : যদি তুমি আল্লাহকে এমন সিফাত দ্বারা পরিচয় কর, যা দ্বারা তিনি নিজেকে পরিচয় দেননি, তাহলে তুমি আল্লাহর উপর এমন কথা বললে- যার জ্ঞান তোমার নেই। আর তা কুরআনী দলীল দ্বারা হারাম।[২৭]

---

২৬. ইমাম ইবনে তাইময়া 'মাজমু' আ ফাতওয়া' ৫/২৬।

২৭. শায়খ মুহাম্মদ আল-উছাইমীন (রহ) (شرح العقيدة الواسطية) দার ইবনুল জাওযী-দাম্মাম ১৫/৭৫।

www.pathagar.com

আল্লাহর নাম ও সিফাত সম্পর্কে সৃষ্ট ভ্রান্ত মতবাদসমূহ ও তাদের আক্বীদাগত অবস্থান

নির্ভুল আক্বীদার মূল উৎস কুরআন ও সহীহ হাদীস। এ দু'উৎসকে উপেক্ষা করে যারা নিজ নিজ রায়, যুক্তি ও দর্শনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তারা বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছেন তাতে সন্দেহ নেই। এক্ষণে আমরা আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলি সম্পর্কে সৃষ্ট কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভ্রান্ত ফিরকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করব, যাতে মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান হতে পারেন। সাথে সাথে এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা হকপন্থীদের আক্বীদাগত অবস্থান কি হওয়া ঈমানের দাবি, তা সহজে বুঝে নিতে সক্ষম হন।

১. **জাহমিয়া :** এ মতবাদের পুরোধা হচ্ছে 'আল-জাহম ইবন সাফওয়ান'। সে ছিল ইরাক সীমান্তবর্তী খুরাসানের বাসিন্দা। তার ভ্রান্ত মতবাদ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে প্রসার লাভ করে। সে-ই সর্বপ্রথম "কুরআন আল্লাহর কালাম নয়; বরং মাখলূক" এ ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম দেয় এবং আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি অস্বীকার করে। ১৩০ হি: মতান্তরে ১৩২ হি: সে নিহত হয়।[২৮]

আল্লাহর সিফাতসমূহ স্বীকার করতে তার আকল গ্রাহ্য করে না। সে আল্লাহর সিফাত (اَلْحَيُّ) অর্থাৎ চিরঞ্জীব, (اَلْعَالِمُ) অর্থাৎ জ্ঞানী, (اَلْخَلَّاقُ) অর্থাৎ 'স্রষ্টা; ইত্যাদি সিফাতসমূহকে অস্বীকার করে এ যুক্তিতে যে, এগুলো স্বীকার করলে আল্লাহকে তাঁর মাখলূকের (সৃষ্টির) সাথে সাদৃশ্য দেয়া জরুরি হয়ে পড়ে। তাই সে মহিমান্বিত এ সিফাতগুলো পরিবর্তন করে বলে : কুদরত ও কর্তা ইত্যাদি।[২৯] বর্তমানেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ওলামা জাহিমিয়াদের অনুকরণে

---

২৮. গালেব বিন আলী 'আওয়াজী (فِرَقُ الْمُعَاصِرَةِ تَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ) মক্কাতাবাত লীনাহ' ২/৭৯৫।

২৯. (আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল) দারুল মা'রিফাহ-বাইরুত ১/১০৯,১১০।

www.pathagar.com

তাদের লিখনীতে ও উর্দু-বাংলা তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহর সিফাতের অনুবাদ করে থাকে 'কুদরত' দ্বারা। একে বলা হয় 'আত-তা'ত্বীল' বা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করা। যা বড়ই গর্হিত কাজ।

২. **মু'তাযিলা :** একে বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বলা হয়। এ মতবাদের পুরোধা হচ্ছে ওয়াসিল ইবন 'আতা'। এটাও হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে অর্থাৎ ১০৫/১১০ হিঃ সনের মধ্যে প্রসার লাভ করে।[৩০] আল্লাহর নামসমূহ স্বীকার করেন; কিন্তু সীফাত বা গুণাবলি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। তাদের মতে, আল্লাহ (ক্বাদীর) তবে তাঁর কোনো কুদরত নেই। তিনি (سَمِيْعٌ) তবে তাঁর কোনো শ্রবণশক্তি নেই। তিনি (بَصِيْرٌ) তবে তাঁর কোনো দৃষ্টিশক্তি নেই। তিনি (আলীম), তবে তাঁর কোনো ইলম নেই এবং তিনি (حَكِيْمٌ) তবে তিনি হিকমত ছাড়া।[৩১] -নাউযুবিল্লাহ।

৩. **আশা'আরী :** এ মতবাদের প্রথম পুরোধা হিজরীর তৃতীয় শতাব্দী বিদ্বান আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাঈল আল-আশ'আরী। তিনি ইরাকের বসরায় ২৫০ হিঃ বা ২৭০ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন।[৩২] অবশ্য তিনি শেষের দিকে এহেন ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে তওবা করে ফিরে আসেন এবং (الابانة) নামীয় একখানা কিতাব লিখেন। যাতে তিনি সঠিক আক্বীদার বিবরণ দেন।[৩৩] এ জন্যে এ মতবাদকে আর তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা আদৌ ঠিক নয়; বরং এ দলের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ইবনে কুল্লাব-এর দিকে সম্বন্ধ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।[৩৪] কেননা, আবুল হাসান রহিমাহুল্লাহ তা'আলা আনহু এর প্রত্যাবর্তনের পর ইবনে

---

[৩০]. গালেব বিন আলী 'আওয়াজী (فِرَقٌ الْمُعَاصِرَةِ تَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ) মাকতাফত লীনাহ ২/৮২১।

[৩১]. শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِ) দারু ইবন জাওযী দাম্মাম, ১/৩২।

[৩২]. গালেব বিন আলী আওয়াজী (فِرَقٌ الْمُعَاصِرَةِ تَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ) যাকাতাবাত লীনাছ-২/৮৫৩।

[৩৩]. আবু আব্দুল্লাহ আমের আব্দুল্লাহ ফালেহ (مُعْجَمُ أَلْفَاظِ الْعَقِيْدَةِ) মাকতাবাতুল 'উবাইকান-রিয়াদ/৪।

[৩৪]. গালেব বিন আলী আওয়াজী (فِرَقٌ الْمُعَاصِرَةِ تَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ) মাকতাফত লীনাহ ২/৮২১।

www.pathagar.com

কুল্লাবই আশা'আরী মতবাদের মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ফলে এ মতবাদকে বর্তমানে আশা'আরী না বলে 'কুল্লাবী' বলাই যুক্তির দাবি।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে আশা'আরী (কুল্লাবী) মতবাদের অবস্থান হলো-তারা আল্লাহর নামসমূহ যথার্থভাবেই স্বীকার করে; কিন্তু সিফাত তথা গুণাবলির বেলায় বলেন : "জ্ঞান যে সমস্ত সিফাত-এর সাক্ষ্য দেয়, তা স্বীকার করব।" সে কারণে, তারা আল্লাহর মাত্র ৭টি সিফাত বা গুণবাচক নাম স্বীকার করেন। আর বাকি সব সিফাতকে সরাসরি মানেন না, বরং নিজেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাতে পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটিয়ে থাকেন।[৩৫] তাদের পরিবর্তন বা বিকৃতির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহর বাণী (وَجَاءَ رَبُّكَ) " তোমার রব আসবেন" (আল-ফজর/২২) এর অর্থ করতে গিয়ে একটি শব্দ অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলেন : (وَجَاءَ رَبُّكَ) "তোমার রবের আদেশ আসবে।" একে বলা হয় শাব্দিক পরিবর্তন। আর অর্থগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সিফাত 'গজব' এর অর্থ করে "প্রতিশোধের ইচ্ছা"।[৩৬]

যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব এ মতবাদের অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অধিকাংশ বিদ্বান নিজেদেরকে আশা'আরী বা কুল্লাবী না বললেও তারা সে আক্বীদাই গ্রহণ করেছে। যেমন বাংলা ভাষায় অনূদিত কুরআনে এবং উর্দু ভাষায় অনূদিত ও প্রণীত কুরআনে তারা আল্লাহর সিফাত-এর রূপক অর্থ গ্রহণ করেছে। যেখানে আল্লাহ তাঁর নিজের জন্যে 'হাত' সাব্যস্ত করেছেন, সেখানে তারা একে অস্বীকার করে 'কুদরত' শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করে অনুবাদ করেছে। আর এটাই হলো তাহরীফ বা পরিবর্তন।

---

৩৫. মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ اِبْنِ تَيْمِيَةِ) দারু ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম/১/৩২।

৩৬. ডঃ সালেহ আল-ফাওযান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী, রিয়াদ/১৩।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, আশা'আরী বা কুল্লাবীরা যে ৭টি সিফাত বা গুণকে স্বীকার করে। তাহলো : আল্লাহ (حَيٌّ) হায়াত দ্বারা, আ-লিমুন (عَالِمٌ) ইলম দ্বারা, মুরীদুন (مُرِيْدٌ) ইরাদাহ দ্বারা, মুতাকাল্লিমুন (مُتَكَلِّمٌ) কালাম দ্বারা, সামীউন (سَمِيْعٌ) শ্রবণশক্তি দ্বারা, বাসীরুন (بَصِيْرٌ) দৃষ্টিশক্তি দ্বারা এবং ক্বাদীর (قَادِرٌ) কুদরত দ্বরা।[৩৭] আর বাকি সব সিফাত তারা অস্বীকার করে।

৪. **মাতুরীদিয়্যাহ** : এ মতবাদের পুরোধা হলেন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ। তিনি আবু মনসূর আল-মাতরীদি নামে পরিচিত। তিনি সমরকন্দের মাতুরীদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে সে ৩৩৩ হি: ইন্তেকাল করেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হানাফী বিদ্বানদের নিকট হানাফী ফিকহ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এ বিদ্বান-এর নীতিমালার প্রতি সম্বন্ধ করে এ মতবাদের নাম হয় 'মাতুরীদিয়াহ'।[৩৮]

এ মতবাদ আকলকে দলীদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে এ দল মু'তাযিলা ও 'আশায়েরা মতবাদের মিশ্রিত রূপ গ্রহণ করেছেন। যদিও যেসব বিষয়ে মুতাযিলাদের সাথে এ দলের পুরোধা আবুল মনসুর আল-মাতুরীদির মতানৈক্য ছিল, সেসব বিষয়ে সে 'আশায়েরাদেরকে সাথে নিয়ে প্রতিবাদ করেছে।[৩৯] কিন্তু আল্লাহর নামসমূহ ও সিফাত-এর বেলায় নিজ আকলকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার কারণে তারা সেসব সিফাতকে মানে, যা তাদের আকল গ্রাহ্য করে। পক্ষান্তরে যা আকল গ্রাহ্য করে না, তা তারা অস্বীকার করে।[৪০]

---

৩৭. আবু মুহাম্মদ আলী আজ-জাহেরী (اَلْفَصْلُ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ وَ) আবু মুহাম্মদ আজ-জাহেরী (اَلْفَصْلِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْمُجَلِ وَهُمَامَسَةَ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ) দারুল মা'রেফাহ কাইরুত-১/১২২ ইবনে উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَسِطِيَّةِ) দার ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ১/৩৩।

৩৮. গালেব বিন আলী আওয়াজী (فِرَقُ الْمُعَاصِرَةِ تَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ) মাকতাবাত লীনা-২/৮৬৯।

৩৯. প্রাগুক্ত ২/৮৬৯।

৪০. শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল-উছাইমীন (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلَى فِيْ صِفَاتِ اللهِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى)মাকতাবাত আজওয়াউস সালাফ-রিয়াদ/৮৮।

www.pathagar.com

তারা আল্লাহর (إِرَادَةٌ) 'ইচ্ছা' এ সিফাতকে স্বীকার করে না। তাদের যুক্তি আকল গ্রাহ্য করে। কিন্তু (اَلرَّحْمَةُ) রহমত এ সিফাত স্বীকার করে না। তাদের যুক্তি হলো (الرحمة) 'রহমত' যার থাকবে, যার প্রতি রহমত করা হবে-তার প্রতি অতি বিনম্র ও কোমল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর এটা আল্লাহর শানে অসম্ভব। তাই তারা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত (اَلرَّحْمَةُ) 'রহমত' এই সিফাতকে পরিবর্তন করে তা দ্বারা আল্লাহর 'কর্ম ও 'ইচ্ছা' বুঝে থাকে। সে কারণে তারা আল্লাহর সিফাত (اَلرَّحْمَةُ) রাহীম-এর অর্থ করে "দাতা অথবা দান করার ইচ্ছাকারী।"[৪১]

এভাবে এ মতবাদ আশা'আরীদের মতো আকল গ্রাহ্য মাত্র আটটি সিফাতকে স্বীকার করে। বাকি সিফাতসমূহকে আকল মানে না-এর অযুহাতে মুতাযিলাদের ন্যায় ভিন্ন অর্থ করে থাকে। তারা আশা'আরীদের গৃহীত ৭টি সিফাতের সাথে ৮ম যে সিফাতটি যোগ করে, তাহলো (اَلتَّكْوِيْنُ) বা কোনো কিছুর অস্তিত্ব নিয়ে আসা।[৪২]

৫. **মুশাবিহা বা সাদৃশ্যবাদী :** এ মতবাদের পুরোধা হলো হিশাম বিন আল-হাকাম আর-রাফেজী। মতান্তরে মতবাদ ১৮৯ হিঃ অথবা ১৯০ হিজরীতে আত্মপ্রকাশ লাভ করে।[৪৩] এদেরকে মুমাহছিলও বলা হয়। তারা বলেন : আল্লাহর সিফাতসমূহ মাখলূক বা সৃষ্টির সিফাত-এর সাথে সাদৃশ্যশীল।[৪৪] মহান আল্লাহ এহেন সাদৃশ্য হতে পূত-পবিত্র। তিনি তাঁর বান্দাহদেরকে তা থেকে নিষেধ করে ইরশাদ ফরমান :

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ.

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য সাব্যস্ত করো না।"

(সূরা আন-নাহল : আয়াত-৭৪)

---

৪১. প্রাগুক্ত/৮৯।

৪২. আবু আবদুল্লাহ আমের আব্দুল্লাহ ফালেহ (مُعْجَمُ الْفَاظِ الْعَقِيْدَةِ) মাকতাবাত 'উবাইকান-রিয়াদ/৩৫৩।

৪৩. 'আন-নদওয়াতুল আ-লামিয়া লিশ আল-ইসলামী প্রকাশিত (اَلْمُعَاصِرَةِ الْمَوْسُوْعَةِ الْمُيَسَّرَةِ فِيْ الْاَدْيَانِ وَالْمَذَاهِبِ وَالْاَحْزَابِ) ২/১০১১।

৪৪. শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى فِيْ صِفَاتِ اللهِ وَاَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى) মাকতাবাত আজওয়াউস সালাম-রিয়াদ/৪৯।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে এহেন ভ্রান্ত ফিরকা বলে যে, আল্লাহর হাত ও কান মানুষের হাত ও কান-এর মতো।[৪৫] অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কোনোরূপ সাদৃশ্য ছাড়াই আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর যাবতীয় সিফাতকে হুবহু স্বীকার করেন।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিজেই বলেছেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

"তার মতো কোনো বস্তু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

(সূরা আশ-শূরা : আয়াত-১১)

আল্লাহর সিফাতেকে অস্বীকারকারী মুতাযিলারা যুক্তি দেখায় যে, আল্লাহর জন্যে জাত-ই সিফাত সাব্যস্ত করতে গেলে তাঁর একটি দেহ কল্পনা করতে হয়। দেহ বা কায়া ছাড়া হাত, মুখমণ্ডল ও পিণ্ডলী ইত্যাদি সিফাত স্থির করা যায় না। তাই আল্লাহর উপরিউক্ত সিফাতের স্বীকৃতি দানকারী হকুপন্থীদেরকে তারা কায়াবাদী হিসেবে আখ্যায়িত দিয়ে থাকে।[৪৬] মূলতঃ মু'তাযিলা, আশায়েরা, জাহমিয়া ও মাতুরীদিয়াদের বিপরীত যে ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটেছে, তারাই সাদৃশ্য বা কায়াবাদী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আল্লাহর শান অনুযায়ী সাব্যস্ত সকল সিফাত হুবহু বিকৃতি ব্যতীত বিশ্বাস করেন। তারা সাদৃশ্যবাদীদের খোঁড়া যুক্তিকে সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তাফসীর আল-কাশশাফ-এর লিখক মু'তাযিলা মতবাদপন্থী আল্লামা জামখশারী হকুপন্থীদের গৃহীত নীতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁদেরকে মুজাসসিমাহ বা কায়াবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৭] এটি মু'তাযিলাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি বৈ আর কি? মু'তাযিলা মতবাদপুষ্ট তাফসীর আল-কাশশাফ ও আশা'আরী মতবাদপুষ্ট তাফসীর আল-বায়জাবীই আমাদের মাদ্রাসাসমূহে পড়ানো হয়ে থাকে। ফলে দেশের আলেমরা সেভাবেই গড়ে উঠেন।

---

৪৫. আবু আব্দুল্লাহ আমের আব্দুল্লাহ ফালেহ مُعْجَمُ أَلْفَاظِ الْعَقِيدَةِ মাকতাবাত আল-'উবাইকান-রিয়াদ/৯৯।

৪৬. প্রাগুক্ত/৮০,৮১।

৪৭. 'আন-নাদওয়াতুল আ-লামিয়াহ লিশশাবাব আল-ইসলামী' প্রকাশিত (اَلْمُعَاصِرَةُ لِمُسْرِعَةِ الْيُسْرَةِ فِي الْأَدْيَانِ وَالْمَذَاهِبِ وَالْأَحْزَابِ) ২৯১০১২।

www.pathagar.com

আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে
আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত গৃহীত নীতিমালা

আল্লাহর মা'রিফাত ঈমান বিল গায়েব তথা অদৃশ্য বিশ্বাসসমূহের অন্যতম। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য মানুষকে অবগত করার জন্যেই মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন, নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন নিজ বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা-দর্শনের স্বাধীনতা প্রয়োগ করে আল্লাহ সম্পর্কে যা ইচ্ছে-তাই মন্তব্য করে না বসে। কেননা, এতে বিভ্রান্তি অনিবার্য। আর আক্বীদা ও ঈমানের বিভ্রান্তির মানে সর্বস্বান্ত হয়ে জাহান্নামের খোরাকে পরিণত হওয়া, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপরে বর্ণিত বিভ্রান্ত ফিকরা যথা : জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশা'আরী, মাতুরীদিয়া ও মুশাবিহা ইত্যাদি কেন সৃষ্টি হয়েছে? এর জবাব পরিষ্কার যে, তারা রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবা, তাবেঈন ও সালাফে সালেহীন থেকে কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। আর এটাই তাদের বিভ্রান্তির মূল কারণ। আল্লাহর আসমা ওয়াস সিফাত তথা তাঁর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে সঠিক নীতিমালা প্রত্যেক মুসলিমের জানা থাকা দরকার। যাতে সে আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে সৃষ্ট বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এ মহান উদ্দেশ্যে আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা হক্বপন্থীদের গৃহীত নীতিমালা উপস্থাপন করছি।

১. আল্লাহর নামসমূহ অতি সুন্দর এবং তার গুণাবলি পরিপূর্ণ ও সুমহান, যাতে কোনো প্রকার অপূর্ণতার সামান্যতমও সম্ভাবনা নেই।[৪৮]

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى.

অর্থাৎ "আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ রয়েছে।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৮০)

---

[৪৮]. শায়খ মুহাম্মদ আল-সালেহ আল-উছাইমীন, (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى فِيْ صِفَاتِ اللهِ وَاَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى) মাকতাবাত আজওয়াউইস সালাফ-রিয়াদ/২১।

www.pathagar.com

যেমন : আল্লাহ একটি গুণবাচক নাম (اَلْعَلِيْمُ) বা সর্বজ্ঞানী। এতে আল্লাহর একটি নামও রয়েছে এবং একটি পরিপূর্ণ গুণও রয়েছে আর তা হচ্ছে– 'ইলম (اَلْعِلْمُ) বা জ্ঞান। তার এ গুণ এতো পরিপূর্ণ যে, এতে কোনো প্রকার ভ্রান্তি স্পর্শ করেনি এবং অজ্ঞতাও অতিক্রম করেনি; বরং তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের মহাগুণে সুমহান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى .

"এর ইলম বা জ্ঞান আমার রবের কাছে লিখিত আছে। আমার রব ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃত হন না।" (সূরা ত্ব-হা : আয়াত-৫২)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ .

"আসমান ও যমীনে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন, তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরা আত-তাগাবুন : আয়াত-৪)

এভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর সকল গুণবাচক নাম-যা তাঁর নাম ও গুণ বুঝায়, তা অতি সুন্দর ও পরিপূর্ণ। যেমন : তিনি (اَلْحَيُّ) বা চিরঞ্জীব। এটা তাঁর একটি নামও বুঝাবে এবং তিনি পরিপূর্ণ হায়াতের অধিকারী- এ গুণও বুঝাবে। অনুরূপভাবে (اَلرَّحْمَةُ) বা কৃপানিধান। এটা তাঁর একটি গুণবাচক নাম এবং সাথে সাথে তাঁর একটি পরিপূর্ণ (اَلرَّحْمَةُ) 'রহমত' বা দয়াগুণ বুঝায়।[৪৯]

---

[৪৯]. শায়খ মুহাম্মদ আল-সারেহ আল-উছাইমীন (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى فِيْ صِفَاتِ اللهِ وَاَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى)মাকাতাবাত আজওয়াউস সালাফ-রিয়াদ/২১,২২।

www.pathagar.com

২. আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলি সবই কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে মুক্ত চিন্তার কোনো অবকাশ নেই।[৫০]

"আল্লাহর মা'রিফাত দলীলভিত্তিক" এ শিরোনামে ইতোপূর্বে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছি এবং স্বপ্রমাণ বক্তব্য উত্থাপন করেছি। আল্লাহর কোনো নাম বা গুণ তিনি নিজের জন্যে সাব্যস্ত করেন নি, এমন কোনো নাম বা গুণ বাড়িয়ে বলার অবকাশ কোনো মানুষের নেই। উপরন্তু আল্লাহ তাঁর জন্যে যা সাব্যস্ত করেছেন, তা হতে কোনো একটি নাম বা গুণ কমিয়ে দেয়ারও কোনো অধিকার কারো নেই। আদম সন্তানের জন্যে এ অনধিকার চর্চা আল্লাহ নিষেধ করতঃ ইরশাদ ফরমান :

وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ.

"আর আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা (হারাম), যা তোমরা জান না।"
(সূরা 'আরাফ : আয়াত-৩৩)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ) বলেন-

اَلْقَوْلُ عَلَى اللّٰهِ بِلَا عِلْمٍ فِىْ اَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَاَفْعَالِهٖ وَوَصَفَهٗ بَعْدَ مَا وَصَفَ بِهٖ نَفْسَهٗ وَوَصَفَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَهٰذَا اَشَدُّ شَيْئٍ مُنَاقِضَةِ وَمُنَافَاةِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ, وَقَدْحٌ فِىْ نَفْسِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَخَصَائِصُ الرَّبِّ, فَاِنْ صَدَرَ ذٰلِكَ عَنْ عِلْمٍ فَهُوَ عِنَادٌ اَقْبَحُ مِنَ الشِّرْكِ وَاَعْظَمُ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ, فَاِنَّهُ الْمُشْرِكُ الْمُقِرُّ بِصِفَاتِ الرَّبِّ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَطِّلِ الْمُجَاهِدِ لِصِفَاتِ كَمَالِهٖ.

"আল্লাহর নামসমূহ, সিফাত ও কর্মসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান ছাড়া কোনো কথা বলা, তিনি যা দ্বারা তার বিবরণ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পরিচয়

[৫০]. প্রাগুক্ত/৩৪,৬৮।

www.pathagar.com

যেভাবে দিয়েছেন, এর বিপরীতে কোনো গুণ বর্ণনা করা সৃষ্টি ও হুকুম যে স্বত্ত্বার কাজ, তাঁর পরিপূর্ণতার বিপরীত ও ঘাটতিপূর্ণ মারাত্মক বিষয়। আর এটা রুবূবিয়্যাত ও রব-এর বৈশিষ্টের উপর কলঙ্ক লেপন। যদি (আল্লাহর শানে এহেন অবান্তর কথা) কোনো জানাশোনা ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে সে ঔদ্ধত্যপূর্ণ। আর তা আল্লাহর নিকট শিরক হতেও অতি বড় পাপ। কেননা, 'রব'-এর সিফাত বা গুণসমূহ স্বীকারকারী মুশরিক আল্লাহর পরিপূর্ণ সিফাতকে অস্বীকারকারী 'মু'আত্বিলা' হতে উত্তম।"[৫১]

যারা কুরআন ও হাদীস থেকে গৃহীত নীতিমালা পরিত্যাগ করে আল্লাহর নাম ও সিফাত সম্পর্কে অবান্তর কথা বলবে বা বিশ্বাস করবে, তারা যেন রোজ কিয়ামতে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহিতার ভয় করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا .

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছে পড় না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৬)

৩. আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলি কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়া হুবহু সেভাবে মেনে নেয়া। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার যুক্তি-দর্শনের অবকাশ নেই।[৫২]

কুরআন ও হাদীসের উপর নিজ জ্ঞান-বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয়া বড়ই গর্হিত কাজ। মূলতঃ এটি চির অবাধ্যকারী ইয়াহুদীদের স্বভাবজাত দোষ। এ ঔদ্ধত্যের কারণে তারা ঈমান আনয়ন থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়েছিল।

---

[৫১]. ইবনুল ক্বায়্যিম আল-জাওযীয়্যাহ (اَلْجَوَابُ الْكَافِيْ) দারুন নাছওয়াহ আল-জাদীদাহ-বাইরুত/১৬৯, ১৭০।

[৫২]. শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى فِيْ صِفَاتِ اللهِ وَاَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى) মাকতাবাত আজওয়াউস সালাফ রিয়াদ/৭৫।

www.pathagar.com

তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

"(হে মুসলিমগণ!) তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের ন্যায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত, অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা জানত।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-৭৫)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন -

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا.

"ইয়াহুদীদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বাক্যকে এর আসল স্থান থেকে পরিবর্তন করে উচ্চারণ করে থাকে এবং বলে আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম।" (সূরা নিসা : আয়াত-৪৬)

আল্লাহর সিফাতসমূহের প্রকাশ অর্থ জানা কথা। কিন্তু কাইফিয়্যাত বা ঐ সিফাতটির অবস্থানের পদ্ধতি অজ্ঞাত।[৫৩] জানা অর্থকে হুবহু সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে; কোনোরূপ বাঁকা পথ অবলম্বন করা যাবে না। পক্ষান্তরে এর পদ্ধতিস্বরূপ মহান আল্লাহর আযীম শান অনুযায়ী শোভনীয়; এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। আর এটাই 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা হক্বপন্থীদের আক্বীদা।

অথচ কতক শ্রেণীর বিদ্বান উপরিউক্ত মূলনীতিকে উপেক্ষা করে নিজ আকলকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। একদল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহর সিফাতসমূহকে পরিবর্তন করেছে। অপর দল মূল উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে আল্লাহর সিফাতসমূহকে

[৫৩]. প্রাগুক্ত/৭৬।

www.pathagar.com

অস্বীকার করে ভিন্ন অর্থ দাঁড় করিয়েছে। তৃতীয় আরেক দল যারা অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করে আল্লাহর সিফাতকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে।[৫৪] এদের এ সকল ভ্রান্ত বক্তব্য থেকে মহান আল্লাহ্ অতি পবিত্র ও সুমহান।

আল্লাহর বাণীসমূহে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও বৈপরীত্য নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

"তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে সমাগত হতো, তাহলে তারা তাতে অনেক মতানৈক্য দেখতে পেত না।" (সূরা নিসা : আয়াত-৮২)

ধ্বংস যার অনিবার্য, সে সত্য পথ বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্তির শিকার হবেই। প্রিয় নবী ﷺ বলেন-

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ اِلَّا هَالِكٌ.

"আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট শরীয়তের উপর রেখে গেলাম, যার দিবারাত্র সমান। (অর্থাৎ যাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা নেই)। আমার পর এ পথ থেকে সে-ই বিভ্রান্ত হবে, যে ধ্বংসকামী।"[৫৫]

অতএব, আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলি সংক্রান্ত বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে হলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কর্তৃক গৃহীত উক্ত নীতিমালার আলোকে ঈমান আনতে হবে। মনগড়া কোনো ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে

---

[৫৪]. শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (اَلْعَقِيْدَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) দারুল ইকতা প্রকাশনী-রিয়াদ, (পঞ্চম প্রকাশ না)/১৮।

[৫৫]. মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদারাকে হাকীম, ইবনে মাযাহ, আল-জামে'আ আস-সাগীর, সহীহুল জামে'আ আস-সাগীর লিল আল- বাণী হা/৪২৪৫।

www.pathagar.com

হাফিজ ইবনে আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন : কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত এগুলোর প্রতি ঈমান আনয়নে এবং হাক্বীকি অর্থে তা প্রয়োগ করতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত তথা হক্বপন্থীগণ ঐক্যমত হয়েছেন। তাঁরা সিফাতসমূহের কোনো রূপক অর্থ গ্রহণ করেন না। এমন কি তারা কোনো বস্তুর সাথে এর কোনো সাদৃশ্যও প্রদান করেন না।[৫৬]

৪. আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়; বরং তা অসংখ্য ও অগণিত। এর প্রকৃত ইলম একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।[৫৭]

হাফেয ইবনে ক্বায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন : আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ গণনা সীমার মধ্যে পড়ে না; বরং মহান আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলি রয়েছে। তিনি যা তাঁর 'ইলমুল গায়েব' বা অদৃশ্য বিদ্যার মাঝে তাঁরই নিকট রেখেছেন। কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা ও প্রেরিত নবীও তা জানে না।[৫৮] আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ দু'আ করার সময় আল্লাহর অগণিত অসংখ্য সু-মহান নামসমূহের ওয়াসীলা গ্রহণ করতেন।

তিনি ﷺ এভাবে বলতেন :

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ اَسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ঐ সমস্ত নামের উছিলায়, যা দ্বারা তুমি তোমার নামকরণ করেছ, অথবা যা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ বা যা তুমি তোমার কোনো সৃষ্টিকে জানিয়েছ কিংবা যা তুমি তোমার অদৃশ্য বিদ্যার মাঝে এককভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছ।"[৫৯]

---

৫৬. গৃহীত (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى لِابْنِ تَيْمِيَّةَ) মাকতাবাত আজওয়াউস সালাফ-রিয়াদ/৮০।

৫৭. প্রাগুক্ত/৩৫।

৫৮. ইবনুল ক্বায়্যিম আল-জাওযীয়াহ (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى لِابْنِ تَيْمِيَّةَ) মাকতাবাত আজওয়াউস সালাফ-রিয়াদ/৩৫।

৫৯. মুসনাদে আহমদ, হাকেম, সিলসিলাতু সহীহ লিল-আলবানী-হা/১৯৯।

www.pathagar.com

আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর নামসমূহকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে–

১. এমন সব নাম, যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর নামকরণ করেছেন। অতঃপর ফেরেশতা বা অন্য যাকে ইচ্ছা তার কাছে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কিতাবে তা নাযিল করেন নি।

২. এমন সব নাম, যা তিনি তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন। অতঃপর এর দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাহদের নিকট পরিচয় প্রদান করেছেন।

৩. এমন সব নাম, যা তাঁর অদৃশ্য বিদ্যার মাঝে এককভাবে সঞ্চিত করে রেখেছেন। তাঁর কোনো সৃষ্টি তা অবগত নয়।[৬০]

কাজেই এ কথা পরিষ্কার যে, আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলি সংখ্যা সীমার বাইরে। যদিও আমরা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাঁর 'আসমাউল হুসনা' বা সুন্দর নামসমূহ ৯৯টি বলে জেনেছি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি মহান সত্ত্বা এরই মাঝে সীমাবদ্ধ; বরং তাঁর অসীম কুদরত ও গুণাবলি অসংখ্য ও অনেক। কেননা, হাদীসে এসেছে -

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে- একশত হতে একটি কম- যে ব্যক্তি এটা গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৬১] আর এখানে (أَحْصَاهَا) গণনা অর্থ : শাব্দিক মুখস্থ করা ও অর্থ অনুধাবন করা। আর এর পূর্ণতা হলো এ সকল নামের দাবি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।[৬২]

আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত ৯৯টি নামের ফযীলত উদ্দেশ্য; এর দ্বারা সংখ্যা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়। যদি সংখ্যা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে হাদীসের বাক্যটি

---

৬০. ইবনুল ক্বায়্যিম আল-জাওযীয়াহ (بدائع الفوائد) ১/১৬৫ গৃহিত (القَوَاعِدُ الْمُثْلَى لِابْنِ تَيْمِيَةَ) মাকতাবাত আজওয়াউস সালাফ-রিয়াদ/৩৫।

৬১. মুসলিম (كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ) হা/২৬৭৭ বুখারী (কিছু শাব্দিক পরিবর্তনসহ) আদ-দাওয়াত অধ্যায় (بَابُ اللهِ مِائَةُ اِسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ) ফাতহুলবারী হা/৬৪১০।

৬২. ইমাম নববী (شَرْحُ صَحِيْحِ لِمُسْلِمٍ) তাহক্বীক ড: ওয়াহবা আযযুহাইলী, দারুল খায়ের-বাইরুত ১৬/১৮৮ (সংক্ষেপায়িত)।

www.pathagar.com

এভাবে হতো- (إِنَّ أَسْمَاءِ اللهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا) অর্থাৎ "আল্লাহর নামসমূহ হচ্ছে ৯৯টি।"[৬৩] অথচ হাদীসে বলা আছে (إِنَّ اللهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا) অর্থাৎ আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে, যা কেউ মুখস্থ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" কাজেই এ কথা স্পষ্ট যে, হাদীস দ্বারা সংখ্যা সীমা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়; বরং ফযীলত বর্ণনাই উদ্দেশ্য। উপরন্তু নবী ﷺ থেকে আল্লাহর নামসমূহের সংখ্যা-সীমা নির্ধারণ ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

تَعَيُّنَهَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَدِيْثِهِ.

"নবী করীম ﷺ-এর হাদীসের জ্ঞানে পারদর্শী আলেমদের ঐক্যমতে আল্লাহর নামসমূহের সংখ্যাসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিবরণ নবী ﷺ-এর বাণীসমূহের অন্তর্গত নয়।[৬৪]

উপরিউল্লিখিত ৪টি মূলনীতিই মৌলিক। এগুলোকে সামনে রেখে আল্লাহর মা'রিফাত জানতে চাইলে আর বিভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে, মানুষের জ্ঞান অভ্রান্ত নয়; বরং কখনও তার বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ওহী নির্ভুল সত্যের একমাত্র উৎস। কাজেই ওহীর আলোকেই বিবেক বুদ্ধি খরচ করতে হবে এবং সে নিরিখেই মানুষের জ্ঞানের পরীক্ষা হবে। নিজ জ্ঞানকে ওহীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না।

---

[৬৩]. শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى فِيْ صِفَاتِ اللهِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى) মাকতাবাত আদওয়াউস সালাফ-রিয়াদ/৩৬।

[৬৪]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (مَجْمُوْعُ فَتَاوٰى) ইবন কাসেম সংকলিত ৬/৩৮২।

www.pathagar.com

আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ

মহান আল্লাহর সু-উচ্চ সিফাতসমূহ সম্বলিত তাঁর 'আসমাউল হুসনা' বা সুন্দর নামগুলো আল-কুরআনে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু মহান আল্লাহর জাত সংক্রান্ত নাম, কিছু তার সৃষ্টির গুণ নির্দেশক, কিছু কৃপা গুণ নির্দেশক, কিছু তাঁর কুদরত ও যাবতীয় বিষয় পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ নির্দেশক।[৬৫] এভাবে আল-কুরআনে মহান আল্লাহর ৮১টি সুন্দর ও সুমহান নাম সন্নিবেশিত আছে। বাকি ১৮টি নাম সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। নিচে আল-কুরআনে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা' বা সুন্দর নামসমূহের অর্থ ও বাংলা উচ্চারণসহ তালিকা পেশ করা হলো :[৬৬]

১. 'আল্লাহ' (اَللهُ) আল্লাহ, এটা তাঁর জাত-ই নাম।

২. 'আল-আহাদ' (اَلْاَحَدُ) একক।

৩. 'আল-আ'লা' (اَلْاَعْلٰى) সুউচ্চ।

৪. 'আল-আকরাম, (اَلْاَكْرَمُ) অতি সম্মানিত।

৫. 'আল-ইলা-হ' (اَلْاِلٰهُ) একমাত্র উপাস্য।

৬. 'আল-আউয়ালু' (اَلْاَوَّلُ) আদি।

৭. 'আল-আখিরু' (اَلْاٰخِرُ) অন্ত।

৮. 'আজ জাহিরু' (اَلظَّاهِرُ) প্রকাশমান।

৯. 'আল-বাত্বিনু' (اَلْبَاطِنُ) অপ্রকাশমান।

১০. 'আল-বারিউ' (اَلْبَارِئُ) উদ্ভাবক।

১১. 'আল-বাররু' (اَلْبَرُّ) কল্যাণকারী।

১২. 'আল-বাসিরু' (اَلْبَصِيْرُ) সর্বদ্রষ্টা।

১৩. 'আত তাওয়াবু (اَلتَّوَّابُ) তাওবা কবুলকারী।

---

৬৫. আস-সায়েদ সাবেক্ব (اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ) দারুল ফিকর বাইরুত/৩০।

৬৬. এই সুন্দর নামসমূহ শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন প্রণীত (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى) গ্রন্থ অবলম্বনের সজ্জিত।

www.pathagar.com

১৪. 'আল জাব্বারু (اَلْجَبَّارُ) বাধ্যকারী।

১৫. 'আল-হাফিজু' (اَلْحَافِظُ) সংরক্ষণকারী।

১৬. 'আল-হাসীবু' (اَلْحَسِيْبُ) অধিক হিসাব গ্রহণকারী।

১৭. 'আল-হাফীযু' (اَلْحَفِيْظُ) অধিক রক্ষাকারী।

১৮. 'আল-হাফিয়্যু' (اَلْحَفِيُّ) অতীব দয়াশীল, {এ নামটি সংযুক্তির বেলায় কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। কেননা, এটা শুধুমাত্র ইব্রাহীম ﷺ-এর যবানীতে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। দেখুন-সূরা মারইয়াম/৪৭}

১৯. 'আল-হাক্কু' (اَلْحَقُّ) সত্য।

২০. 'আল-মুবীনু' (اَلْمُبِيْنُ) স্পষ্ট ব্যক্তকারী।

২১. 'আল-হাকীমু' (اَلْحَكِيْمُ) বিজ্ঞ।

২২. 'আল-হালীমু' (اَلْحَلِيْمُ) অতি ধৈর্যসহিষ্ণু।

২৩. 'আল-হামীদু' (اَلْحَمِيْدُ) চির প্রশংসিত।

২৪. 'আল-হাইয়্যু (اَلْحَيُّ) চিরঞ্জীব।

২৫. 'আল-কাইয়্যুম (اَلْقَيُّوْمُ) সবকিছুর ধারক।

২৬. 'আল খাবীরু (اَلْخَبِيْرُ) সর্বজ্ঞ।

২৭. 'আল-খা-লিকু (اَلْخَالِقُ) সৃষ্টিকর্তা।

২৮. 'আল-খাল্লা-কু (اَلْخَلَّاقُ) একক স্রষ্টা।

২৯. 'আর-রাঊফু (اَلرَّؤُوْفُ) দয়াবান।

৩০. 'আর-রাহমানু (اَلرَّحْمٰنُ) পরম করুণাময়।

৩১. 'আর-রাহীমু (اَلرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু।

৩২. 'আর-রাজ্জা-কু (اَلرَّزَّاقُ) অধিক রিযিকদাতা।

৩৩. 'আর-রাক্বীবু (اَلرَّقِيْبُ) অধিক পর্যবেক্ষণকারী।

৩৪. 'আস-সালামু (اَلسَّلَامُ) শান্তি।

www.pathagar.com

৩৫. 'আস-সামীউ (اَلسَّمِيْعُ) সর্বশ্রোতা।

৩৬. 'আশশা-কিরু (اَلشَّاكِرُ) প্রতিদানদাতা।

৩৭. 'আশশাকূরু, (اَلشَّكُوْرُ) অধিক প্রতিদানদাতা।

৩৮. 'আশ-শাহীদু (اَلشَّهِيْدُ) সবকিছু প্রত্যক্ষকারী।

৩৯. 'আস-সামাদু (اَلصَّمَدُ) অমুখাপেক্ষী।

৪০. 'আল-আ-লিমু (اَلْعَلِيْمُ) জ্ঞানী।

৪১. 'আল-আযীয (اَلْعَزِيْزُ) পরাক্রমশালী।

৪২. 'আল-আজীমু (اَلْعَظِيْمُ) মহান।

৪৩. 'আল-আফয়্যূ (اَلْعَفُوُّ) ক্ষমাকারী।

৪৪. 'আল-আলীমু (اَلْعَلِيْمُ) সর্বজ্ঞ।

৪৫. 'আল-আলীয়্যু (اَلْعَلِيُّ) সর্বোচ্চ।

৪৬. 'আল-গাফফারু (اَلْغَفَّارُ) বারবার ক্ষমাকারী।

৪৭. 'আল-গাফূরু (اَلْغَفُوْرُ) অধিক ক্ষমাশীল।

৪৮. 'আল-গানিয়্যু (اَلْغَنِيُّ) ধনী।

৪৯. 'আল-ফাত্তাহ (اَلْفَتَّاحُ) - উন্মুক্তকারী।

৫০. 'আল-ক্বা-দিরু (اَلْقَادِرُ) ক্ষমতাশীল।

৫১. 'আল-ক্বা-হিরু (اَلْقَاهِرُ) প্রতাপান্বিত।

৫২. 'আল-কুদ্দূস (اَلْقُدُّوْسُ) পবিত্র।

৫৩. 'আল-ক্বাদীরু (اَلْقَدِيْرُ) অধিক ক্ষমতাশীল।

৫৪. 'আল-ক্বারীবু (اَلْقَرِيْبُ) অধিক নিকটবর্তী।

৫৫. 'আল-ক্বাভিয়্যু (اَلْقَوِيُّ) শক্তিশালী।

৫৬. 'আল-ক্বাহহারু (اَلْقَهَّارُ) অধিক প্রতাপান্বিত।

৫৭. 'আল-কাবীরু (اَلْكَبِيْرُ) বিশাল।

www.pathagar.com

৫৮. 'আল-কারীমু (اَلْكَرِيْمُ) দয়ালু।
৫৯. 'আল-লাতীফু (اَللَّطِيْفُ) সূক্ষ্মদ্রষ্টা।
৬০. 'আল-মু'মিনু (اَلْمُؤْمِنُ) নিরাপত্তা দানকারী।
৬১. 'আল-মুতা'আলী (اَلْمُتَعَالِ) সর্বোচ্চ।
৬২. 'আল-মুতাকাব্বীরু (اَلْمُتَكَبِّرُ) গর্বকারী।
৬৩. 'আল-মাত্বীনু (اَلْمَتِيْنُ) - মজবুত।
৬৪. 'আল-মুজীবু (اَلْمُجِيْبُ) - প্রার্থনা শ্রবণকারী।
৬৫. 'আল-মাজীদু (اَلْمَجِيْدُ) মর্যাদাশীল।
৬৬. 'আল-মুহীতু (اَلْمُحِيْطُ) বেষ্টনকারী।
৬৭. 'আল-মুসাভ্যিরু (اَلْمُصَوِّرُ) আকৃতিদানকারী।
৬৮. 'আল-মুকতাদিরু (اَلْمُقْتَدِرُ) বিজয়ী।
৬৯. 'আল-মুক্বীতু (اَلْمُقِيْطُ) প্রতাপশালী।
৭০. 'আল-মুলকু (اَلْمُلْكُ) মালিক বা প্রভু।
৭১. 'আল-মালীকু (اَلْمَلِيْكُ) রাজাধিরাজ।
৭২. 'আল-মাওলা (اَلْمَوْلٰى) অভিভাবক।
৭৩. 'আল-মুহাইমিনু (اَلْمُهَيْمِنُ) প্রভাব বিস্তারকারী।
৭৪. 'আন নাসীরু (اَلنَّصِيْرُ) অধিক সাহায্যকারী।
৭৫. 'আল-ওয়াহিদু (اَلْوَاحِدُ) একক।
৭৬. 'আল-ওয়ারিছু (اَلْوَارِثُ) উত্তরাধিকার দানকারী।
৭৭. 'আল-ওয়াসিউ (اَلْوَاسِعُ) প্রশস্ত।
৭৮. 'আল-ওয়াদূদ (اَلْوَدُوْدُ) পরম বন্ধু।
৭৯. 'আল-ওয়াক্বীলু (اَلْوَكِيْلُ) তত্ত্বাবধায়ক।
৮০. 'আল-ওয়ালিয়্যু (اَلْوَلِيُّ) অভিভাবক।
৮১. 'আল-ওহহাবু (اَلْوَهَّابُ) অধিক দানকারী।

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নামসমূহ

মহান আল্লাহর বাকি ১৮টি গুণবাচক নাম বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। নিচে এর তালিকা দেয়া হলো :

৮২. 'আল-জামীলু (اَلْجَمِيْلُ) সুন্দর।[৬৭]

৮৩. 'আল-জাওয়াদ (اَلْجَوَّادُ) অধিক বদান্য।[৬৮]

৮৪. 'আল-হাকাম (اَلْحَكَمُ) বিজ্ঞ।[৬৯]

(এ নামসমূহ নির্ধারণে 'ওলামাদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে হলে আল-হাফেয ইবন হাজার রহিমাহুল্লাহ প্রণীত 'ফাতহুলবারী' ১১/২১৮-২২৮ পৃঃ দেখুন)

৮৫. 'আল-হাইয়্যু (اَلْحَيُّ) চিরঞ্জীব।[৭০]

৮৬. 'আর-রাব্বু (اَلرَّبُّ) প্রতিপালক।[৭১]

৮৭. 'আর-রাফীক্বু (اَلرَّفِيْقُ) কোমলকারী।[৭২]

৮৮. 'আস-সুব্বুহু (اَلسُّبُّوْحُ) সকল দোষমুক্ত।[৭৩]

৮৯. 'আস-সায়্যিদু (اَلسَّيِّدُ) একচ্ছত্র বুযুর্গী বা মর্যাদাবান।[৭৪]

৯০. 'আশ-শাফী (اَلشَّافِيْ) শেফা বা রোগ মুক্তিদানকারী।[৭৫]

---

৬৭. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْإِيْمَانِ) হা/৯১ (১৪৭)।

৬৮. ইবন আসাকির, সহীহুল জামে'আ লিল আল-বাণী হা/১৭৯৬।

৬৯. আবু দাউদ, নাসাঈ, বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ" (সহীহ) ইরওয়াউল গালীল লিল আলবানী-হা/১৭৫৩।

৭০. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, হাকেম, সহীহুল জামে'আ লিল আলবানী-হা হা/২৬১৫।

৭১. তিরমিযী হা/৩৫৭৯ হাকেম একে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায়ও এ নাম রয়েছে। সহীহ মুসলিম-হা২০৭ (৪৭৯)।

৭২. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ) দয়া বা কোমলতার ফযীলত অনুচ্ছেদ-হা/৭৭ (২৫৯৩)।

৭৩. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الصَّلَاةِ) রুকূ ও সিজদায় যা বলা হবে-অনুচ্ছেদ হা/২২৩ (৪৮৭)।

৭৪. মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ (সহীহ) সহীহ জামে'আ লিল-আল-বাণী' হা/৩৫৯৪।

৭৫. বুখারী (كِتَابُ الطِّبِّ) নবীর ঝাড়ফূঁক অনুচ্ছেদ হা/৫৭৪২, সহীহ মুসলিম (كِتَابُ السَّلَامِ) রোগীকে ফূঁক দেয়া মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ হা/৪৬ (২১৯১)।

www.pathagar.com

৯১. 'আত্ব-তায়্যিবু (اَلطَّيِّبُ) পবিত্র।[৭৬]

৯২. 'আল-ক্বাবিজু (اَلْقَابِضُ) সংকোচনকারী।[৭৭]

৯৩. 'আল-বা-সিতু (اَلْبَاسِطُ) প্রসারকারী।[৭৮]

৯৪. 'আল-মুকাদ্দিমু (اَلْمُقَدِّمُ) অগ্রসরকারী।[৭৯]

৯৫. 'আল-মুআখখিরু (اَلْمُؤَخِّرُ) পশ্চাতকারী।[৮০]

৯৬. 'আল-মুহসিনু (اَلْمُحْسِنُ) ইহসান বা বদলাদানকারী।[৮১]

৯৭. 'আল-মু'ত্বী, (اَلْمُعْطِيْ) দানকারী।[৮২]

৯৮. 'আন-মান্নানু (اَلْمَنَّانُ) অধিক দাতা।[৮৩]

৯৯. 'আল-বিতরু (اَلْوِتْرُ) বেজোড়-একক।[৮৪]

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহর মহিমান্বিত নামসমূহের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে—

ক. মালিকুল মুলক (اَلْمَلِكُ الْمُلْكُ) রাজত্বের মালিক এবং

খ. যুল জালা-লি ওয়াল ইকরাম (ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।

তাছাড়া আল্লাহর 'আসমাউল হুসনা' বা সুন্দর নামসমূহের তালিকা সংক্রান্ত কোনো মরফূ' হাদীস নেই।[৮৫] সে কারণে তা নির্ধারণে বিদ্বানদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। (বিস্তারিত জানতে হলে হাফেজ ইবনে হাজার আল-আস-ক্বালা-নী রহ. প্রণীত সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুলবারী ১১/২১৮-২৮ পৃ: দেখুন)

---

৭৬. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الزَّكَاةِ) হা/৬৫ (১০১৫)।

৭৭. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, দারেমী, আহমদ-৩/১৫৬।

৭৮. প্রাগুক্ত (اَلْقَابِضُ وَالْبَاسِطُ - নামদ্বয় একই হাদীসে বর্ণিত)।

৭৯. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْمُسَافِرِيْنَ) রাতের সালাত ও ক্বিয়ামের দু'আ অনুচ্ছেদ-হা/২০১ (৭৭১) বুখারী (كِتَابُ التَّهَجُّدِ) ফতহুলবারী ৩য় খণ্ড হা/১১২০।

৮০. প্রাগুক্ত (اَلْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ) নামদ্বয় একই হাদীসে বর্ণিত।

৮১. ত্বাবারানী, মুসান্নাফ, আব্দুর রাজ্জাক, আল-কামেল, লি ইবনে আদী, সহীহুল জামেআ আস-সাগীর লিল, আলবানী হা/১৮১৯।

৮২. বুখারী (كِتَابُ الْفَرْضِ الْخُمُسِ) ফতহুলবারী ৬/২৫০-২৫১ হা/৩১১৬।

৮৩. তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, নাসায়ী, হাকেম, আবু দাউদ (দু'আ অধ্যায়) হা/১৪৯২।

৮৪. বুখারী (كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ) হা/৬৪১০ মুসলিম (كِتَابُ الدَّعْوَاتِ) হা/২৬৭৭।

৮৫. শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلَى فِيْ صِفَاتِ اللهِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى) মাকতাবাত আজওয়াউস সালাফ-রিয়াদ/৪০।

www.pathagar.com

কুরআন ও সহীহ হাদীস মহান আল্লাহর আরও যেসব জাত সিফাত সাব্যস্ত করে

আমরা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' গৃহীত আসমা ওয়াস সিফাত সংক্রান্ত নীতিমালার ৪র্থ নীতিতে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়। তাই আমাদের ঈমান বিল্লাহ (আল্লাহ প্রতি ঈমান)-এর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা যাতে না থাকে, সেজন্য এ পর্বে কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক সাব্যস্তকৃত আরও কিছু বিশেষ বিশেষ সিফাত উল্লেখ করছি।

১. আল-ইরাদা (اَلْإِرَادَةُ) বা ইচ্ছা শক্তি : এটা মহান আল্লাহর কর্মবিষয়ক গুণ। যা তাঁর ইচ্ছা ও কুদরত সংশ্লিষ্ট। চাইলে উম্মুক্ত করে দেন আর না চাইলে তা তিনি করেন না।[৮৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَ مَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে অধিক সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে স্ববেগে আকাশে আরোহণ করছে যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ এভাবেই তাদের ওপর নাপাকি ছেয়ে দেন।" (সূরা আনআম : আয়াত-১২৫)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন-

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ.

---

৮৬. বিশিষ্ট ওলামাবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত (كِتَابُ اُصُوْلُ الْاِيْمَانِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স মদীনা/৮৫,৮৬।

www.pathagar.com

"যখন আল্লাহ কোনো জাতিকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন, (তখন) সে আযাব সকলকেই পায়, যারা তাদের মাঝে ছিল। অতঃপর তাদেরকে তাদের কর্মসমূহের উপর উত্থিত করা হবে।[৮৭]

২. আল-কালাম (اَلْكَلَامُ) বা কথা বলা : এটা পরিপূর্ণ গুণ। এর বিপরীতে কথা না বলা একটি দোষ। মূসা ﷺ-এর জাতির কিয়দাংশ যখন হাতে গড়া গো-বৎসের পূজা শুরু করল, অথচ সে গো-বৎস তো কথা বলতে জানত না, তখন তাদের এ ত্রুটিযুক্ত বস্তু ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না।

সে চিত্র বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ.

"তারা কি এ কথাও লক্ষ্য করে না যে, সেটি তাদের সাথে কথা বলছে না এবং তাদেরকে কোনো পথও বাতলে দিচ্ছে না। তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুতঃ তারা ছিল যালেম।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৪৮)

এতে বুঝা গেল যে, কথা না বলা একটি দোষ। আর এহেন দোষযুক্ত সত্ত্বা ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না।[৮৮]

অথচ আল্লাহ তায়ালা এসব দোষারোপ থেকে অতি পবিত্র ও সুমহান। 'আল-কালাম, বা কথা বলা মহান আল্লাহর যাত-ই গুণসমূহের অন্যতম। তবে ধরন-প্রকৃতির দিক থেকে একে তাঁর কর্মবিষয়ক গুণ বলা হয়। তিনি যখন যে বিষয়ে যেরূপ চান-কথা বলেন।[৮৯] আর এটাই হলো 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের গৃহীত আক্বীদা। একে আরও সহজ করে বলা যায় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হাক্বীক্বী কথা দ্বারা যখন তিনি চান, সেভাবেই অক্ষর ও শ্রুত শব্দ দ্বারা কথা বলেন। যা সৃষ্টির শব্দের সাথে সাদৃশ্যশীল নয়।[৯০]

---

৮৭. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةُ نَعِيْمِهَا وَاَهْلِهَا) ২৮৭৯।

৮৮. ইবনু আবিল 'ইজ্জ' (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ) মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ- বাইরুত/১৭৫।

৮৯. বিশিষ্ট ওলামাবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত (كِتَابُ اُصُوْلُ الْاِيْمَانِ ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স-মদীনা/৮৭।

৯০. শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন (রহ) (شَرْحُ الْوَاسِطِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّةِ) দার ইবনুল জাওযী, দামাম ১/৪১৯।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথা বলার এ গুণ প্রমাণে আল-কুরআনে ইরশাদ ফরমান-

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا .

"আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।"
(সূরা নিসা : আয়াত-১৬৪)

আলোচ্য আয়াতে কথা বলা একটি কর্ম। আর এর কর্তা আল্লাহ তায়ালা। তিনি যে মূসার সাথে কথা বলেছেন- তাঁর এ কথা বলার গুণ সাব্যস্তের জন্যে দৃঢ়তা ব্যাঞ্জক (تَكْلِيْمًا) ক্রিয়ামূল উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, তাঁর কথা বলা হাক্বিকী। একে রূপক অর্থে রূপান্তরের কোনো সম্ভাবনা নেই।[৯১]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا .

"আল্লাহর চাইতে অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে?"

এখানে প্রশ্নবোধক বিশেষ্য (وَمَنْ) 'না' অর্থ জ্ঞাপক। আর সাধারণ না বোধক অব্যয় ব্যবহারের চেয়ে প্রশ্নবোধক 'না' আরও অধিক বলিষ্ঠপূর্ণ; বরং এটা চ্যালেঞ্জ-এর অর্থজ্ঞাপক। সুতরাং অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্য কথা বলবে-এমন কেউ নেই।[৯২]

ভ্রান্ত মু'তাযিলা ফিরকা ধারণা করে যে, কথা বলার এ গুণটি সাব্যস্ত করলে মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়া ও তাঁর কায়া হওয়া- এ বিশ্বাস জরুরি হয়ে পড়বে। এ সন্দেহের জালে পড়ে তারা কুরআনকেও আল্লাহর কালাম বলতে রাজী নয়। -নাউযুবিল্লাহ

তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস খণ্ডনে আমরা বলব যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আযীম শান অনুযায়ী কথা বলেন। এ মর্মে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস- তিনি কথা বলেন। তবে তিনি কিভাবে কথা বলেন-এটা আমাদের জানা নেই।[৯৩]

---

[৯১]. প্রাগুক্ত/৪২১।

[৯২]. প্রাগুক্ত/৪১৮।

[৯৩]. ইবনু আবিল ইজ্জ (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) মুআসসাসাতুর রিসালাহ-বাইরুত/১৪৪, ১৭৫।

www.pathagar.com

৩. **আল-ওয়াজহ (اَلْوَجْهُ) বা মুখমণ্ডল :** এটা প্রত্যেক বস্তুর সম্মুখভাগকে বলা হয়। কেননা, মানুষ প্রথমে এরই মুখোমুখী হয়ে থাকে। আর ব্যক্তি বা সত্ত্বার শান অনুযায়ী তা প্রত্যেকের হয়।[১৪] অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর শান অনুযায়ী তাঁর মুখমণ্ডল রয়েছে। এটা তাঁর সংবাদ সম্বলিত জাত-ই সিফাত বা গুণ।[১৫] কুরআন হাদীসে এর প্রমাণ বিদ্যমান।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ .

"ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র তোমার রবের মুখমণ্ডলই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহিমান্বিত ও মহানুভব।" (সূরা আর-রহমান : আয়াত-২৬,২৭)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

"তুমি আল্লাহর সাথে অন্য 'ইলাহ' বা উপাস্যকে আহ্বান করো না। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর মুখমণ্ডল' আছে। প্রিয় নবী ﷺ দু'আ করার সময় তার মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

সাহাবী যাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : যখন আল্লাহর বাণী-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ .

"বলুন! তিনিই (আল্লাহ) শক্তিমান, যে তোমাদের উপর কোনো শাস্তি উপর দিক থেকে প্রেরণ করবেন-" আয়াতাংশ নাযিল হলো, তখন নবী ﷺ বললেন : (اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ) অর্থাৎ "(হে আল্লাহ!) আমি তোমার মুখমণ্ডলের ওসীলায় আশ্রয়

---

১৪. ড: সালেহ আল-ফাওযান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুস ইফতা প্রকাশনী-রিয়াদ/৫২।

১৫. বিশিষ্ট ওলামাবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত (كِتَابُ اُصُوْلِ الْاِيْمَانِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স-মদীনা/৮৭।

www.pathagar.com

প্রার্থনা করছি। অতঃপর সাহাবী পরবর্তী আয়াতাংশ তেলাওয়াত করলেন, যাতে আছে (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) অথবা "তোমাদের পদতল থেকে (আযাব) প্রেরণ করবেন।" তখন নবী ﷺ বললেন (أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ) অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার মুখমণ্ডলের ওসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" পরে সাহাবী আয়াতের বাকি অংশ (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا) অথবা, তিনি তোমাদেরকে দল-উপদলে বিভক্ত করে দেবেন-পাঠ করলেন তখন নবী ﷺ বললেন : (هٰذَا أَيْسَرُ) এটা খুবই সহজ।[৯৬]

অপর হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর মুখমণ্ডলের দিকে সুমিষ্ট দৃষ্টি নিয়ে তাকানোর গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করতেন এবং আখেরাতে তাঁর চেহারার দর্শন কামনা করে দু'আ করতেন।

নবী করীম ﷺ কর্তৃক পঠিত একটি দীর্ঘ দু'আর একাংশে রয়েছে-

وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ.

"আর (হে আল্লাহ!) আমি তোমার মুখমণ্ডলের দিকে স্বাদের নয়নে তাকানোর (তাওফীক্ব) প্রার্থনা করছি... ।"[৯৭]

কুরআন ও সুন্নাহের উপরিউক্ত দলীলসমূহ ছাড়া আরও অনেক প্রমাণাদি রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর 'মুখমণ্ডল' আছে। অথচ প্রকাশ্য ও স্পষ্ট প্রমাণাদি থাকার পরও আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী তথাকথিত ভ্রান্তদের ফেরকাসমূহ কষ্ট কসরত করে এর অপব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হয়েছে। তারা মুখমণ্ডলের অর্থ করেছে 'আল্লাহর সত্ত্বা ও সাওয়াব' ইত্যাদি।[৯৮]

আমরা বিশ্বাস করি যে, 'মুখমণ্ডল' আল্লাহর একটি সিফাত; সত্ত্বা নয়। এটা মহান আল্লাহর শান অনুযায়ী একটি গুণ, যা কায়াবাদীদের অবান্তর বিশ্বাসের ন্যায় আল্লাহর জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যৌগিক সমষ্টির কল্পনা করতে হবে এমনটি

---

৯৬. বুখারী كتاب التفسير হা/৪৬২৮।

৯৭. সহীহ সুনান নাসায়ী লিল আলবানী (بَابُ التَّسْبِيْحِ فِي الصَّلَاةِ) অন্যান্য দু'আ অনুচ্ছেদ/১২৩৭।

৯৮. মুহাম্মদ খলীল হাররাস (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ) দারুল ইফতা প্রকাশনী (৬ষ্ঠ সংস্করণ) রিয়াদ/৬৫৬।

www.pathagar.com

বুঝায় না। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, (اَلْوَجْهُ) 'মুখমণ্ডল'-এর অর্থ জ্ঞাত। কিন্তু এর রূপ অজ্ঞাত। আমরা জানি না আল্লাহর মুখমণ্ডল কেমন? কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহর মহিমাময় ও মহানুভব গুণসম্বলিত মুখমণ্ডল রয়েছে।[৯৯]

এ মর্মে প্রিয় নবী ﷺ এর একখানা হাদীস প্রণিধানযোগ্য। যাতে মহান আল্লাহর মুখমণ্ডলের এ সিফাত অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

"তিনি (মহান আল্লাহ) দর্শন হতে পর্দাবৃত্ত। যদি তিনি তাঁর মুখমণ্ডলের প্রকাশ করতেন, তাহলে তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও আলোকবর্তিকা সৃষ্টির প্রতি যতদূর তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ হয়-সকল সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে দিত।"[১০০]

কাজেই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আল্লাহর মহান মুখমণ্ডলের সাথে কোনো সৃষ্টির সাদৃশ্য চলবে না। তিনি তাঁর এগুণে সু-মহান। 'মুখমণ্ডল' দ্বারা 'সত্ত্বা।' এ অর্থ করাও যাবে না; বরং মহান সত্ত্বার একটি সিফাত বা গুণ হচ্ছে মুখমণ্ডল। আর মুখমণ্ডলের সিফাত হচ্ছে 'মহিমাময় ও মহানুভব।[১০১]

৪. আল-'আইনা-ন (اَلْعَيْنَانِ) বা চক্ষুদ্বয় : মহান আল্লাহর দু'টি চোখ রয়েছে। এটা তাঁর সংবাদসূচক জাত ও হাক্বীক্বি সিফাত বা গুণ।[১০২] মহান আল্লাহর তাঁর শান অনুযায়ী এটা দ্বারা সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু প্রত্যক্ষ করেন।[১০৩]

---

৯৯. মুহাম্মদ বিন সারেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দার ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ১/২৮৩।

১০০. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) হা/১৭৯ (২৯৩)।

১০১. মুহাম্মদ খলীল আল-হারাস (شَرْحُ الْوَاسِطِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)-রিয়াদ/৬৬৬।

১০২. বিশিষ্ট ওলামাবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স-মদীনা/৮৮।

১০৩. মুহাম্মদ খলীল হাররাস (شَرْحُ الْوَاسِطِيَّةِ لِاِبْنِ تَيْمِيَةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)-রিয়াদ/৬৮।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا.

"আর আপনি আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষা করুন! আপনি আমার চোখের সামনে আছেন।" (সূরা আত-তুর : আয়াত-৪৮)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ. تَجْرِىْ بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ.

"আর আমি তাঁকে (নূহকে) একটি কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে আরোহণ করালাম। যা চলত আমার চোখের সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।" (সূরা আল-কামার : আয়াত-১৩, ১৪)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ.

"আর আমি তোমার প্রতি (হে মূসা!) আমার নিজের পক্ষ থেকে মুহাব্বত ঢেলে এক্ষেত্রে কখনও একবচন আবার কখনও বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১০৪] মূলত: এতে কোনো বৈপরীত্ব নেই। কেননা, সম্বন্ধযুক্ত একবচন ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক করে। ফলে আল্লাহর জন্যে সাব্যস্তকৃত চোখ বলতে যা নির্দেশ করে, তা সবই এটা দ্বারা বুঝাবে। আর বহুবচন দ্বারা সম্মান বুঝানো উদ্দেশ্য।[১০৫]

---

১০৪. ডঃ সালেহ আল-ফাওযান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী (৭ম সংস্করণ)-রিয়াদ/৫।

১০৫. শায়খ মুহাম্মদ আস সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দার ইবন আল-হজাওযী-দাম্মাম/১/৩২১।

www.pathagar.com

এছাড়া আরো অনেক সহীহ্ হাদীস প্রমাণ করেছে যে, মহান আল্লাহর দুটি চোখ রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এর হচ্ছে-

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِنَّ اللهَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اِنَّ اللهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ اِلٰى عَيْنَيْهِ وَاِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নিকট স্পষ্ট। আল্লাহ নিশ্চয়ই একচোখ বিশিষ্ট (কানা) নন। আর তিনি তাঁর হাত দ্বারা নিজ চক্ষুদ্বয়ের প্রতি ইশারা করে বুঝালেন। নিঃসন্দেহে মাসীহ্ দাজ্জাল-এর ডান চোখ কানা, যেন তা নির্গলিত আঙ্গুরের ন্যায় উগলে উঠা-আলোহীন।"[১০৬]

উক্ত হাদীসে আল্লাহর দুটি চোখ বুঝাতে যেয়ে প্রিয় নবী ﷺ নিজ চক্ষুদ্বয়ের প্রতি ইশারা করেছেন। এটা স্পষ্ট করে বুঝাবার জন্যে? কোনোরূপ সাদৃশ্যতার জন্যে নয়। অনুরূপভাবে যেসব ভ্রান্ত ফেরকা "আল্লাহর চক্ষু" -এ সিফাতের অর্থ করে 'কুদরত', তাদের এই ভ্রান্ত আক্বীদার খণ্ডনার্থে প্রিয় নবী ﷺ ইশারা করতঃ আল্লাহর হাক্বীক্বি চোখ আছে তা বুঝিয়েছেন।"[১০৭]

এতদসত্ত্বেও আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী কিংবা রূপক অর্থ গ্রহণকারী ভ্রান্ত ফেরকাসমূহ নিজ কুটিলতা বজায় রাখতে যেয়ে 'চোখ' এ সিফাত-এর অর্থ করেন; 'দৃষ্টি', সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা' ইত্যাদি। তারা কি বলতে চান- আল্লাহ এমন বৈশিষ্ট্যে নিজের প্রশংসা করেন, যা তাঁর মাঝে নেই! আল্লাহ তাঁর জন্যে চোখ সাব্যস্ত করেছেন, অথচ তিনি এ গুণ থেকে মুক্ত?[১০৮] নাউযুবিল্লাহ। হায়, যদি তারা বাঁকাপথ থেকে ফিরে আসতো!

---

১০৬. বুখারী (كِتَابُ التَّوْحِيْدِ) ফতহুলবারী ১৩/৪০১ হা/৭৪০ মুসলিম (كِتَابُ الْفِتَنِ وَاَشْرَاطِ السَّاعَةِ - দাজ্জালের আলোচনা অনুচ্ছেদ হা/২৯৩৩/(১০০)।

১০৭. আল-হাফেয ইবন হাজার আল-'আসক্বালানী (فَتْحُ الْبَارِىْ بِشَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ) মাকতাবাতুস সালাফিয়া-কায়রো ১৩/৪০১।

১০৮. মুহাম্মাদ খলীল হাররাম (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)-রিয়াদ/৬৮,৬৯।

www.pathagar.com

৫. আল-ইয়াদান (اَلْيَدَانِ) বা হস্তদ্বয় : আল্লাহর শান অনুযায়ী তাঁর দু'খানা হাত রয়েছে। এটা তাঁর হাক্বীকি সিফাত।[১০৯] যাকে সংবাদবিষয়ক জাত-ই সিফাত বা গুণ বলা হয়।[১১০]

মহান আল্লাহ আদমকে নিজহাতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সিজদার নির্দেশ দিলেন, অভিশপ্ত ইবলীস অহংকারবশত : সিজদা থেকে বিরত থাকে।

এ প্রসঙ্গে ইবলীসকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ.

"(হে ইবলিস!) আমি যাকে নিজ দু'খানা হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তার সামনে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল?" (সূরা সোয়াদ : আয়াত-৭৫)

উক্ত আয়াতে কারীমা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর শান অনুযায়ী দু'খানা হাত আছে। তবে এ হাতদ্বয় কোনো সৃষ্টির হাতের সাথে সাদৃশ্যশীল নয়। এটাই আমাদের বিশ্বাস। সাথে সাথে অত্র আয়াত "আল্লাহর হাক্বীকি 'হাত এ সিফাত অস্বীকারকারীদের কঠোর প্রতিবাদ করেছে। কেননা, আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারকারী ভ্রান্ত ফিরকাসমূহ অত্র আয়াতে বর্ণিত হাতদ্বয় এর অর্থ করে থাকেন 'কুদরত' অথবা 'নিয়ামত'। তাদের এ পরিবর্তন ও রূপান্তর বাত্বিল। বরং এখানে 'হাত' দ্বারা উদ্দেশ্য যাত-ই হাত; কুদরত ও নিয়ামতের হাত নয়। যদি 'হাত' দ্বারা কুদরত উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আল্লাহর দু'খানা হাত দ্বারা আদম সৃষ্টির বিশেষত্ব থাকতো না। কেননা, সকল সৃষ্টি এমন কি ইবলিসও আল্লাহর কুদরতের সৃষ্টি। অতএব, ইবলীসের উপর আদমের বিশেষত্ব কোথায়?

---

১০৯. মুহাম্মাদ খলীল হাররাস (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)-রিয়াদ/৬৬৬৬।

১১০. বিশিষ্ট ওলামাবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত (كِتَابُ أُصُوْلِ الْإِيْمَانِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স-মদীনা/৮৮।

www.pathagar.com

তাছাড়া যদি বলা হয়- আল্লাহ আদমকে কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহর জন্যে দু'টি কুদরত বিশ্বাস করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। যেহেতু আয়াতে দু'খানা হাতের কথা বর্ণিত হয়েছে; কাজেই তা বাতিল। আর যদি 'হাতদ্বয়' -এর অর্থ করা হয় নিয়ামত, তাহলে অর্থ হবে-আল্লাহ আদমকে দু'টি নিয়ামত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এটাও বাতিল বিশ্বাস। কেননা, আল্লাহর শুধু দু'টি নি'য়ামত নয়; বরং তাঁর অসংখ্য নি'য়ামত রয়েছে, যার কোনো গণনা নেই।[১১১]

উপরন্তু আল্লাহ আদমকে নিজ দু'খানা হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন-এখানে হাত-এর দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটা জ্ঞাত কথা যে, হাক্বীক্বি হাত ছাড়া 'দ্বিবচন' ব্যবহার হয় না। তাছাড়া আল্লাহর হাতের সিফাত হিসেবে সাব্যস্ত আছে-হাতের অঞ্জলী, আঙ্গুলিসমূহ, ডান, বাম, মুষ্টিবদ্ধ ও প্রসারকরণ-ইত্যাদি। কাজেই এসব দিক কেবল হাক্বীকি হাতেরই হয়ে থাকে। অতএব, কী করে হাত-এর অর্থ কুদরত ও নি'য়ামত করা হয়।[১১২] এটা প্রকাশ্য বক্রতা বৈ আর কি?

অবশ্য তর্কের খাতিরে কেউ বলতে পারেন যে, আল্লাহ তো হাতের বর্ণনা দিতে যেয়ে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাহলে কি মহান আল্লাহর দু'য়ের অধিক হাত আছে? যেখানে ইরশাদ হচ্ছে-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ.

"তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার হাতসমূহের তৈরি বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি... ।" (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৭১)

আমরা বলব, কখনও 'হাত' শব্দটি একবচন, কখনও দ্বিবচন আবার কখনও বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর দুয়ের অধিক হাত রয়েছে। কেননা, যে আয়াতে 'হাত' শব্দটি একবচন হিসেবে এসেছে,

---

[১১১]. ডঃ সালেহ আল-ফাওযান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী (৭ম সংস্করণ)- রিয়াদ/৫৩, ৫৪।

[১১২]. মুহাম্মাদ খলীল হাররাস (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী -রিয়াদ/৬৭।

www.pathagar.com

সেখানে এটা মহিমান্বিত 'আল্লাহ'-শব্দের সাথে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। আর এটা শতসিদ্ধ যে, সম্বন্ধ স্থাপনকারী একক শব্দ ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপন করে।[১১৩]

এর প্রমাণে আল-কুরআনে দলীল বিদ্যমান। মহান আল্লাহ তাঁর অসংখ্য অগণিত নিয়ামতের বিবরণ দিতে গিয়ে সম্বন্ধ স্থাপনকারী একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১১৪]

অতএব, একবচনের শব্দ ব্যবহার আল্লাহর জন্যে সাব্যস্তকৃত দু'খানা হাত-এই সিফাতকে অস্বীকার করে না। আর 'বহুবচন' ব্যবহারও কিছুতেই দু'য়ের অধিক হাত প্রমাণ করে না। কেননা, কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ একের অধিক অর্থাৎ দুই বুঝাতে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর যদি সাধারণত বহুবচন দ্বারা দু'য়ের অধিক বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এখানে এটা দ্বারা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা বুঝাবে; দু'য়ের অধিক হাত আছে, তা বুঝাবে না।[১১৫] যেহেতু আদম সৃষ্টির প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাঁর দু'খানা হাত উল্লেখ করে তা অধিক স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেখানে অন্যটা ভাবার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

সহীহ হাদীসেও উল্লেখিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ আদম ﷺ-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। ক্বিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তান সাধারণ শাফা'আতের জন্য আদম ﷺ-এর নিকট আসবে এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলবে-

يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ.

"হে আদম! আপনি মানুষ জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন... ।[১১৬] সহীহ মুসলিম-এর অপর হাদীসে এসেছে।

---

১১৩. শায়খ মুহাম্মদ আল-সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দার ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ১/২৯৯, ৩০০।

১১৪. আল-কুরআন : সূরা ইব্রাহীম/৩৪।

১১৫. শায়খ মুহাম্মাদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ)) দারু ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ১/২৯৯-৩-৩।

১১৬. বুখারী (كِتَابُ الْإِيْمَانِ) হা/৩৩৪০ ফতহুল বারী/ মাকতাবাতুস সালফিয়্যা-কায়রো ৬/৪২৮।

www.pathagar.com

তারা আদম ﷺ-কে সম্বোধন করে বলবে–

اٰدَمُ اَنْتَ اَبُو الْخَلْقِ , خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ.

"আপনি আদম! সৃষ্টির (মানুষের) পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন... ।"[১১৭]

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, আল-কুরআনে ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর হাতের পরিপূর্ণ সিফাত বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রমাণস্বরূপ একটি হাদীসের উল্লেখকেই যথেষ্ট মনে করব।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَطْوِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يَقُوْلُ : اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطْوِى الْاَرَضِيْنَ بِشِمَالِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান : আল্লাহ- আযযা ও জাল্লাহক্বিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে একত্রিত করবেন, অতঃপর সেগুলোকে তাঁর ডান হাতে রাখবেন। তারপর বলবেন : আমি মালিক! কোথায় গর্বকারীগণ? কোথায় অহংকারীগণ? অতঃপর যমীনসমূহকে তাঁর বাম হাতে একত্রিত করে রাখবেন। তারপর বলবেন : আমি মালিক! কোথায় গর্বকারীগণ? কোথায় অহংকারীগণ?"[১১৮]

আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন–

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

---

১১৭. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) হা/১৯৩/(৩২২) শারহ নববী, দারুল খায়ের-বাইরুত ৩/৪১৯।

১১৮. সহীহ মুসরিম (كتاب صفات المنافقين واحكامهم) ক্বিয়াম, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ অনুচ্ছেদ-হা/২৭৮৮ (২৪) শারহ নববী, দারুল খায়ের-বাইরুত ১৭/২৭৪।

www.pathagar.com

"তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে মর্যাদা দেয়নি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র আর তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।" (সূরা যুমার : আয়াত-৬৭)

৬. আর-রিজল/আল-কদাম (اَلرِّجْلُ اَوِ الْقَدَمُ) বা পা : সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহর 'পা' রয়েছে। আল্লাহর 'হাত' ও মুখমণ্ডলের ন্যায় ইহা তাঁর জাত-ই সিফাত বা গুণের অন্তর্গত।"[১১৯]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ ফরমান-

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقٰى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهٗ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ وَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ....

"জাহান্নামে (জাহান্নামীদেরকে) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। আর জাহান্নাম বলবে : আরো অধিক আছে কি? এমন কি মহান প্রতিপালক তাতে তাঁর 'পা' রাখবেন। তখন জাহান্নামের একাংশ গিয়ে অপরাংশের সাথে মিলে যাবে। আর বলবে : তোমার মহত্ব ও মর্যাদার দোহাই যথেষ্ট যথেষ্ট.... ।"[১২০]

এই হাদীস আল্লাহর জন্য 'কদম' সাব্যস্ত করছে। এটা অপর হাদীসে (رِجْلٌ) শব্দটি এসেছে।[১২১] আর উভয় শব্দই একই অর্থ বহন করে। এটিকে رِجْلٌ - এজন্য বলা হয় যে, এর দ্বারা আগে বাড়া হয়। যা হোক এটা তাঁর হাক্বীক্বি

---

১১৯. ড: সালেহ আল-ফাওয়ান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী (৭ম সংস্করণ) রিয়াদ/৯৭।

১২০. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةُ نَعِيْمِهَا وَاَهْلِهَا) জাহান্নাম অনুচ্ছেদ হা/২৮৪৮ নববী, দারুল খায়ের বাইরুত ১৭/৩১১ বুখারী (كِتَابُ التَّوْحِيْدِ) হা/৭৩৮৪ ফতহুলবারী, আল-মাকতাবা আস-সালাফিয়া-কায়রো ১৩/৩৮১।

১২১ সহীহ মুসলিম ঐ হা/ ২৮৪৬ (৩৬) নববী ১৭/৩০৯, ৩১০।

www.pathagar.com

কদম বা পায়ের সাথে সাদৃশ্যশীল নয়। আর একে তাঁর সংবাদসম্বলিত যাত-ই সিফাত বলা হয়। আমরা এ মর্মে বিশ্বাস করব। তবে কোনো কল্পিত রূপ দাঁড় করাব না। কেননা, নবী ﷺ আমাদেরকে আল্লাহর 'পা' তা জানিয়েছেন। কিন্তু এর কোনো রূপ বা আকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুই জানাননি।[১২২] সুতরাং হাদীসে যেহেতু পা-এর কথা আছে, সেহেতু তা হুবহু মেনে নিতে আপত্তি কোথায়? মহান আল্লাহতো তাঁর সম্বন্ধে অহেতুক কথা বলতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

"(এটাও হারাম যে,) আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩৩)

পরিতাপ এই যে, এতো স্পষ্ট দলীল প্রমাণিত হওয়ার পরও ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের যুক্তির ঘোড়া থামেনি। তাঁরা কদম-এর অর্থ করেছেন- জাহান্নামের প্রবেশ লাভের অধিকারী একদল মানুষ। তারা আল্লাহর যাত-ই সিফাত 'পা' এটাকে অস্বীকার করার হীন উদ্দেশ্যে এহেন অবান্তর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এটা তাদের ভ্রান্ত অপব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। কেননা, হাদীসে কদম বা রিজল শব্দটি মহান আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। আর এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তাঁর প্রতি জাহান্নামীদের সম্বন্ধ করাবেন! কেননা, আল্লাহর প্রতি কোনো বস্তুর সম্বন্ধ করা ঐ বস্তুর সম্মান ও মর্যাদা বুঝায়।[১২৩] তাছাড়া হাদীসে 'পা' রাখার কথা এসেছে, ঢেলে দেয়ার কথা আসেনি। সুতরাং এর দ্বারা এক শ্রেণির সৃষ্টি মানুষ অর্থ করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই; বরং একে হাক্বীকি অর্থেই বুঝতে হবে। আর তাহলো মহান আল্লাহর শান অনুযায়ী তাঁরই 'পা' ভ্রান্ত ফেরকাদের ভ্রান্তিমূলক বক্তব্য নয়।

---

[১২২]. শায়খ মুহাম্মাদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারু ইবন আল-জাওযী- দাম্মাম ২/৩২-৩৪।

[১২৩]. শায়খ মুহাম্মদ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ২/৩৩।

www.pathagar.com

আল্লাহর মা'রিফাত বা তাত্ত্বিক জ্ঞান মূলতঃ ওহীর দলীলনির্ভর। তাঁর বিভিন্ন সিফাত-এর হাক্বীকত্ব মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ষোলআনা আঁচ করতে সক্ষম নয়, তা ওহীর আলোকেই কেবল বুঝে নিতে হয়। কিন্তু যেসব সিফাতের বিবরণ মহান আল্লাহর কুরআনে ও তাঁর নবী ﷺ হাদীসে পেশ করেছেন, সেসব সিফাতকে বিনা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে হুবহু মেনে নিতে হবে, এটাই বিশুদ্ধ ঈমানের দাবি। আর এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা হক্বপন্থীদের গৃহীত নীতিমালাই অধিক পরিচ্ছন্ন। এর নমুনা হিসেবে আমরা মহান আল্লাহর অসংখ্য সিফাত থেকে কয়েকটি সিফাতের বর্ণনা প্রমাণ উল্লেখ করেছি। আর সাথে সাথে ভ্রান্তি ফিকরাসমূহের আক্বীদাগত অবস্থান ও তার জবাব সংক্ষিপ্তকারে উল্লেখ করেছি। এরপর আর কোনো ভ্রান্তি থাকার কথা নয়।

মহামতি ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেন-

لَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ، كَمَا ذَكَرَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْيَدِ وَالْوَجْهِ وَالنَّفْسِ, فَهُوَ لَهُ صِفَةٌ بِلَا كَيْفٍ, وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ يَدُهُ قُدْرَتِهِ وَنِعْمَتِهِ, لِأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ.

"আল্লাহর হাত, মুখমণ্ডল ও আত্মা আছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআনে হাত, মুখমণ্ডল ও আত্মার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি আল্লাহরই সিফাত, যা কোনো প্রকার কায়ফিয়াত বা সাদৃশ্যতা ছাড়া, আর এরূপ যেন বলা না হয় যে, আল্লাহর হাত অর্থ তাঁর কুদরত ও নিয়ামত। কেননা, তাতে সিফাতকে অস্বীকার করা হয়।[১২৪]

১২৪. ফিকহুল আকবার গৃহীত ইবনু আবিল ইজ্জ্ব (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَةِ) মুআসসাতুর রিসালাহ-বাইরুত/২৬৪ পৃঃ।

www.pathagar.com

মানুষ কি আল্লাহকে দুনিয়ায় দেখতে পারে?

আল্লাহর দিদার বা দর্শন বলতে আখেরাতে মু'মিন বান্দা কর্তৃক আল্লাহর দিদার বা দর্শন উদ্দেশ্য। কেননা, দুনিয়াতে আল্লাহর দিদার অসম্ভব। সমস্ত উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত।[১২৫]

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে (আল্লাহকে) আয়ত্ব করতে পারে না এবং তিনি দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ব করতে পারেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বান্তর্যামী।"

(সূরা আল-আন-আম : আয়াত-১০৩)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.

"কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন : কিন্তু ওহীর মাধ্যমে কিংবা পর্দার অন্তরাল থেকে। অথবা তিনি কোনো দূত প্রেরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তাঁরই অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আশ-শূরা : আয়াত-৫১)

মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দীদার দুনিয়াতে কামনা করলে আল্লাহ তা স্পষ্ট ভাষায় নাকচ করে দেন। কেননা, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার অসম্ভব।

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي

---

১২৫. ইবনু আবিল ইজ্জ (شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَةِ) মুআসসাতুর রিসালাহ-বাইরুত/২২২।

www.pathagar.com

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ .

"আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে হাজির হলেন এবং তার সাথে তার রব কথা বলবেন, তখন তিনি (মূসা) বললেন : হে আমার রব! তোমার দীদার আমাকে দাও! যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি (আল্লাহ) বললেন : তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, যদি সেটি স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তাঁর রব পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো, বললেন : "(হে আল্লাহ!) তুমি পবিত্র-সুমহান। তোমার দরবারে আমি তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মু'মিন।"
(সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত-১৪৩)

আল্লাহর বাণী : "তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না।" আয়াতাংশ দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায় অর্থ করেছেন- দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে না। এটা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস; বরং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আখিরাতে মু'মিনেরা আল্লাহর দীদার পেয়ে ধন্য হবেন।

তাছাড়া মহান আল্লাহ অন্যত্র স্পষ্ট করে বলেন–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ـ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

"সেদিন (কিয়ামতে) অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা আল-ক্বিয়ামাহ : আয়াত-২২,২৩)

মুতাযিলাদের দাবি বাতিল। কুরআনের যে সমস্ত আয়াত আল্লাহর দীদার নিষেধ করে, তা সবই দুনিয়াতে তাঁর দীদারকে অসম্ভব বলে বুঝায়। কেননা, আখিরাতে মুমিন বান্দারা স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাবেন। কাফিররা সেদিন আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত হবে।[১২৬]

---

১২৬. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বিত্বী (اَضْوَاءُ الْبَيَانِ) (২য় সংস্করণ-১৪০০ হি:) ২/২২৯৭।

www.pathagar.com

এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۔

"কখনও নয়, তারা (কাফিরেরা) সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।" (সূরা আল-মুতাফফিফীন : আয়াত-১৫)

পক্ষান্তরে সূফিবাদ তথা পীরপন্থীদের নিকট আল্লাহর মা'রিফাত লাভের উপায় হচ্ছে কাশফ বা অর্ন্তদৃষ্টি। তারা তথাকথিত কাশফের সাহায্যে দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার লাভ করা যায়, এ বিশ্বাস পোষণ করেন। এমনকি তাদের অনেকে দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার পেয়েছেন বলে অবান্তর দাবিও করেছেন। 'স্বীয়' ইহয়াউ উলূমিদ দ্বীন' গ্রন্থে তথাকথিত সূফীদের কাশফ-এর বিবরণ দিতে গিয়ে হাস্যকর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন।

কী সে হাস্যকর ঘটনা?

"আবু তুরাব আল-নাখশাবী জনৈক মুরীদকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি যদি আবু ইয়াযীদকে (একজন সূফীসাধক) দেখতে? তখন মুরীদ বলল : আমি তা থেকে ব্যস্ত। অর্থাৎ আমার প্রয়োজন নেই। অতঃপর আবু তুরাব বারংবার বলতে লাগলেন- যদি তুমি আবু ইয়াজীদকে দেখতে! তখন মুরীদের হৃদয় ক্রোধে ফেঁটে পড়ল অতঃপর বলল : ধ্বংস হও! আমি আবু ইয়াজীদকে দিয়ে কী করব? আমিতো আল্লাহকে দেখেছি। কাজেই আল্লাহ আমাকে আবু ইয়াজীদ থেকে বেপরোয়া করে দিয়েছেন। আবু তুরাব বললেন : আমার মনে ধাক্কা লাগল। আমি আর নিজেকে শামলাতে পারলাম না। অতঃপর বললাম : "ধ্বংস তোমার! আল্লাহকে নিয়ে তুমি ধোঁকায় পড়ে আছ। যদি তুমি একবার আবু ইয়াজীদকে দেখতে তাহলে আল্লাহকে ৭০ বার দেখার চেয়ে তা তোমার জন্য অধিক উপকারী হতো।"[১২৭]

কী চরম ধৃষ্টতা! একজন দাবি করছে, সে আল্লাহকে দেখেছে। আবার অপরজন নিজ সূফীগুরুকে মহান আল্লাহর উপরে স্থান দিচ্ছে। -নাউযুবিল্লাহ। এটাতো প্রকাশ্য গোমরাহী। মহান আল্লাহ যেখানে মূসা ﷺ-কে বলেছেন : "তুমি

---

[১২৭]. ইমাম গাজ্জালী (احياء علوم الدين) দারুল ফিকর (১৩৫ হিঃ) ছাপা) ১৪/১৪৪/১৪৫।

www.pathagar.com

কস্মিনকালেও (দুনিয়াতে) আমাকে দেখতে পাবে না।" সেখানে সূফীরা কী করে দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার দাবি করতে পারে? তাহলে কি তারা নবী ও রাসূলের চেয়ে উত্তম? -নাউযুবিল্লাহ!

এ ধরনের উদ্ভট কিচ্ছা-কাহিনীর শক্ত প্রতিবাদ জরুরি। নতুবা সরলমতি মুসলিমদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। আমরা শিরোনামের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার অসম্ভব। এ ব্যাপারে সমস্ত উম্মত একমত।

অথচ গাজ্জালী নিজ গ্রন্থে উপরিউক্ত ঘটনার উল্লেখ করে স্বীয় মন্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন–

هٰذِهٖ اَمْرٌ مُمْكِنَةٌ فِيْ اَنْفُسِهَا , فَمَنْ لَمْ يَحَظٌّ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَّخْلُوَ عَنِ التَّصْدِيْقِ وَالْاِيْمَانِ بِاِمْكَانِهَا.

"এ ধরনের ঘটনাবলি সংঘটিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং যার এতে দখল নেই, তার জন্য এ ধরনের ঘটনার সত্যায়ন করা ও ঈমান আনা হতে নিজ হৃদয়কে খালি রাখা উচিত নয়।[১২৮]

অর্থাৎ যার কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টি নেই, তাকে অবশ্যই এ ধরনের ঘটনার প্রতি ঈমান আনতে হবে।" -নাউযুবিল্লাহ!

আমরা বলব : এ ধরনের উদ্ভট ঘটনাবলি অস্বীকার করা ও এর প্রতিবাদ করা সকল মু'মিনের ঈমানী দায়িত্ব। কেননা, এটা কুফুরী বিশ্বাস, যা কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালেহীন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার বিপরীত।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন-

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ لَنْ يَرَى اَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهٗ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَمُوْتَ.

---

১২৮. ইমাম গাজ্জালী (اَحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ) দারুল ফিকর (১৩৬ হিঃ ছাপা) ১৪/১৪৫।

www.pathagar.com

"জেনে রেখো! মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের কেউ কস্মিনকালেও তার মহান রবকে দেখতে পাবে না।"[১২৯]

কুরআন ও সহীহ হাদীসের বলিষ্ঠ দলীল-প্রমাণ উপেক্ষা করে যারা আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে এবং দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার-এর দাবি করে, তাদের সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন–

وَمَنْ قَالَ مِنَ النَّاسِ : اِنَّ الْاَوْلِيَاءَ اَوْ غَيْرُهُمْ يَرَى اللهَ بِعَيْنِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ, مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ سَلْفِ الْاُمَّةِ, لَاسِيَّمَا اِذَا اَدَّعُوْا اَهُمْ اَفْضَلُ مِنْ مُوْسٰى, فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ يَسْتَتَابُوْنَ, تَابُوْا وَاِلَّا قُتِلُوْا, اَللّٰهُ اَعْلَمُ.

"মানুষের মাঝে যে ব্যক্তি বলে যে, অলী-আউলিয়া, অথবা তাদের অন্য কেউ দুনিয়াতে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পায়, সে বিদ'আতী, বিভ্রান্ত। কুরআন, সুন্নাহ ও এ উম্মতের সালাফে সালেহীনের সর্বসম্মত মতের বিরোধী। বিশেষতঃ যদি তারা দাবি করে যে, তারা মূসা ﷺ হতে উত্তম, তাহলে তাদেরকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে। যদি তারা তাওবা করে ফেলে, (তাহলে উত্তম) নতুবা তাদেরকে হত্যা করা হবে।" আল্লাহই সম্যক পরিজ্ঞাত।[১৩০]

[১২৯]. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْفِتَنِ وَاَشْرَاطِ السَّاعَةِ) হা/২৯৩১(১৬৯) শারহ নববী 'দারুল খায়ের'-বাইরুত ১৮/৩৬৯।

[১৩০]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (مَجْمُوْعُ فَتَاوٰى) ইবন কাসীম সংকলিত-মাকতাবাতু মা'আরিফ-রিবাত্ব ৬/৫১২।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ﷺ কি আল্লাহকে দেখেছেন?

দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার প্রশ্নে এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা হক্বপন্থীদের মাঝে এ বিষয়ে মৃদু বিতর্ক আছে। খোদ সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বিভক্ত হননি এবং একে অপর হতে বিচ্ছিন্নতাও ঘোষণা করেননি।[১৩১]

মূলতঃ এটি ছিল প্রিয় নবী ﷺ এর মি'রাজ প্রসঙ্গে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একই রাতে বাইতুল্লাহিল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বসা, অতঃপর সপ্তম আকাশ ও তৎসংশ্লিষ্ট নিদর্শনাবলি পরিদর্শন ও পরিভ্রমণের সৌভাগ্য দান করেছিলেন। এটি আল্লাহ প্রদত্ত মুযিজাসমূহের অন্যতম। সেই সফর তাঁর স্বশরীরেই সংঘটিত হয়েছিল। তিনি সপ্তম আকাশের উপর নির্মিত বাইতুল মা'মূর অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন। আল্লাহ সেখানে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন এবং উম্মতের উপরে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দেন। যা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে স্থির করা হয়। অতঃপর প্রিয় নবী ﷺ আরও অসংখ্য নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করে একই রাতে আল্লাহর ইচ্ছায় নিজ মক্কাভূমিতে ফিরে আসেন।

সকালে উঠে প্রিয় নবী ﷺ এ সফরে যেসব বড় বড় অলৌকিক নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করেন, তা জাতির সামনে পেশ করেন। তা শুনে মিথ্যাবাদীদের মিথ্যারোপ পক্ষান্তরে ঈমানদারদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। আবু বকর রাঃ এ ঘটনার প্রতি অকপট স্বীকৃতি জানিয়ে 'সিদ্দীক্ব' বা একান্ত সত্যবাদী হিসেবে আখ্যা পান।[১৩২]

এখানে মিরাজের ঘটনার বিশদ বিবরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং এ সফরে মহানবী ﷺ আল্লাহকে দেখেছিলেন কি না-তাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর যেহেতু বিষয়টি মহানবীর ﷺ ঐতিহাসিক উর্ধ্বগমনের অলৌকিক সফরের সাথে খাস, সেহেতু

---

[১৩১]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া 'মাজমু'আ ফাতওয়া' ইবনে কাসেম সংকলিত, মাকতাবাত আল-মা'আরিফ-রিবাত্ব ৬/৫০২।

[১৩২]. ইমাম ইবনু ক্বায়্যিম (যাদুল মা'আদ) ১৬৪৮ গৃহীত আর-রাহীকুল মাখতুম, দারুল মুআয়্যিদ-রিয়াদ/১৪০, তাফসীর ইবনে কাচীর ৩/৪৮৯, ফতহুলবারী, মাকবাতুস সালাফিয়া-কায়রো ৮/২৪৪।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে সঠিক তথ্য দলীলনির্ভর। যাতে কল্পিত কোনো বক্তব্য প্রদানের সামান্যতম অবকাশ নেই। তাই আসুন! বিষয়টির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করি।

একদল বিদ্বানের মতে মিরাজের এ সফরে মহানবী ﷺ আল্লাহকে দেখেছিলেন। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما এর একটি উক্তিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ.

"আর যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি, তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৬০)

এ আয়াতাংশের তাফসীরে ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেন : "সেটি হচ্ছে ইসরার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকৃত দৃশ্য।"[১৩৩]

এটি একটি অস্পষ্ট বক্তব্য। এর দ্বারা বুঝা যায় না যে, প্রিয় নবী ﷺ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। কেননা, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁর আত্মা আল্লাহকে দেখেছিল।[১৩৪] আরও একটি বর্ণনায় তিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? তখন ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বললেন : হ্যাঁ।[১৩৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন–

وَالْاَلْفَاظُ الثَّابِتَةُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ هِيَ مُطْلَقَةٌ اَوْ مُقَيَّدَةٌ بِالْفُؤَادِ, تَارَةً يَقُوْلُ : رَاٰى رَبَّهٗ, وَتَارَةً يَقُوْلُ رَاٰهُ مُحَمَّدٌ, وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ لَفْظٌ صَرِيْحٌ بِاَنَّهٗ رَاٰهُ بِعَيْنِهٖ.

---

[১৩৩]. বুখারী (كِتَابُ التَّفْسِيْرِ) হা/৪৭১৬ ফতহুলবারী, মাকতাবাতুস সালাফীয়া-কায়রো ৮/২৫০।

[১৩৪]. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) হা/১৭৬ শারহু নববী, দারুল খাইর বাইরুত ৩/৩৮৫।

[১৩৫]. সহীহ মুসলিম, শারহ নববী, দারুল খাইর-বাইরুত ৩/৩৮৩।

www.pathagar.com

"ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে আল্লাহর দীদার সাব্যস্তকৃত সব কটি বর্ণনাই মত্বলাক্ব বা ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। অথবা, আত্মার দীদার দ্বারা মুক্বায়্যাদ বা বিশিষ্টার্থ জ্ঞাপক। কখনও তিনি বলেন : মুহাম্মদ তাঁর রবকে দেখেছেন। আবার কখনও বলেন : মুহাম্মদ তাঁকে দেখেছেন। আর ইবনে আব্বাস থেকে স্পষ্ট একটিও বর্ণনা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি ﷺ স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছিলেন।[১৩৬]

অতএব, মহানবী কর্তৃক আল্লাহকে দেখার বর্ণনাটি নবীর স্বপ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মদীনায় প্রিয় নবী ﷺ স্বপ্নের হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য দিলে আর কোনো বৈপরীত্য থাকে না। যেহেতু নবীদের স্বপ্ন সত্য।[১৩৭]

পক্ষান্তরে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন–

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ.

"যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে যেন আল্লাহর উপর সবচেয়ে বড় মিথ্যা আরোপ করল।"[১৩৮]

অতঃপর আল্লাহর বাণী-

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ.

"তিনি তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন।" (আত-তাকভীর আয়াত-২৩)

এবং অপর আয়াত : আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয় সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিল।" (সূরা আন-নজম : আয়াত-১৩)

---

[১৩৬]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া 'মাজমু'আ ফাতওয়া 'ইবন কাসেম সংকলিত, ৬/৫০৯।

[১৩৭]. ইমাম ইবনুল তাইমিয়া 'মাজমু'আ ফাতওয়া 'ইবন কাসেম সংকলিত, ৬/৫০৯।

[১৩৮]. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) হা/১৭৭ (২৮৭) শারহ নববী, দারুল খাইর-বাইরুত ৩.৩৮৬, ৩৮৭।

www.pathagar.com

আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى.

"আমি এই উম্মতের প্রথম ব্যক্তি, যে বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে তো কেবল জিবরাঈল, যাকে আমি মাত্র এ দু'বারই তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি, যে আকৃতিতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৩৯]

قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ : اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ لَمْ اَرَهُ عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خَلَقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ.

অর্থাৎ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন। তদুত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানান যে, তিনি জিবরাঈলকে দেখেছেন। আর এটাই প্রসিদ্ধ কথা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়-যারা দাবি করেন যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে আল্লাহকে দেখেছিলেন, তাদের এ দাবি ভিত্তিহীন। তাছাড়া এটা আল-কুরআনেরও প্রকাশ্য বিপরীত। সে কারণে, মা আয়েশা ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছিলেন; (হে জিজ্ঞাসাকারী!)

তুমি কি আল্লাহর এ আয়াত কোনোনি (?) যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না এবং তিনি দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ব করতে পারেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বান্তর্যামী।" (সূরা আন-আম : আয়াত-১০৩)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরও বলেন : তুমি কি জান না (?) আল্লাহ বলেন :[১৪০]

---

[১৩৯]. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) হা/১৭৭ (১৮৭) শারহ নববী দারুল খায়ের-বাইরাত ৩/২৮৭।

[১৪০]. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) হা/১৭৭ (২৮৭)।

www.pathagar.com

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ .

"কোনো মানুষের জন্যে এমন হবার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা, তিনি কোনো দূত প্রেরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-শূরা : আয়াত-৫১)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মাসরুক্ব বলেন : আমি মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম : মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছেন?

তদুত্তরে তিনি বলেন : তোমার কথায় আমার শরীর শিউরে উঠেছে। অতঃপর বলেন :

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهٗ فَقَدْ كَذَبَ .

"যে ব্যক্তি তোমাকে এ মর্মে বর্ণনা দেবে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলল।" অতঃপর তিনি উপরে বর্ণিত আয়াতদ্বয় তেলাওয়াত করলেন।[১৪১]

আমরা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে দেখতে পাব যে, মা আয়েশার রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বক্তব্য অতি বলিষ্ঠ। যার সমর্থনে স্পষ্ট কুরআনী দলীল বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্য কিছুটা অস্পষ্ট; বরং তাতে বলিষ্ঠ দলীল প্রমাণ অনুপস্থিত।[১৪২]

উপরন্তু সাহাবী আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ قَالَ : نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ .

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কি আপনার রবকে দেখেছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলেন : সে তো নূর, তাঁকে কি করে দেখা যায়?[১৪৩]

---

১৪১. বুখারী (كِتَابُ التَّفْسِيْرِ) হা/৪৮৫৫ ফতহুলবারী, মাকতাবাতুস সালাফিয়া-কায়রো ৮/৪৭২।

১৪২. ইবনু আবিল ইজ্জ, (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَةِ) মুআস সামাতুর রিসালাহ, -বাইরুত/২২৫।

১৪৩. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) হয়/১৭৮ (২৯১) শারহ নববী, দারুল খাইর-বাইরুত ৩/৩৮৯।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পর্দাবৃত্ত। কাজেই আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি?[১৪৪] অপর বর্ণনায় এসেছে : "আমি নূর দেখেছি।"[১৪৫] আর নূর হচ্ছে : আল্লাহর পর্দা।[১৪৬] সুতরাং এর অর্থ দাঁড়াবে : আমি শুধু মাত্র সেই নূরই দেখেছি। অন্য কিছু দেখেননি।

আল-আক্বীদাহ আত্ব-ত্বাহাভিয়া-এর স্বনামধন্য ভাষ্যকার ইবনু আবিল ইজ্জ বলেন :

فَهٰذَا صَرِيْحٌ نَفْيِ الرُّؤْيَةِ.

মহানবী ﷺ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেননি, এটাই অধিক স্পষ্ট।[১৪৭] অতঃপর তিনি উসমান ইবন সাঈদ আদ দারেমীর বরাতে উল্লেখ করেন যে, এমর্মে সকল সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم-এর মাঝে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[১৪৮]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله আরও স্পষ্ট করে বলেন-

وَلَيْسَ فِي الْاَدِلَّةِ مَا يَقْتَضِيْ اَنَّهُ رَاٰهُ بِعَيْنِهِ, وَلاَ ثَبَتَ عَنْ اَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ , وَلاَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ, بِا لنُّصُوْصِ الصَّحِيْحَةِ عَلٰى نَفْيِهٖ اَدَلَّ.

"প্রিয় নবী ﷺ স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছিলেন-এর প্রমাণে কোনো বলিষ্ঠ দলীল নেই। এমন কি কোনো সাহাবী হতেও এর প্রমাণ মেলে না। আর কুরআন ও সুন্নাহে এমন কোনো বক্তব্য নেই, যা এটা প্রমাণ করবে; বরং দীদার নিষেধের প্রামাণ্য সহীহ দলীলসমূহ অধিক বলিষ্ঠ।[১৪৯]

---

১৪৪. নববী, শারহ মুসলিম, দারুল খায়ের-বাইরুত/৩৮৯।
১৪৫. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْإِيْمَانِ) হা/১৭৮ (২৯২)।
১৪৬. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْإِيْمَانِ) হা/১৭৮ (২৯৪)।
১৪৭. ইবনু আবিল ইজ্জ (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ) মুআস সামাতুর রিসালাহ- বাইরুত/২২৪।
১৪৮. প্রাগুক্ত/২২৪ ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমুআ ফাতওয়া, ইবনে ক্বাসীম সংকলিত ৬/৫০৭।
১৪৯. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (مَجْمُوْعُ فَتَاوٰى) ইবন ক্বাসেম সংকলিত ৬/৫০৯, ৫১০।

www.pathagar.com

আমরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মিরাজের পুরো ঘটনাই অলৌকিক। যা মহানবীর নবুওয়াতীর প্রমাণে একটি বলিষ্ঠ মু'যিজা। এ সফরে প্রিয় নবী ﷺ অনেক অলৌকিক নিদর্শনাবলি দেখেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা মি'রাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-

لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا.

"যাতে আমি তাঁকে (মুহাম্মদ) আমার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই।"

(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১)

মহানবী ﷺ মিরাজের এই সফরে জান্নাত, জাহান্নামসহ যতসব নিদর্শন দেখেছেন, সবই অলৌকিক ও আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু সকল নিদর্শন ও আশ্চর্যের সেরা হতো, যদি তিনি এ সফরে মহান আল্লাহকে দেখতেন!

সে কারণে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন :

وَلَوْ كَانَ قَدْ رَاٰهُ نَفْسَهُ بِعَيْنِهِ لَكَانَ ذِكْرُهُ اَوْلٰى.

যদি আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্যে স্বচক্ষে নিজ দর্শন দিতেন, তাহলে (তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে) এর উল্লেখ করা অধিক উত্তম হতো।[১৫০]

কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোনো বর্ণনা নেই। সাহাবায়ে কেরাম (রা) হতে কোনো স্পষ্ট উক্তি নেই, উপরন্তু নিষেধের পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রদত্ত হয়েছে। সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, মহানবী ﷺ স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেননি। স্বপ্নে আল্লাহর দীদার পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন-এটা স্পষ্ট কথা। আর স্বপ্নে আল্লাহর দীদার শুধুমাত্র নবীদের শান, যা অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য নয় নবী ও রাসূল ছাড়া অন্য কেউ দাবি করলে, তা হবে অবান্তর উক্তি ও ডাহা মিথ্যা কথা।

---

১৫০. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (مَجْمُوْعُ فَتَاوِىْ) ইবন কাসীম সংকলিত ৬/৫১০।

www.pathagar.com

মু'মিন বান্দা কর্তৃক আখিরাতে আল্লাহর দীদার প্রসঙ্গ

হ্যাঁ, মু'মিন বান্দারা সৌভাগ্যবান। তাঁরা আখেরাতে মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে। কোনোরূপ জড়তা ছাড়া, স্বচক্ষে, নয়নভরে। আর সেটিই হবে তাঁদের জন্যে সবচেয়ে বড় নি'য়ামত। কেননা, যে সত্ত্বার তরে জীবনভর তাঁরা তাদের ইবাদত উৎসর্গ করেছিলেন, যে, সত্ত্বার দীদার তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল, যে সত্ত্বার প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ যথাসাধ্য আক্ষরিক পালন করেছিলেন, কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ও শয়তানী চক্রান্ত তাঁদেরকে সে মহান আল্লাহর ইবাদত থেকে রুখতে পারেনি; না দেখে দুনিয়াতে তাঁরা আসমানী হিদায়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান এনেছিলেন, সে জন্যে সেদিন (রোজ কিয়ামতে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর সে প্রিয় বান্দাদেরকে দীদার দিয়ে ধন্য করবেন। আর সেই দীদারই হবে মু'মিনদের জন্যে অতিরিক্ত বড় পুরস্কার।

ইমাম ত্বাহাবী (রহ) বলেন-

اَلرُّؤْيَةُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ اَحَاطَةُ وَلَا كَيْفِيَّةٍ, كَمَا نَطَقَ بِهٖ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ۔ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

"আর জান্নাতবাসীরা কোনোরূপ আয়ত্বকরণ ও আকৃতি স্থির ছাড়াই আল্লাহকে দেখতে পাবে- এটা সত্য। যেমন তদ্বিষয়ে আমাদের রবের কিতাব আল-কুরআন ব্যক্ত করে "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা আল-ক্বিয়ামা : আয়াত-২২-২৩)

আর এর ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবে তার ইলম অনুযায়ী হবে।[১৫১]

কিন্তু যাদের কপালে বিড়ম্বনা আছে, তারা সহজ-সরল ও অতি স্পষ্ট বক্তব্যও মানতে রাজি নয়। শুধু শুধু অবান্তর যুক্তি দেখিয়ে 'হক্ব' হতে দূরে ছিটকে

---

১৫১. ইবন আবিল ইজ্জ (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ) মুয়াস সাসাতুর রিয়ালাহ-বাইরুত/২০৭।

www.pathagar.com

থাকবে। পক্ষান্তরে যে হক্ব-এর তালাশ করবে, সে হক্বের সন্ধান পাবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন-

وَمَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْاٰنَ طَالِبًا لِلْهُدٰي تَبَيَّنَ لَهٗ طَرِيْقُ الْحَقِّ .

"আর যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভের আশায় আল-কুরআন নিয়ে গভীর অনুসন্ধান-অনুধাবন করে, তার জন্যে হক্ব-এর পথ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।"[১৫২]

আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী মু'তাযিলা, জাহমিয়া ও তাদের অনুসারী খারেজী ইমামিয়াহগণ আখেরাতে মু'মিন বান্দা কর্তৃক আল্লাহর দীদারকেও অস্বীকার করেন।[১৫৩] তারা তাদের মতের সমর্থনে আল-কুরআনের দুটি আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন।

তার প্রথমটি হচ্ছে : আল্লাহ তা'আলার বাণী-

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ .

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না এবং তিনি দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত্ব করতে পারেন।" (আল-আন'আম : আয়াত-১০৩)

অথচ এ আয়াতটি দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার অসম্ভব তা বুঝায়। তাছাড়া এখানে আয়ত্ত্বকরণকে অস্বীকার করা হয়েছে; দীদারকে অস্বীকার করা হয়নি। কেননা, দীদার আয়ত্ত্বকরণ আবশ্যক করে না। যেমন মানুষ সূর্য দেখে, কিন্তু সে তা আয়ত্ত্ব করতে পারে না। কাজেই আমরা একথা দৃঢ়তার সাথে সাব্যস্ত করি যে, মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিন্তু এই দীদার তাঁকে আয়ত্ত্বকরণ আবশ্যক করে না। এটা এজন্যে যে, সাধারণ দীদার হতে আয়ত্ত্বকরণ হচ্ছে বিশিষ্টার্থ জ্ঞাপক। সে অর্থে আয়ত্ত্বকরণের অস্বীকৃতি দীদার-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কেননা, কোনো খাছ বিষয় নিষেধ করাটা আম বিষয়ের অস্তিত্ব সম্ভব তা

---

১৫২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহ:)(اَلْعَقِيْدَةُ الْوَاسِطِيَّةُ) গৃহীত ড: সালেহ আল-ফাওযান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী-রিয়াদ/৮৮।

১৫৩. ইবন আবিল (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ) মুআস মাসাতুর রিসালাহ, বাইরুত/২০৭।

www.pathagar.com

বুঝায়।[১৫৪] আর যেহেতু এখানে খাছ বিষয় 'ইদরাক' বা আয়ত্বকরণকে নিষেধ করা হয়েছে। সেহেতু তা সহজে বুঝা যায় যে, আম (عَامٌ) বিষয় তথা আল্লাহর দীদার সম্ভব।

আখেরাতে আল্লাহর দীদার অস্বীকারকারীদের দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে : আল্লাহর বাণী-

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ .

"(মূসা) বললেন : "হে আমার রব! তোমার দীদার আমাকে দাও! যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। আল্লাহ বললেন : তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, যদি সেটি স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" (সূরা আল-আরাফ : আয়াত-১৪৩)

এ আয়াতে কারীমাটি দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার অসম্ভব তা বুঝায়। কেননা, মূসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলে। সে কারণে, আল্লাহ তা অসম্ভব জানিয়ে বলেন : "তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না।" কিন্তু আখেরাতে মু'মিন বান্দারা আল্লাহকে দেখতে পাবে-এটা সম্ভব। কেননা, আখেরাতে মানুষের অবস্থা দুনিয়া থেকে ভিন্ন হবে।[১৫৫]

তাছাড়া অত্র আয়াতটিতেও আখেরাতে দীদার সম্ভব-এর প্রমাণ রয়েছে। একটু সূক্ষ্ম বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে, এ আয়াতটিকে দীদার অসম্ভবের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই; বরং আয়াতটিতে

---

১৫৪. শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন, (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারু ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ১/১৫৭।

১৫৫. ডঃ সালেহ আল-ফাওযান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী-রিয়াদ/৮৯।

www.pathagar.com

আখেরাতে আল্লাহর দীদার সম্ভব-এ দাবির পক্ষে যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। আর তা নিম্নরূপ :

প্রথমত : দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথে কথোপকথনকারী মূসা আলাইহিস সালাম। আর তিনি তথাকথিত ভ্রান্ত ফেরকা মুতাযিলা থেকে আল্লাহর বেলায় কি সম্ভব-তদ্বিষয়ে অধিক পরিজ্ঞাত ছিলেন। যদি দীদার অসম্ভব হতো, তাহলে তিনি তা প্রার্থনা করতেন না।

দ্বিতীয়ত : মহান আল্লাহ তাঁর দীদার-এর শর্তারোপ করেছেন নূরে তাজাল্লিতে পাহাড়টির স্থিরতার উপর। আর সেটি সম্ভব। সে কারণে, সম্ভব বিষয়ের উপরে কোনো বিষয়কে শর্তারোপ করলে সেটিও সম্ভব, তা বুঝায়।

তৃতীয়ত : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পাহাড়ের ন্যায় একটি জড় পদার্থের উপর তাঁর নিজ নূরের বিকিরণ ঘটিয়েছিলেন। এটা দ্বারা একথা নিষেধ করে না যে, তিনি তাঁর মুহব্বতপ্রাপ্ত ও নির্বাচিত মু'মিন বান্দাদের উপর নিজ তাজাল্লী প্রকাশ করবেন না; বরং এটা অধিক স্পষ্ট কথা যে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে জান্নাতে নিজ দীদার দিয়ে ধন্য করবেন, আর এটাই যুক্তির একান্ত দাবি।

আর ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তারা বলেন : (لَنْ) অব্যয়টি অনন্তকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক। এটা মূলতঃ দীদার হবে না- এমনটি বুঝায়। তাহলে আমরা বলব- ভাষাগত দিক থেকেও এটি একটি কথা।

কেননা, মহান আল্লাহ কাফিরদের তামান্নার কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا.

"আর তারা সে মৃত্যু কখনও করবে না।" অথচ জাহান্নাম পতিত হয়ে তারা তখন মৃত্যু কামনা করবে আর বলবে : "হে ফেরেশতা! তোমার রব যেন আমাদের রূহ ক্ববজ করে নেন।" লক্ষ্য করুন! প্রথমে বলা হয়েছে, কখনও কামনা করবে না। অতঃপর শেষে কামনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী : (لَنْ تَرَانِىْ) "তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না।" এর অর্থ হচ্ছে : তুমি দুনিয়াতে আমাকে দেখতে ক্ষমতা পাবে না। কেননা, আল্লাহর দীদার পেতে মানুষের শক্তি ক্ষীণ। আর যদি দীদার স্বয়ং নিষেধ

www.pathagar.com

হতো, তাহলে আল্লাহ বলতেন : আমি দেখা দিই না, অথবা, আমায় দেখা জায়েয নয় কিংবা আমি দেখার বস্তু নই ইত্যাদি।[১৫৬] সুতরাং আয়াতটির মাঝে সূক্ষ্ম প্রমাণ রয়েছে যে, আখেরাতে আল্লাহর দীদার সম্ভব।

উপরন্তু আখেরাতে মু'মিনরা যে, আল্লাহকে দেখতে পাবে- সে বিষয়ে কুরআনের দলীল বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ـ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

"সে দিন (কিয়ামতের) অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তাঁরা তার রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা আল-কিয়ামাহ : আয়াত-২২,২৩)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন -

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ.

"তাঁরা (জান্নাতীরা) সুসজ্জিত আসনে থেকে (আল্লাহকে) দেখতে থাকবে।
(সূরা আল-মুত্বাফফিফীন : আয়াত-৩৫)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন :

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

"যারা কল্যাণ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ এবং আরও অধিক।"
(সূরা ইউনুস : আয়াত-২৬)

হাফিয ইবনে কাসীর (রহ) বলেন : আলোচ্য আয়াতে (زِيَادَةٌ) আরও অধিক বলতে বুঝায়- নেক আমলের সাওয়াব দশ (১০) গুণ হতে সাতশত (৭০০) গুণ পর্যন্ত অধিক হওয়া। অনুরূপভাবে এর উপর আরও অধিক বুঝাবে যা মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রাসাদ ও হুর দান করবেন এবং তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আর নয়ন শীতলকারী যে সমস্ত নিয়ামত তিনি তাদের জন্যে লুক্কায়িত রেখেছেন, তা দান করবেন। আর এ সমস্ত নিয়ামত যা থেকে শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত হলো : মহান আল্লাহর মুখমণ্ডলের দীদার লাভ। আর এ অর্থ

---

১৫৬. মুহাম্মদ খলীল হাররাস (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী-রিয়াদ/১০৩, ১০৪

www.pathagar.com

গ্রহণ করেছেন। খোদ সাহাবী আবু বকর, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাছাড়া মুজাহিদ, ইকরিমা, জাহহাক, হাসান ও ক্বাতাদাহ (রাহি) : প্রমুখসহ সকল হক্বপন্থী বিদ্বান (زِيَادَةٌ) "আরও অধিক" দ্বারা আল্লাহর মুখমণ্ডলের দীদার উদ্দেশ্য করেছেন। [১৫৭]

সহীহ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ মর্মে স্পষ্ট বিবরণ বিধৃত হয়েছে। [১৫৮]

আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতের অনুরূপ বক্তব্য অন্যত্র করে বলেন-

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ.

"তারা (জান্নাতিরা) তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।" (সূরা ক্বাফ : আয়াত-৩৫)

আলোচ্য আয়াতেও "আরও অধিক' দ্বারা আল্লাহর দীদার উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে-প্রতি জুম্মাবার মহান আল্লাহ তাঁর জান্নাতী বান্দাদের জন্যে প্রকাশ পাবেন। [১৫৯] তাঁরা নয়ন ভরে আল্লাহকে দেখবে।

কিয়ামতে মু'মিন বান্দাহ কর্তৃক আল্লাহর দীদার সম্বন্ধে মুতাওয়াতিহর পর্যায়ের হাদীসে বর্ণিত আছে। আর মুতাওয়াতির ঐ সমস্ত হাদীসকে বলা হয়, যা সর্বকালে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, যে বর্ণনায় কোনোরূপ মিথ্যার অবকাশ নেই। এক্ষণে আমরা কিয়ামতে আল্লাহর দীদার প্রসঙ্গে দু'একটি সহীহ মুতাওয়াতির হাদীস পেশ করব-যা হিদায়াত গ্রহণেচ্ছুদের জন্যে দলীল হিসেবে যথেষ্ট হবে।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا.

---

[১৫৭]. হাফিয ইবন কাছীর (تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ) দারুল মাকতাবাতিল হিলাল-বাইরুত ৩/১৯৪।

[১৫৮]. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) মুমিনরা আখেরাতে তাদের রবকে দেখতে পাবেন-অনুচ্ছেদ হা/১৮১।

[১৫৯]. হাফিয ইবন কাছীর (تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ) দারুল মুফীদ-বাইরুত ৪/২০৪।

www.pathagar.com

জারীর ইবন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান : তোমরা তোমাদের রবকে (কিয়ামতে) স্বচক্ষে দেখতে পাবে।[১৬০]

জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অপর বর্ণনায় এসেছে-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ : اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ .

"পূর্ণিমার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন : রোজ কিয়ামতে তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন এটাকে (চাঁদকে) দেখতে পাচ্ছ। যা দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।"[১৬১]

অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কোনো উঁকিঝুকি মারতে হয় না এবং কোনোরূপ ভিড় হয় না। সহজেই দেখতে পাও। ঠিক সেভাবে তোমরা বিনা বাঁধায় মহান আল্লাহকে কিয়ামতে দেখতে পাবে।

সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে- সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ تَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ : رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوْا : لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ , قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوْا : لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ, قَالَ : فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَالِكَ .

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি রোজ কিয়ামতে আমাদের রবকে দেখতে পাব? তখন রাসূলুল্লাহ বলেন : পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা আরজ করলেন : না, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১৬০. বুখারী (كِتَابُ التَّوْحِيْدِ) হা/৭৪৩৫ ফতহুলবারী, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া-কায়রো ১৩/৪৩০।

১৬১. ঐ হা/৭৪৩৬।

www.pathagar.com

বললেন : মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা আরজ করলেন : না, হে আল্লাহর রাসূল! (অতঃপর) তিনি ﷺ বললেন : সেভাবেই তোমরা (কিয়ামতে) তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে পাবে।[১৬২]

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, জান্নাতীদের জন্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে আল্লাহর দীদার।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসখানা অধিক প্রতিভাত। ইরশাদ হচ্ছে-

عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ , فَيَقُوْلُوْنَ : اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ , قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا اَعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ .

"সুহাইব ؓ নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ ফরমান যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন : তোমরা কী চাও! আমি তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দিই? অতঃপর তারা বলবে : আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে আমাদের নাজাত দেননি? প্রিয় নবী ﷺ বলেন : অতঃপর (আল্লাহ) পর্দা খুলে দেবেন, (তারা আল্লাহর মুখমণ্ডল দেখতে পাবে)। তাদের রবের দিকে দৃষ্টিপাতের চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো বস্তু তাদেরকে দেয়া হয়নি।[১৬৩]

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসকে অগ্রাধিকার দিলে এবং যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করলে আর কোনো প্রকার গুমরাহীর সম্ভাবনা

---

১৬২. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) আখেরাতে মুমিনেরা তাঁদের রবকে দেখবে-অনুচ্ছেদ হা/১৮২ (২৯৯)।

১৬৩. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ) আখেরাতে মু'মিনেরা তাদের রবকে দেখতে পাবে-অনুচ্ছেদ হা/১৮১ (২৯৬৭)।

www.pathagar.com

থাকে না। যারা নিজেদের আকলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করতে কষ্ট কসরতের ত্রুটি করেননি।

মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন-

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ.

"সত্য প্রকাশের পর (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কী আছে গোমরাহী ছাড়া..।
(সূরা ইউনুস : আয়াত-৩২)

ইমাম ত্বাহাবী (রহ) বলেন :

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِيْ ذٰلِكَ مِنَ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ : وَمَعْنَاهُ عَلٰى مَا أَرَادَ, لَا تَدْخُلُ فِيْ ذٰلِكَ مُتَأَوِّلِيْنَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِّمِيْنَ بِأَهْوَائِنَا.

অর্থাৎ "জান্নাতবাসী মু'মিন বান্দা কর্তৃক কিয়ামতে আল্লাহর দীদার সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা কিছু সহীহ হাদীসে এসেছে, তা সেভাবেই, যেভাবে তিনি ﷺ ইরশাদ করেছেন। আর এর অর্থ সেভাবেই যেভাবে আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্য করেছেন। আমরা আমাদের নিজস্ব রায় নিয়ে তদ্বিষয়ে অপব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হব না এবং নিজেদের প্রবৃত্তি হতে ধারণাপ্রসূত কোনো কথাও বলব না।[১৬৪]

অতএব, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আখেরাতে জান্নাতবাসীদের জন্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে আল্লাহর দীদার। আল্লাহ আমাদেরকে তোমার দীদার দিয়ে ধন্য কর। আমীন!!

---

[১৬৪]. ইমাম ত্বাহাভী (রহ) "আল-আক্বীদাহ আত-ত্বাহভিয়া গৃহীত; ইবনু আবিল ইজ্জ (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ) মুআসসা রিসালাহ-বাইরুত/২০৭।

ফর্মা-৬: আল্লাহর মা'রিফাত

www.pathagar.com

কাফিররা কি আখেরাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে?

কিয়ামতের মাঠে সমবেত সকল আদম সন্তান তিন (৩) শ্রেণিতে বিভক্ত হবে। একদল হবে খাঁটি মু'মিন, যারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল দিক থেকেই পরিপূর্ণ মু'মিন হবেন। এ ধরনের খাঁটি মু'মিনরা কিয়ামতের মাঠে আল্লাহকে দেখতে পাবেন এবং জান্নাতে প্রবেশের পর নয়নভরে আল্লাহর দীদার পেয়ে তাঁরা ধন্য হবেন। এ ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে আমরা দলীল উপস্থাপন করেছি।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আরেক দল হবে, যারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল দিক থেকে ষোলআনা কাফির। তারা জাহান্নামে যাবে এবং মহান আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু কিয়ামতের মাঠে তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে কিনা- এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। কারো মতে দেখতে পাবে, তবে তা হবে ক্রোধ ও শাস্তি দানের দীদার আর অপর শ্রেণির বিদ্বানদের মতে, কিছুতেই কাফিরেরা আল্লাহকে দেখতে পাবে না। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন-

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ.

"কখনও নয়, তারা সেদিন (ক্বিয়ামতে) তাদের রব থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।" (সূরা আল-মুত্বাফফিফীন : আয়াত-১৫)

আর তৃতীয় যে দলটি হবে, তারা হবে মুনাফিক। যারা প্রকাশ্যে ঈমানের দাবি করত; কিন্তু অন্তরে কুফুরী লুকিয়ে রাখত। এ শ্রেণির মুনাফিকেরা কিয়ামতের মাঠে একবার আল্লাহর দর্শন পাবে। অতঃপর তাদের ও আল্লাহর মাঝে পর্দা হবে। তখন থেকে তারা আর আল্লাহর দীদার পাবে না।[১৬৫]

---

[১৬৫]. ইমাম ইবনে তাইমিয়া 'মাজমূ'আ ফাতওয়া' সংকলন ইবন ক্বাসীম- মাকতাবাতুল মা'আরিফ-রিবাত্ব ৬/৪৬-৪৬৯ ইবনু আবিল ইজ্জ (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) মুআস সাসাতুর রিসালাহ-বাইরুত/২২১, শায়খ মুহাম্মাদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারু ইবনুল জাওযী-দাম্মাম ৩/১০৩-১০৪।

www.pathagar.com

মোট কথা, আল্লাহর দীদার বলতে যে শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত বুঝায়, সেই নিয়ামতের একমাত্র হকদার হবে আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ। কাফির, মুনাফিক সকলেই তা থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদিও তারা কিয়ামতের মাঠে একটিবার দেখতে পায়, তাহলে সে দেখা সম্মান ও নিয়ামতস্বরূপ হবে না, বরং ক্রোধের দীদার হবে। কেননা, আখেরাতে কাফেরদের জন্যে সম্মান-মর্যাদা ও নিয়ামতের কোনো অংশ থাকবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা কোথায়?

মহান আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু আল্লাহর শানে এরূপ প্রশ্ন করা যায় কি? নিশ্চয়ই, প্রিয় নবী ﷺ এ মর্মে জনৈকা মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।[১৬৬] তবে এর জবাব কী? জবাব তো পরিষ্কার। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমরা মূল উৎস থেকে এর জবাব অন্বেষণ করি না। ফলে ঘাটে ঘাটে বিড়ম্বনার শিকার হই।

একজন মুসলিম যদি 'ইলাহ' সম্পর্কেও স্পষ্ট জ্ঞান না রাখে, তাহলে তার ঈমানের ওজন কোথায়? আর ইবাদতে থাকবে কি তার একাগ্রতা? অথচ এহেন গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা বিষয়ক প্রশ্নে আমাদের ক'জনের তথ্যপূর্ণ জ্ঞান আছে? আমরাতো সুদীর্ঘকাল হতে যুগ পরম্পরায় ইসলামের জন্য আমাদের দরদের অভাব নেই। ত্যাগ ও কুরবানীতে আমরা যথেষ্ট অবদান রাখার একান্ত সৎ সাহস রাখি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈমানের মৌলিক শাখাসমূহে কতটুকু দখল আছে আমাদের-এ পরীক্ষা করবে কে?

আল্লাহ তায়ালা কোথায়? এ প্রশ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমরা নানা রকম অদ্ভুত কথা শুনতে পাবো। কোনোরূপ ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই রূপকথার অনেক মুখরোচক কথাই শুনিয়ে দেবে। কেউ বলবে : ছি! ছি! আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা? আবার কেউ বলবে : এটা কি একটা প্রশ্ন হলো (?) আল্লাহ তো আমার

---

১৬৬. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ) হা/৫৩৭ (৩৩)।

www.pathagar.com

সাথেই আছেন। কেউ বা আবার আচমকা বলে উঠবে আল্লাহতো মুমিনের কলবে আছেন। আবার কারো মুখে শোনা যাবে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। সবখানে সব জায়গাতে আছেন।

তাহলে কি এ প্রশ্নের সঠিক কোনো জবাব নেই? না, কি যার যার জ্ঞানানুসারে যেমন খুশি তেমনি মন্তব্য করবে? আর যাচ্ছে-তাই বিশ্বাস করে বসবে? অথচ, আমরা জানি যে, ঈমানের ছয়টি রুকনের প্রথম ও প্রধান রুকন হলো 'আল-ঈমানু বিল্লাহ' বা আল্লাহ প্রতি বিশ্বাস। এটাতো নির্ভুল হতে হবে। নতুবা, বাকি সব রুকন ও কর্ম অসার প্রমাণিত হবে। মহান আল্লাহতো তাঁর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দানের জন্যে হিদায়াত নাযিল করেছেন। নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সাহায্যে তাঁর খাঁটি পরিচয় আদম সন্তানকে জানিয়েছেন। এরপর বিড়ম্বনা কোথায়?

বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস-আমি কি আমার ঈমানকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের মানদণ্ডে যাচাই করে দেখেছি না কি, গতানুগতিক ধারায় আমিও আমার ঈমানের সৌধ নির্মাণ করেছি? যে ঈমান আমি এনেছি, তা কি আমার পরিত্রাণ নিশ্চিত করবে? ঈমানের দাবি করার পরও জাহান্নামের খোরাকে পরিণত হতে হবে? সত্যিকার মু'মিন দাবি করলে অবশ্যই আমাকে এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব সন্ধান করে বের করতে হবে।

কোনো কথার উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করা বড় বোকামী। আবার খোদ স্রষ্টা সম্পর্কে অহেতুক মন্তব্য। এতো মহা অপরাধ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ.

"আর আল্লাহর প্রতি এমন কথা বলা (হারাম), যা তোমরা জান না।"

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩৩)

www.pathagar.com

ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম (রহ) বলেন-

فَهُوَ عِنَادٌ, اَقْبَحُ مِنَ الشِّرْكِ وَاَعْظَمُ اِثْمًا عِنْدَ اللهِ.

সেটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি ও আল্লাহর নিকট শিরক থেকেও অতি বড় পাপ।[১৬৭]

আল্লাহ কোথায় (?) এ প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে সৃষ্ট ভ্রান্ত ফেরকা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। যাতে সরলমতি মুসলিম সমাজ তাদের মিঠাবুলির বিভ্রান্তকর কথা থেকে হেফাজত থাকতে পারে। প্রথমে আমরা এরূপ ভ্রান্ত দু'টি বিশ্বাস নিয়ে কথা বলব। অতঃপর কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে সালাফে সালেহীন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার আলোকে এতদসংক্রান্ত স্বপ্রমাণ বক্তব্য পেশ করব, ইনশা-আল্লাহ।

ওয়াহ্দাতুল উজুদ বা অদ্বৈতবাদ

ওয়াহদাতুল উজুদ অর্থ একক অস্তিত্ব। হিন্দু শাস্ত্রে একে অদ্বৈতবাদ বলা হয়। এ মতবাদটি অতি প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে। যুক্তি-দর্শনের খপ্পরে পড়ে অনেক ধর্মের অনুসারীরা এ মতবাদের জালে আটকা পড়েছেন। মতান্তরে এ মতবাদের সূচনা হয় গ্রীক দর্শন হতে। পৃথিবীতে অস্তিত্বসম্পন্ন সকল কিছুর উৎসমূল অনুসন্ধান করতে যেয়ে তারা বলেন যে, পানিই হচ্ছে সকল কিছুর মূল। আর প্রত্যেক বস্তুর সাথে 'ইলাহ' মিশে আছেন। তারা আরও সহজ করে বলেন : প্রত্যেক বস্তুতে বিভিন্নরূপে একক জাতের অস্তিত্ব বিরাজমান। কাজেই একজনেরই অস্তিত্ব আছে। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি সকল সৃষ্টির আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ পান। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ। আর প্রত্যেক বস্তুর মাঝে যে ভিন্নতা দৃশ্যমান, তা শুধু আকার আকৃতির ভিন্নতাঃ মূলতঃ জাত হিসেবে সবই এক।[১৬৮]

---

১৬৭. ইবনুল ক্বায়্যিম আল-জাওযীয়াহ (اَلْجَوَابُ الْكَافِىْ) দারুন নাদগওয়াহ আল-জাদীদাহ-বাইরুত/১৬৯, ১৭০।

১৬৮. "আস-মাউসূআ আল-মুয়াসসারাহ ফিল আদ-ইয়ানি ওয়াল মাযাহিব ওয়াল আহযাব আল-মু'আসারাহ সম্পাদনাঃ ডঃ মানে'আ আল-জুহানী তত্ত্বাবধানেঃ দারুন নাদওয়া আল-আলমীয়া-রিয়াদ/১১৬৮-১১৬৯।

www.pathagar.com

এ মতবাদ হিন্দু-বৌদ্ধ, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে; হিন্দু ধর্মে যাকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদ অর্থ দ্বিতীয়হীন এ বিশ্বাস করা। অর্থ জীব ও ব্রহ্ম ভেদশূন্য। তাদের বিশ্বাস ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নেই।

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগত মিথ্যা। হিন্দুদের মাঝে এ মতবাদের বিন্যাস করেন দার্শনিক শংকরাচার্য।[১৬৯]

মুসিলমদের মাঝে এ মতবাদটির আমদানি করে একশ্রেণির সূফী দরবেশ। তাদের পুরোধা হচ্ছে : মনসুর হাল্লাজ, ইবনে আরাবী ও ইবনুল ফারেজ প্রমুখ।[১৭০] তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না। তারা মনে করেন খালেক ও মাখলূক বলতে কিছু নেই। সব সৃষ্টিই 'ইলাহ'।

সূফী ইবনে আরাবী বলেন :

اَلْعَبْدُ رَبٌّ وَالرَّبُّ عَبْدٌ * يَالَيْتَ شَعْرِىْ مِنَ الْمُكَلَّفِ؟

اِنْ قُلْتَ عَبْدٌ فَذَاكَ حَقٌّ * اَوْ قُلْتُ رَبٍّ فَاِنِّىْ يُكَلِّفُ؟

অর্থা "বান্দাই রব, আর রবই বান্দা। আহা যদি জানতাম কে দায়িত্বশীল? যদি বলি বান্দা, তাহলে তাই সত্য। অথবা, যদি বলি রব, তবে কোথা থেকে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন?"[১৭১]

গ্রীক দর্শন ও হিন্দুয়ানী অদ্বৈতবাদের খপ্পরে পড়ে এহেন সূফী-দরবেশরা কি আবোল-তাবোল বলতে শুরু করেছেন, তা ভাবতে অবাক লাগে! যে জন্যে দেখা যায়- এর তাওহীদের কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ করেন : "আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুই মওজুদ বা বিদ্যমান নেই।" অর্থাৎ বিদ্যমান সকল বস্তুই 'ইলাহ'। -নাউযুবিল্লাহ

---

১৬৯. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান-সাহিত্য সংসদ ঢাকা/১৪।

১৭০. আল-মাউসূ'আ আল-মুয়াসসারাহ-১/১১৬৯।

১৭১. ইবনু আরাবী (اَلْفُتُوْحَاتُ الْمَكِّيَّةِ) গৃহীত "সূফীবাদ : কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে" মুহাম্মদ জমীল যাইনূ-ত্বায়েফ/১১।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে অনেককে এ যিকর করতে শুনা যায় যে, 'লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ।" অথচ এর অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা মোটেও খেয়াল রাখেন না। আসলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এই কালিমায় শুরুতে যে 'লা' বর্ণটি আছে, তা না বোধক। এর 'ইসম' বা উদ্দেশ্য হচ্ছে (إِلٰهَ) ইলাহ। আর ইলাহ অর্থ মাবুদ বা উপাস্য। অর্থাৎ ঐ সত্ত্বা, যার ইবাদত করা হয়।[১৭২] সুতরাং এ কালিমার শুরুতে 'না' বোধক বর্ণ দ্বারা সকল প্রকার ইলাহ বা উপাস্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। অতঃপর (إِلَّا اللهُ) দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর উলূহিয়্যাতকে স্বীকার করা হয়েছে। আর ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী উদ্দেশ্যের পর 'বিধেয়' আবশ্যক। উক্ত বাকে সে বিধেয় উহ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে اَلْحَقُّ 'হক্ব' এক্ষণে পুরো বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব মাবুদ নেই।

কিন্তু সূফী-দরবেশরা কালিমার মূল অর্থই বিগড়ায়ে ফেলেছে। তারা অদ্বৈতবাদের শ্লোগান প্রতিধ্বনিত করে বলে 'লা-মাওজূদা ইল্লাল্লাহ। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী (لَا) 'লা' এর উদ্দেশ্য 'ইলাহ'। আর ইলাহ অর্থ মাবুদ, যা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। অথচ তারা 'ইলাহ'-এর অর্থ করেছে- 'মাওজুদ'। যার অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুই মওজুদ বা বিদ্যমান নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তা সবই 'আল্লাহ'।-নাউযুবিল্লাহ

তাইতো সূফীদের নিকট হিন্দুদের মূর্তি, ইবলীস সবই আল্লাহ! সে কারণে জনৈক সূফী বলেন : "আমাদের নিকট অগ্নিপূজক ও খ্রিস্টান সবই সমান; কেউই খারাপ নয়। যেহেতু 'খোদা' আসমানে নেই; বরং তোমার ও আমার মাঝে লুকিয়ে থেকে সকলকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছেন, সেহেতু কোনো একটি সেকেল (রূপ) ধরে নাও, খোদা মিলে যাবে। আসমানে কি আছে?"[১৭৩]

---

১৭২. শায়খ আব্দুর রহমান ইবন হাসান আলে-শায়েখ (فَتْحُ الْمَجِيْدِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ) দারুল মুসলিম-রিয়াদ/৩৩।

১৭৩. আমীর হামযা 'আল্লাহ মাওজুদ নাই" (উর্দু) দারুস সাফা পাবলিকেশস- লাহোর/১৬৪।

www.pathagar.com

তাইতো দেখি, সূফী ইবনে আরাবী অদ্বৈতবাদের দীক্ষার প্রতিফলন করে বলেন :

وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ أُنْكِرُ صَاحِبِي * إِذَا لَمْ يَكُنْ دِينِي إِلَى دِينِهِ دَانِ

فَأَصْبَحَ قَلْبِي قَابِلًا كُلَّ حَالَةٍ * فَمَرْعَى لِغُزْلَانٍ وَدَيْرٌ لِرُهْبَانٍ

وَبَيْتٌ لِأَوْثَانٍ وَكَعْبَةُ طَائِفٍ * وَأَلْوَاحُ تَوْرَاةٍ وَمُصْحَفُ قُرْآنٍ

"যখন ছিল না তা ধর্মে ধর্মাধীন ধর্ম আমার,

ঘৃণিতাম তখন সাথীরে আমি দিন পূর্ব আজিকার।

আজি হৃদয় আমার প্রসন্ন স্বাগতের তরে সব হালত,

কি হরিণের চারণভূমি, কি পাদরীর গৃহ এবাদত

মূর্তিগৃহ হৌক আর কাবা কিছু লোকের

তাওরাতের খণ্ড হোক, পাণ্ডুলিপি কুরআনের।[১৭৪]

আমরা লক্ষ্য করলে আরও দেখতে পাব যে, এক শ্রেণির 'নূরবাদী, মুসলিমদের মাঝে এ মতবাদ সংক্রমিত হয়েছে। কেননা, তাদের ধারণা : মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি। তিনি মানুষ নন। কারো মতে, তিনি আল্লাহর যাত-ই নূরের অংশবিশেষ। তারা আরও সহজ করে বলেন : আল্লাহর নূরেই মুহাম্মদ তৈরি, আর মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান তৈরি।" নাউযুবিল্লাহ।

তাহলে কি এটা অদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনি নয়? আল্লাহ তায়ালা তা হতে পবিত্র ও সুমহান।

---

১৭৪. মুহাম্মদ বিন জামীল যানূ (الصُّوفِيَّةُ فِي مِيزَانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) বঙ্গানুবাদ-তায়েফ /২৫, ২৬।

www.pathagar.com

আল- হুলুলিয়্যাহ বা অনুপ্রবেশবাদ

এ মতবাদে অদ্বৈতবাদ থেকে কিছুটা বিশিষ্টার্থ জ্ঞাপক। অদ্বৈতবাদ সকল কিছুতেই আল্লাহ মিশে আছেন অর্থাৎ সব কিছুই 'ইলাহ' এ দাবি করে। পক্ষান্তরে 'আল-হুলুলিয়া বা অনুপ্রবেশবাদ' দাবি করে যে, আল্লাহ বিশেষ বিশেষ মাখলুকের মাঝে অনুপ্রবেশ করে একাকার হয়ে যান। ফলে অনুপ্রবিষ্ট এ মানুষ স্বয়ং যাত-ই ইলাহীতে পরিণত হয়ে যায়। খ্রিস্টানদের মাঝে প্রথমে এ মতবাদের জন্মলাভ হয়। তারা বিশ্বাস করে যে, মসীহ ইনসান-এর মাঝে আল্লাহ অনুপ্রবেশ করেন। ফলে মসীহ অর্থাৎ ঈসা ﷺ স্বয়ং আল্লাহ হয়ে যান।

মুসলিমদের মাঝে এ মতবাদের আমদানি করে মনসুর হাল্লাজ। সে গ্রীক দর্শন ও চরমপন্থী শী'আদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এহেন অবান্তর বিশ্বাসের আমদানি করে। শী'আরা ধারণা করে যে, ইমাম জাফর সাদেক-এর মাঝে আল্লাহ প্রবেশ করেছেন। অনুরূপভাবে সাবায়ী ও নাসেরী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং আলী رضي الله عنه-এর মাঝে আল্লাহ অনুপ্রবেশ করেছেন।[১৭৫] আল্লাহ তায়ালা তাদের এসব অলীক বিশ্বাস থেকে অতিপবিত্র ও সুমহান।

মনসুর হাল্লাজ আমাদের সমাজে বেশ আলোচিত ব্যক্তি। অথচ তার হাক্বীকৃত সম্পর্কে অনেকেই ওয়াক্বিফহাল নন। আসলে তার নাম আল-হুসাইন ইবন মানসুর। ডাক নাম আবু মুগীছ। পারস্য দেশে ২৪৪ হি : সে জন্মগ্রহণ করে। তার দাদা একজন অগ্নিপূজক ছিলেন।[১৭৬] এ মনসুর হাল্লাজ দাবি করে যে, আল্লাহ তার মাঝে প্রবেশ করেছেন। এ অবান্তর দাবির প্রেক্ষিতে সে বলে উঠে (أَنَا الْحَقُّ) "আনাল-হাক্ব"। অর্থ : আমিই 'হক্ব'।[১৭৭] অর্থাৎ সে যাত-ই ইলাহীতে পরিণত হয়ে গেছে। -নাউযুবিল্লাহ।

---

১৭৫. 'আল-মাউসু'আ আল-মুয়াসসারাহ ফিল আদ-ইয়ানী ওয়াল মাযাহিব ওয়াল আহযাবিল মু'আসারাহ' সম্পাদনায়: ডঃ মানে'আ আল-জুহানী, দারুল নাদওয়া আল-আ -লামিয়্যা- রিয়াদ/২/১০৪৯-১০৫০।

১৭৬. আব্দুর রউফ মুহাম্মাদ 'উসমান (مُحَبَّةُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْاَتِّبَاعِ وَالْاِبْتِدَاءِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী রিয়াদ/১৬৫।

১৭৭. 'আল-মাউসু'আ আল-মুয়াসসারাহ ফিল আদ-ইয়ানী ওয়ালা মাযাহিব ওয়াল আহযাবিল মুআসারাহ' সম্পাদনায় : ডঃ মানে'আ আল-জুহানী, দারুল নাদওয়া আল-আল-লামিয়্যা- রিয়াদ/২/১০৫০।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা সর্বোচ্চ সুমহান

অদ্বৈতবাদের মূল হলো আল্লাহই স্রষ্টা, আল্লাহই সৃষ্টি। খালেক ও মাখলূকে কোনো ভেদাভেদ নেই। এ মতবাদ যেমন গাছ, পাথর, জ্বীন-ইনসান ও ইবলীসকে 'ইলাহ' এর মঞ্জিল দান করেছে, তেমনি অনুপ্রবেশবাদ তথাকথিত সুফী-দরবেশদের পূজা-অর্চণার পথ সুগম করে দিয়েছে। মহান আল্লাহর শানে উক্ত মতবাদদ্বয় চরম দৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। অথচ মহান আল্লাহ এদের ভ্রান্ত বিশ্বাস হতে অতি পবিত্র ও সুমহান।

আল্লাহ তায়ালা কোথায় (?) এ প্রশ্ন কি মূল আক্বীদার বিষয় নয়? যদি তা-ই হয়, তাহলে কি মানুষ নিজে আক্বীদার নীতিমালা নির্ধারণ করতে পারে? আর আল্লাহ সম্পর্কে কি যেমন খুশি তেমন বিশ্বাস পোষণ করতে পারে? কখনও নয়; বরং তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীলনির্ভর বিষয়। এতে আপন জ্ঞানের লাগামহীন ঘোড়া দৌড়াবার কারো কোনো শরঈ অধিকার নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ
اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ‌.

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছে পড় না কেননা কান, চোখ ও অন্তর : এসব কয়টির ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৬)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ‌.

"আর আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা (হারাম), যা তোমরা জান না।"

(সূরা আরাফ : আয়াত-৩৬)

এক্ষণে আল্লাহ কোথায়? তিনি সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে সমুন্নত রয়েছেন। এমর্মে কুরআন ও সহীহ হাদীসে একাধিক দলীল বিদ্যমান। এখানে আমরা বিশেষ

www.pathagar.com

কয়েকটি দলীল পেশ করব। হক্বের সন্ধানী সকলের জন্যে তাই যথেষ্ট হবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.

"তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। আর তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।"

(সূরা আন'আম : আয়াত-১৮)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

"তারা তাদের রবকে ভয় করে, যিনি তাদের উর্ধ্বে আছেন।"

(সূরা নাহল : আয়াত-৫০)

প্রিয় নবী ﷺ আল্লাহর সিফাত 'আজ-জাহের' (اَلظَّاهِرُ)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ.

"আর তুমিই যাহির, তোমার উপর কেউ নেই।"[১৭৮]

আল্লাহ তায়ালা সপ্ত আকাশের উপরে রয়েছেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে, মু'মিন জননী যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহা বাকি নবী পত্নীদের উপর গর্ব করে বলতেন-

زَوَّجَكُنَّ اَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالٰى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ.

"তোমাদের বিয়ে তোমাদের পরিবার পরিজন দিয়েছেন। আর আমার বিয়ে সাত আসমানের উপর হতে মহান আল্লাহ দিয়েছেন।"[১৭৯]

---

১৭৮. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ) বা/২৭১৩।

১৭৯. বুখারী (كِتَابُ التَّوْحِيْدِ) হা/৭৪২০ ফতহুলবারী, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা-কায়রো ১৩/৪১৫।

www.pathagar.com

আলী ﷺ ইয়ামান হতে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাঠালে প্রিয় নবী ﷺ তা চারজনের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, আমরা এ চারজন হতে বেশি হকদার। তখন প্রিয় নবী ﷺ বললেন-

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلَا تَأْمَنُوْنَنِيْ, وَاَنَا اَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে করো না : অথচ আসমানে যিনি আছেন, আমি তার পক্ষ থেকে আমানতদার।"[১৮০]

অর্থাৎ আসমানের উপরে আছেন যে আল্লাহ, তিনিই আমাকে আমানতদার নিযুক্ত করেছেন।

সেজন্য প্রিয় নবী ﷺ দুআ করার সময় আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক দিতে যেয়ে বলেন :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَبُّنَا اللهُ الَّذِىْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْاَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءُ مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ.

"আমাদের রব সে আল্লাহ, যিনি আসমানে রয়েছেন। (হে আল্লাহ!) তোমার নাম অতি পবিত্র, আসমান ও যমীনে তোমার হুকুম পরিচালিত, তোমার রহমত আসমানে যেভাবে রয়েছে, ঠিক সেভাবে যমীনের উপর তুমি রহমত বর্ষণ কর! আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দাও! তুমি সকল পবিত্রদের রব! তোমার রহমত থেকে রহমত নাযিল কর! এ ব্যথাতুর ব্যক্তির প্রতি তোমার শিফা থেকে শিফা দান কর!" অতঃপর লোকটি সুস্থ হয়ে উঠে।"[১৮১]

---

১৮০. বুখারী (كِتَابُ الْمَغَازِىْ) হা/৪৩৫১ ফতহুলবারী, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা-কায়রো ৭/৬৬৫-৬৬৬, মুসলিম (كِتَابُ الزَّكٰوةِ) হা/১০৬৪ নববী, দারুল খায়ের বাইরুত ৭/১৩১।

১৮১. আহমাদ, হাকেম, আবু দাউদ (كِتَابُ الطِّبِّ) বা/৩৮৮৬।

www.pathagar.com

একদা সাহাবী মু'আবিয়া ইবনে হাকাম ﷺ তাঁর ক্রীতদাসীর উপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে চপেটাঘাত করেন। পরক্ষণে তিনি লজ্জিত হয়ে পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে আরজ করেন যে, তাকে মুক্তি দিয়ে দিবেন কিনা? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো! অতঃপর তাকে নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঈমানের পরীক্ষা নেন এবং জিজ্ঞেস করেন :

اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ : اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

"আল্লাহ কোথায়? সে বলল : আসমানে। তিনি ﷺ বললেন : আমি কে? সে বলল : আপনি আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর রাসূল ﷺ মু'আবিয়া ইবনে হাকামকে লক্ষ্য করে বললেন : তাকে তুমি আযাদ করে দাও। কেননা সে, ঈমানদার।[১৮২]

"আল্লাহ সর্বোচ্চ সমুন্নত" এ শিরোনামের উপর পবিত্র কুরআন, সহীহ হাদীস হতে স্বপ্রমাণ বক্তব্য পেশ করা হলো। যার সাহায্যে এটা অতি পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে সপ্তম আকাশের উপর সমুন্নত রয়েছেন। কিন্তু আসমানে কোথায়? নিশ্চয়ই এর জবাবও কুরআনে ও হাদীসে রয়েছে। সুতরাং বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।

মহান আল্লাহ আরশের উপর আছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

"আর রাহমান (আল্লাহ) আরশের উপর।" (সূরা ত্ব-হা : আয়াত-৫)

অন্যত্র বলেন :

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

"আল্লাহ, যিনি স্তম্ভ ব্যতীত আসমানসমূহকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন, যা তোমরা দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠলেন।" (সূরা রা'আদ : আয়াত-২)

---

১৮২. সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ) হা/৫৩৭(৩৩)।

www.pathagar.com

প্রিয় নবী ﷺ বলেন–

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ وَاللّٰهُ فَوْقَ الْعَرْشِ.

"আর আরশ পানির উপরে এবং আল্লাহ আরশের উপরে।"[১৮৩]

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ.

"যখন আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করলেন, কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন যা তাঁর নিকট আরশের উপর রয়েছে; নিশ্চয়ই আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত অগ্রবর্তী হয়েছে।[১৮৪]

কুরআনের দুটি আয়াত ও দুটি সহীহ হাদীস পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ তায়ালা আরশে আছেন। হিদায়াতের জন্যে এটাই যথেষ্ট। 'আক্বীদাহ আত-ত্বাহাভীয়্যাহর-এর সনামধন্য ব্যাখ্যাকার ইবনে আবিল ইজ্জ বলেন :

وَمَنْ سَمِعَ أَحَادِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَامَ السَّلَفِ، وَجَدَ مِنْهُ فِيْ إِثْبَاتِ الْعَرَقِيَّةِ مَا لَا يَنْحَصِرُ.

"আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসসমূহ এবং পূর্বসূরী বিদ্বানদের বাণীসমূহ শুনবে, সে তাতে আল্লাহ যে সর্বোচ্চ সুমহনা-এর এতো বেশি প্রমাণ পাবে, যা সে গণনা করতে পারবে না।"[১৮৫]

অতএব, এটা সন্দেহতীত যে, মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে আরশে আযীমে রয়েছেন। আর 'আরশ সাত আসমানের উপর বিদ্যমান। কিন্তু আরশে কিভাবে

---

১৮৩. বায়হাক্বী, দারেমী, ত্বারারানী ও আবু দাউদ।

১৮৪. সহীহ বুখারী (كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ) হা/৩১৯৪ ফতহুলবারী, মাকতাবুস সালাফিয়্যা-কায়রো ৬/৩৩১।

১৮৫. ইবনু আবিল ইজ্জ (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) মুআসসাতুর রিসালাহ-বাইরুত/৩৭৯।

www.pathagar.com

আছে এ ইলম কারো নেই। আল্লাহ তাঁর শান অনুযায়ী যেভাবে থাকা দরকার, ঠিক সেভাবেই তিনি আছেন। কোনোরূপ কল্পনা ছাড়া হুবহু সেভাবে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবি। আল্লাহ আরশে কিভাবে আছেন-এ মর্মে কোনো বর্ণনা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রদত্ত হয়নি। সুতরাং এ বিষয়ে কল্পনার ঘোড়া দৌড়ানো যাবে না।

ইমাম মালেক (রহ) এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে তার জবাবে বলেন :

اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفِيَّةُ مَجْهُوْلٌ وَالْاِيْمَانُ بِهٖ وَاجِبٌ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ.

"আল-ইসতাওয়া" বা আরশে উঠা জ্ঞাত কথা, কিন্তু কিভাবে আছেন, তা অজ্ঞাত। এর উপর ঈমান আনা ফরয। আর এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত।"[১৮৬]

আরশ ও কুরসী কী?

'আরশ' বাদশাহের সিংহাসনকে বলা হয়। যেমন রাণী বিলক্বীস-এর সিংহাসন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ.

"আর তার একখানা বড় সিংহাসন রয়েছে।" (সূরা নামল : আয়াত-২৩)

কেউ কেউ আরশ-এর অর্থ করেছেন শূন্যস্থান। এটা অসঙ্গতিপূর্ণ কথা। কেননা, কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। আর আরবরা 'আরশ' দ্বারা অনুরূপ উদ্দেশ্য করেননি; বরং তারা 'আরশ' বলতে এমন একটি সিংহাসনকে বুঝাতেন, যার খুঁটি রয়েছে। আর ক্বিয়ামতে আল্লাহর আরশ ফেরেশতারা বহন করবে।

---

[১৮৬]. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (مَجْمُوْعُ فَتَاوٰى) সংকলনে ইবন কাসেম ৫/৩৬৫।

www.pathagar.com

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ.

"আর সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার রবের 'আরশ' উপরে বহন করবে।" (আল-হাকাম/১৭)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ.

কিয়ামতের দিন তুমি দেখতে পাবে ফেরেশতাদেরকে তারা আরশের চার পাশে ঘিরে আছেন।" (সূরা যুমার : আয়াত-৭৫)

জান্নাত কামনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِذَا سَأَلْتُمْ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ.

"তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে, তখন ফিরদাউস কামনা করবে। কেননা, এটা সর্বোচ্চ জান্নাত ও মধ্যবর্তী জান্নাত। আর তার উপরে 'রাহমানের' আরশ রয়েছে।"[১৮৭]

অতঃপর (কিয়ামত দিবসে) মানুষেরা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। আর সর্বপ্রথম আমিই জ্ঞান লাভ করব। অতঃপর দেখতে পাব যে, আমি মূসাসহ 'আরশের খুঁটিসমূহের একটি খুঁটি ধরে আছি।[১৮৮]

আল্লাহর আরশকে কোনো সৃষ্টির সিংহাসনের সাথে তুলনা করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে আরশকে অস্বীকারও করা যাবে না। বরং আল্লাহর জন্যে যেরূপ আরশ থাকা দরকার, তেমনি তাঁর 'আরশ আছে এবং তিনি এর উপর আছেন।

---

১৮৭. বুখারী (كِتَابُ التَّوْحِيْدِ) হা/৭৪২৩ ফতহুলবারী ১৩/৪১৫।

১৮৮. বুখারী (كِتَابُ الْخُصُوْمَةِ) হা/২৪১২ ফতহুলবারী আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া-কায়রো/৮৫।

www.pathagar.com

আর এ 'আরশ হচ্ছে সৃষ্টিরই ছাদ। অতএব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর 'আরশ সাত আসমানের উপরে আছে। যদি কেউ এতসব প্রমাণের পর তা অস্বীকার করে, তাহলে কি তার ঈমান থাকবে? এমর্মে ইমাম আবু হানীফা (রহ) জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন।

যে ব্যক্তি বলবে : জানিনা আমার রব আসমানে না যমীনে, তাহলে সে কুফুরী করল। তিনি বলেন :

لِاَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى .

কেননা, আল্লাহ বলেন : আর-রাহমান 'আরশের উপরে। (সূরা ত্বহা : আয়াত-৫) আর তাঁর 'আরশ সাত আসমানের উপর।"[১৮৯]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহি) বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলেন-

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى - بَيَّنَ اَنَّ اللّٰهَ فَوْقَ السَّمٰوٰتِ فَوْقَ الْعَرْشِ, وَانَّهُ الْاِسْتِوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ دَلَّ عَلٰى اَنَّهُ اللّٰهَ نَفْسَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ.

আল্লাহর বাণী আর-রাহমান "আরশের উপর" পরিষ্কারভাবে বর্ণনা দিচ্ছে যে, আল্লাহ আসমানসমূহের উপরে আরশের উপর আছেন। আর আরশের উপর ইসতাওয়া বা উঠা দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, আল্লাহ স্বয়ং আরশের উপর আছেন।[১৯০]

আল্লাহর আরশকে কোনো সৃষ্টির সিংহাসনের সাথে সাদৃশ্য দেয়া যাবে না এবং আল্লাহর আরশে থাকাকেও কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে না। ঈমানের দাবি হলো : পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে কোনোরূপ উপমা ছাড়াই মেনে নেয়া।

---

১৮৯. মাজমু'আ ফাতওয়া, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইবন কাসেম সংকলিত, ৫/৪৮।

১৯০. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (مَجْمُوْعُ فَتَاوٰى) ইবনে কাসেম সংকলিত, আর-রিবাত্ব ৫/৪৮।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

"তার মতো কোনো বস্তু নেই, তিনি সব শুনেন ও সব দেখেন।
(সূরা শুরা : আয়াত-১১)

কুসরী কী? কুরসী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

"তাঁর (আল্লাহর) কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত।" (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-২৫৫)

কিন্তু, ইহা কি? কারো মতে কুরসীই আরশ। কেননা, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

اَلْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ, وَالْعَرْشُ لَا يَقْدِرُ قَدْرَهُ اِلَّا اللهُ.

"কুরসী হচ্ছে আল্লাহর দু'খানা পা রাখার জায়গা। আর আল্লাহ ছাড়া কেউ 'আরশ সম্পর্কে যথাযথ আঁচ করতে পারবে না।"[১৯১]

ইমাম ইবনে জারীর (রহ) সুদ্দীর বর্ণনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

فَاِنَّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فِيْ جَوْفِ الْكُرْسِيِّ وَالْكُرْسِيِّ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ, وَهُوَ مَوْضِعُ قَدَمِيْهِ.

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনসমূহ কুরসীর ভেতরে রয়েছে। আর কুরসী আরশের সামনে। সেটি আল্লাহর পা রাখার জায়গা।"[১৯২]

সুবহানাল্লাহ! মহান আল্লাহর 'পা' রাখায় জায়গা যদি আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত করে রাখে, তাহলে তাঁর আরশ কত বড় হবে। আর সে আরশের মালিক মহান

---

১৯১. ত্ববারানী হা/৫৭৯২ গৃহিত: ইবনু আবিল ইজ্জ (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) মুআসসাতুর রিসালাহ-বাইরুত/৩৬৯।

১৯২. ইবনে জারীর 'তাফসীর আত-ত্ববারী' দারুল মা'রিফাত বাইরুত ৩/৭।

www.pathagar.com

আল্লাহ কত বড়! যদি মানুষ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখত, তাহলে তারা সকল প্রকার নাফরমানী ছেড়ে দিয়ে সদাসর্বদা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকত।

কেউ কেউ কুরসী দ্বারা ইলম বুঝিয়েছেন। তবে তা সঠিক নয়। আবার কেউ কুরসীকেই আরশ মনে করেছেন। মূলতঃ তা নয়; বরং কুরসী ও আরশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরসী 'আরশের নিচে। সে কারণ ইমাম ইবনে কাসীর বলেন :

اَلصَّحِيْحُ اَنَّهُ الْكُرْسِيُّ غَيْرَ الْعَرْشِ, وَالْعَرْشُ اَكْبَرُ مِنْهُ.

"বিশুদ্ধ কথা এই যে, কুরসী 'আরশ নয়। 'আরশ কুরসী থেকে অনেক বড়।"[১৯৩]

আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ প্রসঙ্গে

প্রিয় নবী ﷺ বলেন-

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِبَ لَهُ مَنْ يَسْئَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

"আমাদের রব প্রতিরাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তিনি বলেন : যে আমাকে ডাকবে, আমি তাঁর ডাকের জবাব দেব। যে আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করব। যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।"[১৯৪]

---

১৯৩. ইবনে কাছীর 'তাফসীরুল কুরআনিল আজীম' দারু মাকতাবাতিল হিলাল-বাইরুত ১/৪৪৯।

১৯৪. বুখারী (كِتَابُ التَّوْحِيْدِ) হা/৭৪৯৪ ফতহুলবারী, মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা-কায়রো ১৩/৪৭৩, সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الصَّلَاةِ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا) রাতের সালাত ও বিতর-অনুচ্ছেদ হা/৭৫৮ (১৬৮)।

www.pathagar.com

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। এটা তার কর্মবিষয়ক গুণ এবং হাক্বিক্বী। একে রূপক অর্থে গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই; বরং হাক্বিক্বী অর্থেই বিশ্বাস করতে হবে। তাই এখানে অবতরণ দ্বারা আল্লাহর স্বয়ং অবতরণ করা বুঝাবে।[১৯৫]

কেউ কেউ আল্লাহর অবতরণ করাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাদের কেউ বলেন, আল্লাহর আদেশ অবতরণ করে। আবার কেউ বলেন : আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। কেউবা বলেন : আল্লাহর কোনো ফেরেশতা অবতরণ করেন। এসবই ভ্রান্ত কথা। আল্লাহর আদেশ ও রহমত প্রতিনিয়ত নাযিল হতে থাকে। শেষ রাতে অবতরণের সাথে খাস নয়। আর কোনো জ্ঞান কি সাক্ষ্য দেবে যে, ফেরেশতা অবতরণ করে বলবে : কে আছে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাক শুনব-এটা অসম্ভব। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাদের সকল রূপক অর্থ ভ্রান্ত; বরং আল্লাহ স্বয়ং অবতরণ করেন-এটাই সঠিক। কোনো যুক্তিবাদী সীমিত জ্ঞান নিয়ে আরেকটি সন্দেহের অবতারণা করতে পারে যে, আল্লাহ অবতরণ করলে তাঁর ঊর্ধ্বে উঠা কোথায় থাকল? আর দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করলে কি তাঁর আরশ খালি হয়ে যায়? আমরা বলব : এটা আল্লাহ সম্পর্কে অবান্তর কথা। আল্লাহর কর্মকে বান্দাহর কর্মের সাথে কোনো অবস্থাতেই সাদৃশ্য করা যাবে না এবং সৃষ্টির সাথে ক্বিয়াস করে আল্লাহকে বুঝা যাবে না। এটা আল্লাহর শানে যুলুম।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন-

يَقُوْلُ اَنَّهُ لَا يَخْلُوْ مِنْهُ الْعَرْشُ , لِاَنَّهُ اَدِلَّةُ اِسْتَوَائِهِ عَلَى الْعَرْشِ مُحْكَمَةٌ , وَالْحَدِيْثُ هٰذَا مُحْكَمٌ , وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُقَاسُ صِفَاتِهِ

---

১৯৫. শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উসাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারু ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ২/১৪।

www.pathagar.com

بِصِفَاتِ الْحَقِّ, فَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ يَّنْقِيَ نَصُوْصُ اَلِاسْتِوَاءُ عَلٰى اَحْكَامِهَا ,وَمَضَّ النُّزُوْلُ عَلٰى اَحْكَامِهِ , وَتَقُوْلُ : هُوَ مُسْتَوٌّ عَلٰى عَرْشِهِ, نَازِلٌ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا , وَاللهُ اَعْلَمُ بِكَيْفِيَّةِ ذٰلِكَ , وَعُقُوْلَنَا اَقْصَرُ وَاَدْنٰى وَاَحْقَرُ مِنْ اَنَّهٗ تَحِيْطُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"তাঁর (আল্লাহর) আরশ খালি হয় না। কেননা, 'আরশে ইসতাওয়া বা উঠার দলীলসমূহ 'মুহকাম'। আর (অবতরণের) এ হাদীসটিই 'মুহকাম'। আল্লাহর সিফাতকে মাখলূকের সিফাতের সাথে তুলনা করা যায় না। কাজেই আমাদের উপর আবশ্যক যে, আমরা 'ইসতাওয়া' বা আরশে উঠার দলীলসমূহকেও ঠিক 'মুহকাম' জানব। আর বলব : তিনি আল্লাহ তাঁর 'আরশে, তিনি দুনিয়ার আকাশে অবতরণকারী। আল্লাহ তার পদ্ধতি সম্পর্কে সর্বাধিত জ্ঞাত। আল্লাহকে আয়ত্ব করা থেকে আমার জ্ঞান সংকীর্ণ, সীমিত ও অতি দুর্বল।"[১৯৬]

অতএব, কোনোরূপ যুক্তি তর্কে না জড়িয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসে যেভাবে বর্ণিত আছে, ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করি! এটাই হোক আমাদের ঈমানের একান্ত দাবি!

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে থাকা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

১৯৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, (اَلرِّسَالَةُ الشَّرْعِيَّةِ) গৃহীত শায়খ মুহাম্মাদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারু ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম২/১৭।

www.pathagar.com

"তিনিই (আল্লাহ) যিনি আসমান ও যমীনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। অতঃপর আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন-তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।" (আল-হাদীস-৪)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জানেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যকজ্ঞাত।" (সূরা মুজাদালাহ : আয়াত-৭)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে।" (সূরা নাহল : আয়াত-১২৮)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

وَاصْبِرُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

"তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"
(সূরা আনফাল : আয়াত-৪৬)

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন :

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا.

"তুমি দুশ্চিন্তা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।"
(সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন-

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى .

"আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি।" (সূরা ত্ব-হা : আয়াত-৪৬)

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের সাথে আছেন। কখনও তাঁর সাথে থাকা আমভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবার কখনও বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষিতে খাস করে সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে। এক্ষণে এই সাথে থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

আয়াতসমূহের অর্থ ও উদ্দেশ্য গভীরভাবে অনুধাবন করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহর সাথে থাকার স্তরভেদ রয়েছে। যা উদ্দেশ্যের ভিন্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট। সে কারণে হক্বপন্থী বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর সাথে থাকা তিন ধরনের। আর তা হচ্ছে :

১. **আমভাবে সাথে থাকা :** এটা মু'মিন, কাফির-ফাজির সকলকে শামিল করে।[১৯৭] আর এ প্রকার সাথে থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে : আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাহকে নিজ ইলম দ্বারা পরিবেষ্টনকারী। বান্দাহ ভালো-মন্দ যা করে, তিনি তা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। উপরে উল্লেখিত (আল-হাদীদ-আয়াত ৪ ও মুজাদালাহ-৭) আয়াতদ্বয় সে অর্থই বহন করে।[১৯৮]

২. **বিশেষভাবে সাথে থাকা :** ইহা শুধু মু'মিন বান্দাদের জন্যে খাস। আর এ প্রকার সাথে থাকার উদ্দেশ্য হলো : সাহায্য-সহযোগিতা ও সংরক্ষণ করা।

---

১৯৭. শায়খ মুহাম্মাদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দার ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ১/৪০১।

১৯৮. ড: সালেহ আল-ফাওযান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী-রিয়াদ/৭৯।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত (সূরা নাহল : আয়াত-১২৮ ও আনফাল : আয়াত-৪৬) আয়াতদ্বয় সে উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।[১৯৯]

৩. **অতি বিশেষ সাথে থাকা :** আর শেষোক্ত আয়াতদ্বয় (তাওবা-আয়াত-৪০ ও তোয়াহা-আয়াত ৪৬) অতি বিশেষভাবে সাথে থাকা বুঝায়। যা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে খাসভাবে সাথে থাকা সংশ্লিষ্ট। আর এটা অতি স্পষ্ট যে, সূরা তাওবার ৪০ নং আয়াতখানায় যে সাথে থাকার কথা বিধৃত হয়েছে, তা হচ্ছে প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে খাস এবং সূরা (ত্ব-হার ৪৬ নং আয়াতে মূসা ও হারুন عليهما السلام-কে খাসভাবে সাহায্য করার কথা উল্লেখিত হয়েছে।[২০০]

এক্ষণে এই সাথে থাকা কি হাক্বীক্বি না রূপক অর্থে? অধিকাংশ বিদ্বানদের মতে রূপক অর্থে। তাই 'আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন'-এর অর্থ করেছেন-তিনি তোমাদের সম্বন্ধে জানেন, তোমাদের কথাসমূহ শুনেন, তোমাদের কর্মসমূহ দেখেন এবং তিনি তোমাদের উপর শক্তিমান।

পক্ষান্তরে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন : "আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন- এটা হাক্কিক্বী। তবে মানুষের সাথে থাকার ন্যায় নয়; বরং আল্লাহর সাথে থাকা প্রমাণিত। তবে তিনি উর্ধ্বে আছেন। তিনি আমাদের সাথে আছেন এবং তিনি তাঁর আরশের উপর সকল কিছুর উর্ধ্বে সুমহান। যে স্থানে আমরা থাকি, সেখানে আল্লাহ আছেন-এ রকম অর্থ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। যেহেতু আল্লাহর সাথে থাকা-এটা তাঁর কর্মবিষয়ক গুণ। আর সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করা তাঁর জাতি গুণ।[২০১]

সাথে থাকা ও নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বুঝতে হলে একথা ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহকে কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা যাবে না।

---

১৯৯. প্রাগুক্ত/৭৯।

২০০. শায়খ মুহাম্মাদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) ১/৪০১।

২০১. শায়খ মুহাম্মাদ আস-সালেহ আল-উছাইমীন তার দারু ইবন আল-উছাইমীন (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারু ইবন আল-জাওযী-দাম্মাম ১/৪০২, ৪০৩।

www.pathagar.com

কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

"তাঁর মতো কিছু নেই, তিনি সব শুনেন ও সব দেখেন।"
(সূরা আশ শূরা : আয়াত : ১১)

সুতরাং একথা ভালোভাবে স্থির করতে হবে যে, আল্লাহর সাথে থাকা তাঁর আরশ শূন্য হওয়া বুঝায় না। তাঁর সাথে থাকা যেভাবে তাঁর শান অনুযায়ী হয় সেভাবেই তিনি আমাদের সাথে আছেন- এ বিশ্বাস করতে হবে। সৃষ্টি সৃষ্টির সাথে থাকার ন্যায় অবাস্তর বিশ্বাস বা কল্পনা করা যাবে না। কেননা, সাথে থাকা দ্বারা স্বয়ং মিশে যাওয়া বা সমান সমান হওয়া আবশ্যক করে না। দূর থেকেও সাথে থাকা বুঝায়। যেমন আরবরা বলেন : (مَا زِلْنَا نَمْشِيْ وَالْقَمَرُ مَعَنَا) "আমরা চলছি ও চাঁদ আমাদের সাথে।" অথচ চাঁদ তো তাদের উপরে অনেক দূরত্বে আছে।[২০২] যদি তাই হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা নিজ আরশে থেকে কেমন করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন।

আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, আমাদের সবকর্ম দেখছেন এবং সবকিছু শুনছেন, তাঁর ইলম আমাদেরকে পরিবেষ্টনকারী-এ বিশ্বাসের মাঝে অনেক ফায়দা রয়েছে। বান্দাহ এ বিশ্বাসসহ কর্ম করলে সে সদা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে থাকবে। ফলে তার পক্ষে বেশি নেকী করা ও যাবতীয় প্রকারের নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। আর এটাই আল্লাহর মা'রিফাতের বড় শিক্ষা।

---

২০২. ড: সালেহ আল-ফাওযান (شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ) দারুল ইফতা প্রকাশনী-রিয়াদ/৭৯।

www.pathagar.com

পরিশিষ্টাংশ

১. মা'রিফাত লাভের ফলাফল : একজন মানুষের উপর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো তার রব সম্পর্কে জানা। বিশেষ করে একজন মুসলিমের জন্যে তা একান্তই আবশ্যক। মহান আল্লাহর মারিফাত লাভের পথ ও পদ্ধতি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। সে আলোকে মুসলিম তার রবকে চেনার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এ চেষ্টা তার জীবনে অনেক সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে আনবে। নিচে এর কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখ করা হলো :

২. শ্রেষ্ঠতম 'ইলম লাভের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা : জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার প্রতিভার বিকাশ ঘটায় এবং সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর শাখা-প্রশাখা অসংখ্য ও অনেক। মান ও প্রয়োজনের দিক থেকে জ্ঞান ও জ্ঞানীর মাঝে তারতম্য অনস্বীকার্য। সে তারতম্যের আলোকে জ্ঞানীর মর্যাদার ভিন্নতা প্রমাণিত হয় এবং সেভাবেই তার মূল্যায়ন হয়। বলুনতো, আল্লাহ সম্পর্কে জানার যে জ্ঞান সেটির কি কোনো তুলনা আছে? কখনই না। এ তুলনাহীন মহাসমুদ্রে যিনি অবগাহন করবেন, নিশ্চয়ই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করবেন-তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. ঈমানকে সুদৃঢ় করা : মহান আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা সম্পর্কে জানার মাধ্যমে ঈমানকে দৃঢ়তর করা।

মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

"তাঁর বান্দাদের মধ্যে 'ওলামারই কেবল তাঁকে ভয় করে।" কারণ একটাই। আর তা হলো : তারা মহান আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে জেনে-বুঝে তাদের ঈমানকে মজবুত করতে পারে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহকে চিনে না, তার অসীম কুদরত ও মহত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে কী করে আল্লাহর দাবি যথাযথভাবে আদায় করবে? তার ঈমানতো হবে গতানুগতিক।

www.pathagar.com

যাদের শানে মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

"তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে বটে, তবে তাদের অধিকাংশরাই মুশরিক।"

৪. 'আমলে পূর্ণ পরিতৃপ্তির ও পূর্ণ স্বাদ লাভ করা : মহান আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে না জানার কারণে আমাদের ঈমান মজবুত হয় না এবং আমলেও কোনো তৃপ্তি পাই না। আল্লাহর নামসমূহ ও অসীম গুণাবলির সামান্য জ্ঞান থাকলেও মানুষ সেভাবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর জন্যে ভক্তিসহ সিজদায় অবনত হবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, ৩টি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। এর মধ্যে প্রথমটিই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বাত সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়া।" যদি আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে, তাহলে কী করে সে আল্লাহকে মুহাব্বাত করবে এবং আমলে পরিতৃপ্তি পাবে?

৫. আল্লাহকে সুন্দরভাবে ডাকা ও তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া : মহান আল্লাহ বলেন : (وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا) "আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। অতএব তোমরা সে নাম নিয়ে তাঁকে ডাক।"

বান্দা সব সময় মুখাপেক্ষী। তাকে আশ্রয় চাইতে হয়, তাকে তার ফরিয়াদ পেশ করতে হয়। কার কাছে? একমাত্র সে মহান আল্লাহর কাছে। যিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বা নেই তার ডাক শোনার। কিন্তু সে ফরিয়াদ শ্রবণকারী মা'বুদ সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা না থাকলে সে কিভাবে ঐ অসীম সত্ত্বার সামনে নিজেকে পেশ করবে? আর কী নামেইবা তাকে ডাকবে। আল্লাহর শানেতো ইচ্ছা করে আর কোনো নাম বাড়ানো যাবে না বা তাকে কোনো ত্রুটিযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। অতএব, বান্দাকে তাঁর রবের সঠিক মা'রিফাত লাভ করতে হবে। তার সুন্দর সুন্দর ও পরিপূর্ণ সিফাত সম্পর্কে যথাসাধ্য জ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই সে তার রবকে ডেকে আত্মতৃপ্তি পাবে এবং রবের নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবে। আর এটিই মা'রিফাত লাভের বিশেষ উপকারিতা।

www.pathagar.com

৬. ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে নিজের ঈমানকে বাঁচানো : ঈমান শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সঠিক ঈমান না থাকলে জীবনের সকল সাধনা বরবাদ হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا.

"আর তারা যেসব 'আমল করেছে, তা বিচার করে দেখব। অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত বালুকণায় পরিণত করে দেব।" (সূরা আল-ফুরক্বান : আয়াত-২৩)

আমরা যদি খেয়াল করি তা হলে দেখতে পাব- সঠিক সিলেবাস থেকে সরে গিয়ে মানুষ নিজ 'আক্বীদার বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। ভুল ও মনগড়া ত্বরীকায় আল্লাহর মা'রিফাত লাভের বৃথা চেষ্টা করে জীবনপাত করছে। ফলে সে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং অপরকেও বিভ্রান্ত করছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে কিংবা ভুল ব্যাখ্যার মিছে জালে আটকা পড়ার কারণে অথবা দলীয় অন্ধত্ব থাকার জন্যে অনেক আলেমও এ বিষয়ে ভ্রান্তিমুক্ত হতে পারছেন না। ঈমান বাঁচাবার পথ একটিই। আর তা হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে ফিরে আসা এবং সঠিক 'আক্বীদার শিক্ষা লাভ করা। তাই আমরা নির্দিধায় বলতে পারি একজন মানুষ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূলনীতির আলোকে এ সম্পর্কে তথ্য লাভের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে তার ঈমান বাঁচাতে সক্ষম হবে। তথাকথিত বানোয়াট পথে নয়; বরং শরীয়াতই একমাত্র পথ।

৭. গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ : মা'রিফাত অর্থ জানা। এখানে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে দলীল প্রমাণসমূহ জানাকে বুঝায়। এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ফরয।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

"অতঃপর জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো 'হক্ব' ইলাহ নেই।"
(সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৯)

www.pathagar.com

প্রিয় নবী ﷺ বলেন-

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ اِلَهَ اِلاَ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

"যে ব্যক্তি মারা গেল এ অবস্থায় যে, সে জানে 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো 'হক্ব' ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২০৩]

কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে গৃহীত নীতিমালার আলোকে আল্লাহর মা'রিফাত লাভ করা হলো ঈমানের দাবি। আর এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বা হক্বপন্থীদের স্থির সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে তথাকথিত সূফীদের নিকট মা'রিফাত ভিন্ন জিনিস। তারা এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের প্রতি কোনো তোয়াক্কা করে না। তাদের নিকট আল্লাহর মা'রিফাত লাভের উপায় হলো- তথাকথিত কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টি। সে কারণে, তারা মিথ্যা কাশফের দাবি করে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে।

মানুষ আল্লাহর জাতস্বত্তাকে আয়ত্ব করতে পারবে না। কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু সেভাবে মেনে নেয়া ঈমানের দাবি। এক্ষেত্রে যুক্তি ও দর্শনের কোনো অবকাশ নেই। যুক্তিবাদী জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশা'আরী, মাতুরেদী ও মুশাববিহা সম্প্রদায় ও সালাফে সালেহীন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার উপর স্থির না থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। যে কারণে, তাদেরকে আমরা এ গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতিমালা পেশ করেছি, যাতে সরলমতি মুসলিম সম্প্রদায় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পারেন।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান মূলতঃ চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তা হচ্ছে :

১. আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান।

২. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান।

---

২০৩. সহীহ মুসলিম ২য়/২৬।

www.pathagar.com

৩. আল্লাহর রুবূবিয়্যাত তথা তার কর্মবিষয়ক গুণের প্রতি ঈমান।

৪. আল্লাহর উলূহিয়্যাত তথা তিনিই ইবাদতের একমাত্র হক্বদার- এ বিশ্বাস করা ও সে মর্মে 'আমল করা।

আমরা এ গ্রন্থে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অতঃপর এতদসংক্রান্ত বিভ্রান্তিসমূহের খণ্ডনার্থে কুরআন ও হাদীস থেকে স্বপ্রমাণ বক্তব্য পেশ করেছি।

আল্লাহ আমাদের এ খিদমতকে ক্ববুল করুন এবং সকল মুসলিমকে 'আক্বীদার বিভ্রান্তি হতে হিফাযত করুন! আমীন!!

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	১২৮০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	৩০০
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী	৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল কারনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার) –সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির –মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	সহজ হজ্জ ও ওমরা	
১৪.	আয়াতুল কুরসির তাফসীর	১২০
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় –আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের শর্ত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন –ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা –শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান	১২০
৩৭.	কবিরা গুনাহ্	২২৫

www.pathagar.com

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০
৩৯.	ইসলামী দিবসসমূহ ও বার চাঁদের ফযিলত —মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী	১৮০
৪০.	রাসূলুল্লাহর মি'রাজ	৮০
৪২.	বিবাহ ও তালাকের বিধান	২২৫

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০	২০. চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০	২১. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০	২২. সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২৩. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২৪. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৫. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৭. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৮. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৯. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	৩০. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	৩১. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	৩২. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩৩. ইশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩৪. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩৫. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

১. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০	৫. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
২. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০	৬. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৩. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০	৭. বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
৪. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০		

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে .....

ক. আল কুরানুল কারীমের বিধি-বিধানের পাঁচ'শ আয়াত, খ. গোল্ডেন ইউজফুল ওয়ার্ড গ. মাদিনার সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান, ঘ. রাসূল ﷺ-এর অজিফা, ঙ. আল্লাহ কোথায়?, চ. পাঞ্জে সূরা, ছ. চল্লিশ হাদীস, জ. ক্বাসাসুল আম্বিয়া, ঝ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায়, ঞ. তওবা ও ক্ষমা, ট. আল্লাহর ৯৯টি নামের ফযীলত, ঠ. আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে, ড. তোহফাতুল আরোজ (বাসর ঘরের উপহার), ণ. নেক আমল সেকেন্ডে ও মিনিটে কোটি কোটি সাওয়াব।

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq56@yahoo.com

www.pathagar.com